বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি
পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা

দেব্যাঃ গমনাগমনে যান কথন—রবিশশী গজারূঢ়াশনিভৌমস্তুরঙ্গমে। গুরৌ শুক্রে চ দোলায়াং বুধে নৌকা প্রকীর্তিতাঃ ॥

অস্যার্থ—রবি এবং সোমবারে গমনাগমন হইলে-গজে আগমন বা গমন। শনি এবং মঙ্গলবারে গমনাগমন হইলে ঘোড়ায় আগমন বা গমন। বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে গমনাগমন হইলে দোলায় আগমন বা গমন। বুধবারে গমনাগমন হইলে নৌকায় গমন বা আগমন হইয়া থাকে।

যান ফলম্—গজে চ জলদা দেবী ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে। নৌকায়াং সর্বসৌখ্যানি দোলায়াং মড়কং ধ্রুবম্ ॥

অস্যার্থ—গজে গমনাগমনে সুবৃষ্টি হয়। ঘোড়ায় গমনাগমনে মানব ছত্রভঙ্গ হয়। নৌকায় গমনাগমনে সৌখ্যতা বৃদ্ধি হয়। দোলায় গমনাগমনে দেশে মড়ক লাগে।

কল্পারম্ভ

কল্পারম্ভ বিধি—কল্পারম্ভের বিধি সাতপ্রকার। যথা—কৃষ্ণানবমী, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, কেবল মহাষ্টমী, কেবল মহানবমী।

এই সপ্তপ্রকার কল্পারম্ভের মধ্যে যাহাদের যেরূপ কুলাচার রহিয়াছে, তাঁহারা সেই দিবসে কল্পারম্ভ করিবেন।

কল্পারম্ভ— কল্পারম্ভ দিবসে কর্তা নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া উত্তরাস্যে শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

আচমন—"গোকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ। তন্ন্যূনমধিকং কপি পিবেচ্ছেদ্রুধিরন্তুতে॥"

অর্থাৎ হাতের তালু গোকর্ণাকৃতি করিয়া একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে, এইরূপ পরিমাণ জল লইয়া তিনবার পান করিবেন। প্রতিবার পানান্তে—"ওঁ বিষ্ণুঃ" বলিবেন। ইহার বেশী বা কম জলপান করিলে শোণিত পানের ফল হয়। (শূদ্রপক্ষে—"নমো বিষ্ণুঃ" বলিবেন।)

বিষ্ণুস্মরণ—অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন, যথা—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্। সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥" "ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ॥" (শূদ্রপক্ষে—"ওঁ তদ্বিষ্ণো" স্থলে—নমো অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতো ঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥" নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ)। অতঃপর গণেশ, গুরু, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার, কাল্যাদি দশমহাবিদ্যা, বাস্তুদেব-দেবী, কুলদেব-দেবী ও ইষ্টদেবতা বা ইষ্টদেবীর উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপ চাউল লইয়া, বামহস্তের তালুতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক বার্ষিক শরৎকালীন বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥" "ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক বার্ষিক শরৎকালীন বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ॥" "ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক বার্ষিক শরৎকালীন বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্ ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" মন্ত্র পাঠান্তে হাতে আতপ তণ্ডুল লইয়া ঘণ্টাবাদ্য সহ বিকিরণ করিতে করিতে স্ব স্ব শাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণ-মগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

স্বস্তিসূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ গণানান্ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, প্রিয়ানান্ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে। নিধীনান্ত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

স্বস্তিসূক্ত (ঋক)—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনাভগঃ, স্বস্তি দেব্যদিতিরণর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা। ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রুবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতি। বৃহস্পতি সর্বগণঃ স্বস্তয়ে স্বস্তয়, আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণাঃ, স্বস্তি পথ্যে রেবতীঃ। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ, স্বস্তি নো অদিতে কৃধি॥ ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম্, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতা ঽঘ্নতা, জানতা সঙ্গমেমহি॥ ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং, মহদ্ভুতং বাসসং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু, বৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম। ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসঙ্গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্॥ প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥

[সর্ববেদীয়গণই "স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥" এই মন্ত্রটি শেষে পাঠ করিবেন।]

অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

***সাক্ষ্যমন্ত্র**—করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহক্ষপাঃ। পবনোদিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥"

অতঃপর একটি সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

---

*সাক্ষ্যমন্ত্র সর্ববেদীয়গণেরই পাঠ্য।

সূর্য্যার্ঘ্য—কুশীতে জবা অথবা রক্তবর্ণ পুষ্প, আতপ চাউল, দূর্বা, রক্তচন্দন লইয়া মন্ত্র পাঠান্তে অর্ঘ্য দিবেন। (সাম)—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে্। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥" (যজুঃ ও ঋগ্বেদীয়)—"ওঁ এহি সূর্য্যঃ সহস্রাংশো তেজরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্॥ এষোঽর্ঘ্য ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥"

প্রণাম—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥" অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—(কৃষ্ণানবম্যাদি কল্পে)—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যান্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক দীর্ঘায়ুষ্টসর্বপাপপ্রণাশন পরমৈশ্বর্য্যাতুলধনধান্যপুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততিমিত্রবর্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর রাজসম্মানদ্যভীষ্টসিদ্ধ্যর্থমমুত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) বার্ষিক শরৎকালীন বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে—"অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণস্য" বা "দাসস্য" এবং "করিষ্যে" স্থলে "করিষ্যামি" বলিবেন)।

প্রতিপদাদি কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—"কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যান্তিথাবারভ্য" স্থলে "প্রতিপদি তিথাবারভ্য" বলিবেন।

ষষ্ঠ্যাদি কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—"প্রতিপদি তিথাবারভ্য" স্থলে "ষষ্ঠ্যাং তিথাবারভ্য" বলিবেন।

সপ্তম্যাদি কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—"ষষ্ঠ্যাং তিথাবারভ্য" স্থলে "সপ্তম্যান্তিথাবারভ্য" বলিবেন।

মহাষ্টম্যাদি কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—"সপ্তম্যান্তিথারভ্য" স্থলে "শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিথাবারভ্য" বলিবেন।

কেবল মহাষ্টমী কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—"শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিথাবারভ্য" স্থলে "শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিথৌ" বলিবেন।

কেবল মহানবমী কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—"শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যাং তিথৌ" স্থলে "শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ" বলিবেন। অতঃপর স্ব স্ব শাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। সঙ্কল্প বাক্য পাঠের পর কুশীটি তাম্রটাটে উপুড় করিয়া দিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে॥"

সঙ্কল্পসূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর-মুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥"

সংকল্পসূক্ত (ঋক)—"ওঁ যা গুঙ্গুর্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে॥"

অতঃপর কুশীতে পুষ্প দিয়া বলিবেন—"ওঁ সঙ্কল্পিতে ঽস্মিন্ কর্মণি সিদ্ধিরস্তু।" (ওঁ অস্তু) ইতি প্রতিবচন। "ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।" (ওঁ ভবতু) ইতি প্রতিবচন।

অতঃপর পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবেন। বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই সপ্তমী পূজার দিনেই বরণকার্য্য করা হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে সপ্তমী দিবসেই বরণ কার্য্য করিবেন। ইহা ব্যতীত কুলাচারই প্রধান। অতএব, যাহাদের যেরূপ কুলাচার, তাঁহারা সেইরূপ করিবেন।

বরণ—যজমান পূর্বমুখে এবং ব্রাহ্মণ উত্তরমুখে বসিয়া বরণকার্য্য করিবেন। যজমান ও ব্রাহ্মণ উভয়েই আচমনাদি করিয়া, গুরু, গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা সমাপনান্তে, যজমান করযোড়ে বলিবেন—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ও সাধ্বহমাসে।" যজমান বলিবেন—"ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ অর্চয়॥"

অতঃপর যজমান গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, আসন, মাল্য, অঙ্গুরীয়ক, তাম্বুল ও যজ্ঞোপবীত লইয়া বলিবেন—"এতানি গন্ধপুষ্প বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক যজ্ঞোপবিতানি ওঁ পূজক (তন্ত্রধারক বা) ব্রাহ্মণায় নমঃ।" এই মন্ত্র পাঠান্তে ব্রাহ্মণের হস্তে দিলে, ব্রাহ্মণ "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যজমান দক্ষিণ হস্তে দূর্বা, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল লইয়া

দক্ষিণহস্তে বামহস্ত স্পর্শ করাইয়া ব্রাহ্মণের বা তন্ত্রধারকের দক্ষিণ জানু ধারণপূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ **শ্রীঅমুক দেবশর্মা (দাসঃ বা)** মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিক শরৎকালীন বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা দুর্গামহাপূজাকর্মণি পূজক কর্মকরণায় (তন্ত্রধারক হইলে—তন্ত্রধারক কর্ম করণায়) অমুকগোত্রং, শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ ভবন্তমহং বৃণে।" ব্রাহ্মণ (তন্ত্রধারক বা) বলিবেন—"ওঁ বৃতো ঽস্মি।" অতঃপর করযোড়ে যজমান বলিবেন—"যথাবিহিত পূজককর্ম (তন্ত্রধারক কর্ম) কুরু॥" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।" এইরূপে চণ্ডীপাঠকেরও বরণ করিবেন। মন্ত্র একই প্রকার শুধুমাত্র 'পূজক' স্থলে 'দেবীমাহাত্ম্য পাঠক' বলিবেন এবং তাঁহার নাম এবং গোত্র উল্লেখ করিবেন।*

ইহা ব্যতীত যদি কুলপ্রথা থাকে বা নিয়ম থাকে, তাহা হইলে—ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য বরণ করিবেন। মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার হইবে। শুধুমাত্র "অমুক কর্ম করণায়" স্থলে "ব্রহ্মকর্ম করণায়", "হোতৃকর্ম করণায়", "আচার্য্যকর্ম করণায়", "সদস্য কর্ম করণায়" উল্লেখ করিবেন এবং তত্তৎ নাম ও গোত্র উল্লেখ করিবেন।

এইরূপে বরণকার্য্য সমাপ্ত করিয়া পূজক ব্রাহ্মণ পূজার আসনে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি, স্বস্তিবাচন এবং স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া সঙ্কল্পাদি করিবেন। এই সময় চণ্ডীপাঠের ও দুর্গানাম জপের সঙ্কল্প করিবেন।

চণ্ডীপাঠ সঙ্কল্প—চণ্ডীপাঠক ব্রাহ্মণ আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া—"ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্য পাঠ কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো" ইত্যাদিরূপে স্বস্তিবাচন এবং যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

---

*যজমান স্বয়ং পূজায় অসমর্থ বা অনধিকারী হইলে পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবেন। বরণকার্য্যটি যজমান প্রথমেই করিবেন। তাহার পর সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণের, যজমানের নহে। শূদ্র হইলে—"ওঁ" স্থলে "নমো" বলিবেন "বিষ্ণুরোম্" স্থলে—"বিষ্ণুর্নমঃ" বলিবেন।

কৃষ্ণানবম্যাদি কল্পে—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যাং তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ বা দাসস্য) মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিক শরৎকালীন বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজায়াং সর্ববিঘ্নোপশমনপূর্বকম্ অতুলধনধন্যসুতান্বিতত্বকামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক সন্দর্ভস্য দেবীসূক্তার্গল-কীলক-দেবীকবচ সহিত "সাবর্ণি সূর্য্যতনয়ঃ" ইত্যারভ্য "সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ" ইত্যন্তদেবীমাহাত্ম্যস্য পঞ্চদশকৃত্বঃ পাঠ কর্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি)।

প্রতিপদাদি কল্পে—সঙ্কল্প বাক্য একই প্রকার। শুধুমাত্র "কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যান্তিথাবারভ্য" স্থলে—"শুক্লেপক্ষে প্রতিপদিতিথাবারভ্য" বলিবেন এবং "পঞ্চদশকৃত্বঃ" স্থলে—"নবকৃত্বঃ" বলিবেন।

ষষ্ঠ্যাদি কল্পে—সঙ্কল্প বাক্য একই প্রকার। শুধুমাত্র "শুক্লেপক্ষে প্রতিপদিতিথাবারভ্য" স্থলে—"শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যাং তিথাবারভ্য" বলিবেন এবং "নবকৃত্বঃ" স্থলে—"চতুঃকৃত্বঃ" বলিবেন।

সপ্তম্যাদি কল্পে—সঙ্কল্প বাক্য একইরূপ, শুধুমাত্র "ষষ্ঠ্যান্তিথাবারভ্য" স্থলে—"শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যান্তিথাবারভ্য" বলিবেন এবং "চতুঃকৃত্বঃ" স্থলে—"ত্রিকৃত্বঃ" বলিবেন।

মহাষ্টম্যাদি, কেবল মহাষ্টমী ও কেবল মহানবমী কল্পে—"শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিথৌ" বা "মহানবম্যান্তিথৌ" বলিবেন এবং **মহাষ্টম্যাদি কল্পে**—"মহাষ্টম্যান্তিথাবারভ্য" বলিবেন এবং "ত্রিকৃত্বঃ" স্থলে "দ্বিকৃত্বঃ", **কেবল মহাষ্টমী ও কেবল মহানবমীতে**—"দ্বিকৃত্বঃ" স্থলে "সকৃৎ" বলিবেন। অতঃপর কুলাচার অনুযায়ী যাঁহাদের দুর্গানাম জপ হয়, তাঁহাদের ক্ষেত্রে দুর্গানাম জপের সঙ্কল্প করিবেন।

দুর্গানাম জপের সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকন্তিবারভ্য (যেই দিবস কল্পারম্ভ হইবে অথবা যেইদিন হইতে জপ আরম্ভ হইবে তাহাই

উল্লেখ্য এবং কত সংখ্যক জপ হইবে তাহাও উল্লেখ্য) শুক্লামহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ ইয়ৎ-সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) "দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" ইতি নামমন্ত্র (অথবা দুর্গা ইতি নামমন্ত্র) জপ কর্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি।) কুলাচার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ হইবে। অতঃপর পূজক পঞ্চগব্য শোধন করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন—(সামবেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রীপাঠ্য। **গোময়**—ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥" **দুগ্ধ**—"ওঁ গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। রবিবস্যা মহোনাম্॥" **দধি**—"ওঁ দধিক্রাবণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" **ঘৃত**—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥" **কুশোদক**— "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে ২শ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্ণামি॥" অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন।

যজুর্বেদীয় —গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। **গোময়**—"ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহুয়ে শ্রিয়ম্॥" **দুগ্ধ**—"ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥" **দধি**—"ওঁ দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" **ঘৃত**— "ওঁ তেজো ২সি শুক্রমস্য মৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥" **কুশোদক**— "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে ২শ্বিনোর্বাহুভ্যাং, পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥" অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন।

ঋগ্বেদীয়—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। **গোময়**—"ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥" **দুগ্ধ**—"ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি তং মা সংসৃজ বর্চসা॥" **দধি**—"ওঁ উদ্‌বুধ্যধ্বং সমনসং সখায়ঃ, সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামমগ্নিমুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতো ২বংসে নিহ্বয়ে বঃ॥" **ঘৃত**—"ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং মে আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসোবিমানো ২জস্রো ঘর্মো হবিরস্মিনাম্॥" **কুশোদক**—"ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে॥" (আয়ুসে প্রজায়ৈ)। অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন। এইরূপে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া সেই শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা পূজাস্থান শোধন করিবেন। অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

ধেনুমুদ্রা

যোনিমুদ্রা

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

অঙ্কুশমুদ্রা

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—ভূমিতে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদ্বাহ্যে বৃত্ত, তদ্বাহ্যে চতুষ্কোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" এইরূপে মণ্ডলমধ্যে পূজাপূর্বক "ফট্" মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন পূর্বক মণ্ডলে স্থাপন করিয়া "নমঃ" মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিবেন। অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা তদুপরি তীর্থ আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলে ২স্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

অতঃপর "ওঁ" মন্ত্রে কোশাস্থ জলে একটি গন্ধপুষ্প দিয়া কোশার উপরে গন্ধ-পুষ্প অক্ষত-যব-কুশ-তিল দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা দেখাইবেন। অতঃপর মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক তদুপরি "ওঁ" মন্ত্র আটবার জপ করিবেন। অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—"ফট্" মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জলে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করিয়া আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ দ্বারদেবতাগণাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" এইরূপে আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—(মধ্যে)—ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" (দক্ষিণে)—"ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্মৈ নমঃ" (বামে)—"ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ" (দক্ষিণশাখায়)—"ওঁ বিঘ্নায় নমঃ" "ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ" "ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ" (বামশাখায়)—"ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ" (দেহল্যাম্)—"ওঁ অস্ত্রায় নমঃ" অশক্তপক্ষে—"ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ—মূলমন্ত্র (ঐং হ্রীং শ্রীং) অথবা (হ্রীং) মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন, "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে ঊর্দ্ধে তালি দিয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং বামপদের পার্ষ্ণি (গোড়ালী) দ্বারা মাটিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ পূর্বক মাষভক্তবলি দিবেন।

মাষভক্তবলি—স্ববামে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কিত করিয়া তদুপরি কদলীপত্রে অথবা মৃণ্ময়পাত্রে মাষকলাই, আতপ তণ্ডুল, দধি ও ঘৃত দিয়া সজ্জিত করিয়া ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত॥" অতঃপর "বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ" মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ" মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, "এষ মাষভক্তবলি ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উহাতে কুশোদক দিয়া উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেবঃ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্‌বিনিসৃত্যঃ পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" অতঃপর একগণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে ভূমিতে জলগণ্ডূষ ত্যাগ করিয়া, শ্বেতসরিষা অভাবে আতপ তণ্ডুল লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ বেতালামশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥" অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" মন্ত্রে আসনের গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক উভয় হস্তে আসন ধরিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অস্য আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥" অনন্তর গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম—করযোড়ে (বামে)—"ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ।" (দক্ষিণে)—"ওঁ গণেশায় নমঃ।" (সম্মুখে)—"ওঁ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।" অতঃপর দিগ্বন্ধন করিবেন।

দিগ্বন্ধন—"ফট্" মন্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া দুই করতলে পেষণপূর্বক, ঈশানকোণে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে তিনটি তালি এবং ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা "ফট্" মন্ত্রে দশদিক বন্ধন করিবেন। অতঃপর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—"ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হুং" মন্ত্র পাঠান্তে নারাচ মুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া "ওঁ হ্রীং হুং ফট্" মন্ত্রে পূজোপচার দ্রব্য সকল দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা॥" অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

নারাচমুদ্রা

অথ ভূতশুদ্ধি—"রং" ইতি জলধারয়া আত্মানং বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য, স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা, 'হংসঃ' ইতি মন্ত্রেণ হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরকানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য ষট্চক্রাণি ভিত্বা, শিরোঃবস্থিতাধোমুখসহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যাপ্তেজোবায্বাকাশ-গন্ধ-রস-রূপ শব্দ-স্পর্শ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-ত্বক্-শোত্র-বাক্-পাণি-পাদ-পায়ুপস্থ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য, (দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠেন) দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, 'যং' ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, তস্য (যং বীজস্য) ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, (কনিষ্ঠানাসিকাভ্যাং) বামনাসাপুটমপি ধৃত্বা, তস্য (যং বীজস্য) চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য দক্ষিণনাসাপুটং ত্যক্ত্বা তস্য (যং বীজস্য) দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণনাসাপুটে 'রং' ইতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য (রং বীজস্য) ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, অঙ্গুষ্ঠেন পুনঃ দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা তস্য (রং বীজস্য) চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, পাপপুরুষেণ সহ দেহং দগ্ধা বামনাসাপুটং ত্যক্ত্বা তস্য (রং বীজস্য) দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন বামনাসয়া ভস্মনাসহ বায়ু রেচয়েৎ।

ততঃ 'ঠং' ইতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা, তস্য (ঠং বীজস্য) ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, বামনাসাপুটং ধৃত্বা, 'বং' ইতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, ললাটস্থচন্দ্রাদ্গলিত সুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য্য, দক্ষিণনাসাপুটং ত্যক্ত্বা "লং" ইতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ সোঃহং ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং স্বহৃদয়মানীয়, কুলকুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি চ যথাস্থানে স্থাপয়েৎ।—ইতি ভূতশুদ্ধি।

ভূতশুদ্ধির ব্যাখ্যা—'রং' মন্ত্রে জলধারা দ্বারা নিজেকে বহ্নিপ্রাচীর-বেষ্টিত চিন্তাপূর্বক স্বীয় ক্রোড়ে উত্তানভাবে বামহস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত স্থাপনপূর্বক 'হংসঃ' মন্ত্রে হৃদয়স্থিত দীপকলিকারার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীসহ সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য এই ষট্চক্র ভেদপূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্রেঅবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলকর্ণিকাতে পরমাত্মার সহিতসংযোগ করতঃ তথায় পৃথিবী, জল, তেজঃ (অগ্নি), বায়ু, আকাশ, গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-ত্বক্-শোত্র-বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ-প্রকৃতি-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপচতুর্বিংশতি তত্ত্ব লীন চিন্তাপূর্বক দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া 'যং' বায়ুবীজ ধূম্রবর্ণ বামনাসাপুটে চিন্তা করিয়া 'যং' বীজ ষোড়শবার জপদ্বারা দেহপূর্ণ করিবেন অর্থাৎ পূরক করিবেন। অতঃপর কনিষ্ঠা এবং অনামিকা দ্বারা বামনাসাপুটও ধরিয়া 'যং' বীজ চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া বামকুক্ষিস্থ পাপপুরুষ সহিত দেহ শোধন করিয়া, দক্ষিণনাসাপুট ত্যাগপূর্বক 'যং' বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপদ্বারা বায়ু রেচন অর্থাৎ ত্যাগ করিবেন। অতঃপর দক্ষিণনাসাপুটে 'রং' এই বহ্নিবীজকে রক্তবর্ণ চিন্তাপূর্বক 'রং' বীজকে ষোড়শবার জপদ্বারা দেহ বায়ুপুরণ করিয়া, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পুনঃ দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া 'রং' বীজকে চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া পাপপুরুসহ দেহ দগ্ধ চিন্তাপূর্বক বামনাসাপুট ত্যাগ করতঃ 'রং' বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপদ্বারা বামনাসায় ভস্মসহ বায়ু রেচন করিবেন। অতঃপর 'ঠং' এই চন্দ্রবীজকে শুক্লবর্ণ চিন্তাপূর্বক বামনাসাপুটে 'ঠং' বীজকে ষোড়শবার জপদ্বারা ললাটে চন্দ্র আনিয়া, বামনাসাপুট ধরিয়া 'বং' এই বরুণবীজকে চতুঃষষ্টিবার জপপূর্বক কুম্ভক করিয়া, ললাটস্থ চন্দ্র হইতে গলিত সুধাদ্বারা মাতৃকাবর্ণাত্মিকা সমস্ত দেহ রচনাপূর্বক; দক্ষিণ নাসাপুট ত্যাগ করিয়া 'লং' এই পৃথ্বীবীজকে দ্বাত্রিংশদ্বার জপপূর্বক স্বীয় দেহ সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসায়

বায়ু রেচন করিবেন। অতঃপর "সো ঽহং" মন্ত্রে জীবাত্মাকে স্বহৃদয়ে আনিয়া কুলকুণ্ডলিনী পৃথিব্যাদিনী যথাস্থানে স্থাপন করিবেন।

সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি— "রং" মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়া নিজেকে বহ্নিপ্রাচীর-বেষ্টিত চিন্তাপূর্বক নাসাপুটদ্বয় টিপিয়া নিম্নোক্ত চারিটি মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥ ১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥২ ॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সো ঽহং স্বাহা॥ ৪ ॥" অতঃপর ন্যাসাদি করিবেন।

মাতৃকান্যাস—"ওঁ অস্য মাতৃকান্যাসস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো, মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো, লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। (শিরসি)—"ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।" (মুখে)—"ওঁ গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ।" (হৃদি)—"ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।" (গুহ্যে)—"ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ।" (পাদয়োঃ)—"ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।" (সর্বাঙ্গে)—"ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ॥"

করন্যাস—"অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্॥"

অঙ্গন্যাস—"অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্॥"

অন্তর্মাতৃকান্যাস—"ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে, দ্বিপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশ-দশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে। বাসান্তে বালমধ্যে ড-ফ-ক-ঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং, হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি॥" অং আং ইং ঈং উং, ঊং ঋং ৠং ৯ং ৯ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ (কণ্ঠে)। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং নমঃ (হৃদয়ে)। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং নমঃ (নাভৌ)। বং ভং মং যং রং লং নমঃ (লিঙ্গমূলে)। বং শং ষং সং নমঃ (মূলাধারে) হং ক্ষং নমঃ (ভ্রূমধ্যে)।"

বাহ্যমাতৃকান্যাস—"ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং, ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥" অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), ঋং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ৯ং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৯ং নমঃ (বামগণ্ডে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), খং নমঃ (কূর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণপাদমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামপাদমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুল্‌ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামকরাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে), লং নমঃ (হৃদয়াদি জঠরে), ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি মুখে)।

সংহারমাতৃকান্যাস—"ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরী প্রণমতস্তনভারনম্রাম্॥" ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদিমুখে), লং নমঃ (হৃদয়াদি জঠরে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদয়াদি

দক্ষিণকরাগ্রে), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভৌ), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (গুল্‌ফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামপাদমূলে), ণং নমঃ (দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্রে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঠং নমঃ (জানুনি), টং নমঃ (দক্ষিণপাদমূলে), ঞং নমঃ (বামকরাঙ্গুল্যগ্রে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূর্পরে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ঙং নমঃ (দক্ষিণকরাঙ্গুল্যগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), খং নমঃ (কূর্পরে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), অং নমঃ (মুখে), অঃ নমঃ (মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), ওং নমঃ (ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ৡং নমঃ (বামগণ্ডে), ঌং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে)। ঋং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), উং নম। (দক্ষিণকর্ণে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), অং নমঃ (ললাটে)। অতঃপর প্রাণায়াম করিবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসায় বায়ুপূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। ইহাই পূরক। অতঃপর অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট ধরিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টিবার জপপূর্বক বায়ুরোধ করিবেন। ইহাই কুম্ভক। অতঃপর দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা (হ্রীং) মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ করিবেন। ইহাই রেচক। অতঃপর অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বায়ুপূরণ করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে বায়ুরুদ্ধ করিবেন। অনন্তর বামনাসাপুট ত্যাগ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে বামনাসায় বায়ুত্যাগ করিবেন। অতঃপর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিবেন। অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট রুদ্ধ করতঃ (হ্রীং) মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টি বার জপ করিতে করিতে বায়ু রুদ্ধ করিবেন। অতঃপর দক্ষিণনাসাপুট ত্যাগ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুত্যাগ করিবেন। বামহস্তে জপ সংখ্যা রাখিবেন। এইরূপে বিপরীতক্রমে তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অশক্তপক্ষে—ষোড়শবারস্থলে চারিবার, চতুঃষষ্টিবার স্থলে ষোড়শবার এবং দ্বাত্রিংশদ্বার স্থলে অষ্টবার জপ করিবেন। অতঃপর পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস—দক্ষিণ অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ন্যাস করিবেন। যথা—(হৃদয়ে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, মুখে—ওঁ অধর্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভৌ—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। হৃৎপদ্মে—ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ। ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ ঐং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট নমঃ।

করন্যাস—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্॥"

অঙ্গন্যাস—"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রুং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥"

কূর্ম্মমুদ্রা

ব্যাপকন্যাস—"হ্রীং" অথবা "ঐং হ্রীং শ্রীং" মূলমন্ত্র দ্বারা উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া করতল দ্বারা নয়বার, সাতবার, পাঁচবার অথবা তিনবার মস্তক হইতে পাদদেশ, পুনঃ পাদদেশ হইতে মস্তক স্পর্শ করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—"অস্য শ্রীদুর্গামন্ত্রস্য নারদঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীশ্রীদুর্গাদেবতা, মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায়াং বিনিয়োগঃ।" (শিরসি)—"ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ।" (মুখে)—"ওঁ গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ।" (হৃদি)—"ওঁ শ্রীদুর্গাদেবতায়ৈ নমঃ।" অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাম্। লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্॥ সুচারুদশনাং তীক্ষ্ণাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং **মহিষাসুরমর্দিনীম্**॥ মৃণালায়তসংস্পর্শ দশবাহুসমন্বিতাম্। ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥ তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং বাহু সঙ্ঘেষু সঙ্গতম্। খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমূর্দ্ধতঃ॥ ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামে২ধঃ প্রতিযোজয়েৎ। অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্ দ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥ শিরোচ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্। হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্র বিভূষিতম্॥ রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণাম্। বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটি কুটিলাননাম্॥ সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া। বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥ দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্। কিঞ্চিদূর্দ্ধ তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥ স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপ-মমরৈ সন্নিবেশয়েৎ। **উগ্রচণ্ডা** প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥ অভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতম্। চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্মকামার্থ মোক্ষদাম্॥" এইরূপ ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবেন।

অথ মানসপূজনম্—দেবীং ধ্যাত্বা, স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা, হৃৎপদ্ম মধ্যে পীঠন্যাসোক্ত কল্পিত পীঠে তেজোময়ং দেবীরূপং বিচিন্ত্য—হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ, সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যান্মনস্তর্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ॥ আচামমমৃতেনৈব স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রঃ স্যাদ্ গন্ধঃ স্যাৎ ক্ষিতিতত্ত্বকম্। চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণং প্রকল্পয়েৎ॥ তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ। অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্॥ সহস্রারং ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্। নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্মাণি পূজামিত্থং প্রকল্পয়েৎ॥

অস্যার্থ—দেবীর ধ্যানান্তে পুষ্পটি স্বমস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন। যথা—পীঠন্যাসোক্ত কল্পিত পীঠে তেজোময় দেবীরূপ চিন্তাপূর্বক হৃদয়পদ্ম আসনরূপে দিবেন। সহস্রার হইতে ক্ষরিত অমৃতকে পাদ্যরূপে চরণে দিবেন। মনকে অর্ঘ্যরূপে, সহস্রদল ক্ষরিত অমৃতকে আচমনীয় এবং স্নানীয়রূপে, আকাশতত্ত্বকে বস্ত্ররূপে, ক্ষিতিতত্ত্বকে গন্ধরূপে, চিত্তকে পুষ্পরূপে, প্রাণকে ধূপরূপে, তেজস্তত্ত্বকে দীপরূপে, সহস্রার ক্ষরিত সুধাকে নৈবেদ্যরূপে, অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টারূপে, বায়ুতত্ত্বকে চামররূপে, সহস্রদল পদ্মকে ছত্ররূপে, শব্দতত্ত্বকে গীতরূপে, ইন্দ্রিয়কর্ম সমূহকে নৃত্যরূপে দেবীকে নিবেদন করিবেন। অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—স্ববামে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপনপূর্বক "ফট্" মন্ত্রে শঙ্খ প্রক্ষালন করতঃ "নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খোপরি গন্ধ, পুষ্প, বিল্বপত্র, দূর্বা ও অক্ষতাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইবেন। অতঃপর বিমল জলে বা গঙ্গোদক দ্বারা বিলোমমাতৃকা পাঠপূর্বক শঙ্খ ত্রিভাগ পূরণ করিবেন। যথা—"ওঁ ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং॥"

অতঃপর "হ্রীং" মূলমন্ত্রে জলদ্বারা শঙ্খ সম্পূর্ণ পূরণ করিয়া পূজা করিবেন। যথা—(ত্রিপদিকাতে)—"ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" (শঙ্খে)—"ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।" (জলে)—ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।" অতঃপর অঙ্কুশমুদ্রাযোগে (পৃঃ ১৯) শঙ্খজলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলে২স্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"
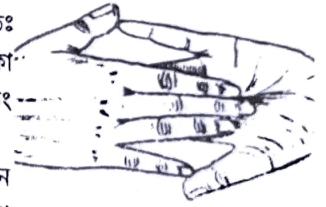
গালিনীমুদ্রা

মন্ত্র পাঠান্তে—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, ইহ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" অতঃপর "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা, (পৃঃ ১৯) "বৌষট" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ দুর্গে শিরসে স্বাহা, ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ভূতরক্ষণি কবচায় হুং, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে অস্ত্রায় ফট্।" এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা শঙ্খজলে দেবীর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। অতঃপর মৎস্যমুদ্রা দ্বারা শঙ্খ আচ্ছাদনপূর্বক "হ্রীং" বীজমন্ত্র জপ করিয়া "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৯) প্রদর্শন করাইয়া শঙ্খস্থ জল প্রোক্ষণীপাত্রে (কোশায়) কিঞ্চিৎ দিয়া সেই জলদ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণ সমূহ তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবেন। অতঃপর—"এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ (বা—ঐং হ্রীং শ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ)।" মন্ত্রে দেবীর উদ্দেশ্যে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাহার পর পীঠপূজা করিবেন।

পীঠপূজা—পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা পূর্বকৃত সর্বতোভদ্রমণ্ডলে * (প্রথমেই সর্বতোভদ্রমণ্ডলের চিত্র দেওয়া হইয়াছে) পীঠদেবতার আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীতঃ।" অতঃপর সর্বতোভদ্রমণ্ডলে অথবা অষ্টদল পদ্মমধ্যে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।" অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে—"ওঁ ধর্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।" পূর্বাদি চতুর্দিকে—"ওঁ অধর্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায়, নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।" মধ্যে—"ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ,

* সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কনে অসুবিধা বা অশক্ত হইলে পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবেন।

ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।" পূর্বাদি কেশরে—"ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ইং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ আং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।" পুনর্মণ্ডল মধ্যে—"ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ॥" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পীঠদেবতাগণের পূজা করিয়া দেবীর পুনর্ধ্যান (পৃঃ ২৮) করিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে স্বকীয় গণসহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" এই মন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন, যথা—আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী এবং সম্মুখীকরণীমুদ্রা। অতঃপর অবগুণ্ঠনমুদ্রা (পৃঃ ১৯) প্রদর্শন করাইবেন। অতঃপর দেব্যঙ্গে ষড়ঙ্গপূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ দুর্গে শিরসি স্বাহা, ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ভূতরক্ষণি কবচায় হুং, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি অস্ত্রায় ফট্।" এইরূপে ষড়ঙ্গ পূজাপূর্বক ঘটস্থাপন করিবেন।
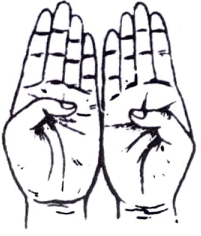
আবাহনীমুদ্রা

স্থাপনী

সন্নিধাপনীমুদ্রা

সন্নিরোধনীমুদ্রা

সম্মুখীকরণীমুদ্রা

ঘটস্থাপন বিধি—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা মৃত্তিকা নির্মিত নাতি হ্রস্ব নাতি দীর্ঘ ছিদ্রাদি রহিত সুদৃঢ় ঘট লইয়া "ফট্" মন্ত্রে প্রক্ষালনপূর্বক গন্ধ পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক সর্বতোভদ্রমণ্ডলে মৃত্তিকা, ধান্য বা পঞ্চশস্য দিয়া তদুপরি ঘট বসাইয়া, ঘটে সর্বৌষধি মিশ্রিত শুদ্ধজল, তন্মধ্যে নবরত্ন বা স্বর্ণখণ্ড অভাবে রৌপ্যখণ্ড দিবেন। ঘটে পঞ্চপল্লব তদুপরি এক সরা আতপ চাউল, তদুপরি ডাব ও বস্ত্র অভাবে গামছা দিবেন। ঘটে দধি ও অক্ষতাদি লিপ্ত করিয়া সিন্দূরাদি দিবে এবং লালসূতা দ্বারা অলক্তক সহ দূর্বা বাঁধিয়া দিয়া চন্দ্রমাল্য ও পুষ্পমাল্য দিবেন। স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবেন।*

ঘটস্থাপন মন্ত্র (সামবেদী) ঃ (ভূমিস্পর্শে)—"ওঁ মহিত্রীণা-মবরস্তু, দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যমণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥" (অথবা—ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌ দ্বা ভূতায়াঃ)। (ধান্যস্পর্শে)—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ-মপূপবন্ত-মুক্‌থিনম্। ইন্দ্রপ্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ।"(ঘটস্পর্শে)—"ওঁ আবিসন্ কলশং সুতো, বিশ্বা অর্বন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥" (জলস্পর্শে)—"ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা, ঘৃতৈর্গব্যুতি মুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥" (পল্লবস্পর্শে)—"ওঁ অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ, উর্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়ি ॥" (ফলস্পর্শে)—"ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরোনৃষাতা শ্রবসশ্চকাম, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নমঃ ॥" (বস্ত্রস্পর্শে)—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীবাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥" (সিন্দূর স্পর্শে)—"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত-মুক্ষণং। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে॥" (পুষ্পস্পর্শে)—"ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব ॥" (স্থিরীকরণ)—"ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো, বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্ ॥" (করযোড়ে পাঠ্য)—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবি-সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥"

---

* হেমাদিরচিতং কুম্ভং ফট্ ইতি প্রক্ষাল্য, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য, ওঁ মিতি পীঠকুম্ভয়োরৈক্যং বিভাব্য পীঠমধ্যে ধান্যপুঞ্জোপরি (পঞ্চশস্যোপরি বা) স্থাপয়িত্বা, সর্বৌষধি মিশ্রিত শুদ্ধজলপূর্ণং পঞ্চরত্ন (নবরত্ন) গর্ভং ফলপল্লবমুখং দধ্যক্ষতলিপ্তং সিন্দূরাক্তং ত্রিরাবর্তরক্তসূত্রেণ বদ্ধালক্তকপত্রং বস্ত্রবদ্ধগ্রীবং বস্ত্রাচ্ছাদিতং পুষ্পাদিবিভূষিতং কৃত্বা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রাণ পঠেৎ।

ঘটস্থাপন মন্ত্র (যজুর্বেদী) ঃ (ভূমিং ধৃত্বা)—"ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুঁহ পৃথিবীং মা হিগুঁসীঃ ॥" (ধান্যং ধৃত্বা)—"ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্ ॥" (ঘটং স্পৃষ্ট্বা)—"ওঁ আ জিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বা বিশস্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জা নিবর্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ ॥" (জলং স্পৃষ্ট্বা)—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জনী স্থঃ বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ ॥" (পল্লবং স্পৃষ্ট্বা)—"ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥" (ফলং পৃষ্ট্বা)—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিঃ প্রসূতা স্তা নো মুঞ্চন্তগুঁ হসঃ ॥" (বস্ত্রং স্পৃষ্ট্বা)—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীতঃ আগাৎ, স উ শ্রেয়ান ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যে মনসা দেবয়ন্তঃ ॥" (সিন্দূরং স্পৃষ্ট্বা)—"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নুর্মিভিঃ পিন্বমানঃ ॥" (পুষ্পং পৃষ্ট্বা)—"ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে, নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্বলোকম্ম ইষাণ ॥" (স্থিরীকরণম্)—"ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্তমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥" (কৃতাঞ্জলি পঠেৎ)—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবি-সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥" ততঃ ঘটে গায়ত্রীং পঠেৎ ॥"

ঘটস্থাপন মন্ত্র (ঋগ্বেদী) ঃ (ভূমিং ধৃত্বা)—"ওঁ উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবেদেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥" (ধান্যং ধৃত্বা)—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ-মপূবমন্ত-মুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ ॥" (ঘটং ধৃত্বা)—"ওঁ এতানি ভদ্রা কলস ক্রিয়াম্, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো অস্তয়ঞ্চ সোমো হৃদিং যং বিভর্মি ॥" (জলং স্পৃষ্ট্বা)—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসি, বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ ॥" (পল্লবং ধৃত্বা)—"ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥" (ফলং ধৃত্বা)—"ওঁ যাঃ ফলনীর্যা

অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতা স্তা নো মুঞ্চত্বং হসঃ॥'' (বস্ত্রং ধৃত্বা)—''ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥'' (সিন্দূরং স্পৃষ্টা)—''ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পয়তন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা, ভিন্দন্নুর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥'' (পুষ্পং স্পৃষ্টা)—''ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুন্ম ইষাণ, সর্বলোকস্ম ইষাণ॥'' ততঃ—''ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্বন। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নে পুরীষবাহনঃ॥'' (ইতি স্থিরীকুর্য্যাৎ)। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ—''ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবি-সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥'' ইহার পর কাণ্ডরোপণ করিবেন।

কাণ্ডরোপণ—''ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্র তনু সহস্রেন শতেন চ॥'' এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঘটের চারি কোণে চারিটি তীরকাঠি (মাটির উপর) প্রোথিত (রোপণ) করিবেন।

সূত্রবেষ্টন—''ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণ-মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা-মনাগস, মস্রবন্তী-মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥'' এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সূত্রবেষ্টন করিবেন। অতঃপর বিতান শোধন করিবেন।

বেদীশোধন—''ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যুপেন যুপ আপ্যতে, প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা॥''

বিতান শোধন—''ওঁ ঊর্দ্ধ উ ষু ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। ঊর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভি-র্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে॥'' উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা বিতান শোধন করিবেন। অতঃপর আবাহন করিবেন।

আবাহন—কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন। যথা—''ওঁ জটাজুটসমাযুক্তাম্'' ইত্যাদি (পৃঃ ২৮) পাঠান্তে পুষ্পটিতে দেবীর আবির্ভাব চিন্তাপূর্বক ঘটোপরি দিয়া আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—''ওঁ ভূভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে পরিবারগণ সহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'' অতঃপর ''হুং'' মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা (পৃঃ ১৯), ''বং'' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৯) ও পরমীকরণমুদ্রা দেখাইয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব॥'' অতঃপর গণেশাদির পূজা করিবেন।

পরমীকরণমুদ্রা

গণেশপূজা : ধ্যান—''ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রস্যন্দম্মদগন্ধলুব্ধ-মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্॥ দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥'' এইরূপে ধ্যানান্তে—''এতৎ পাদ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যং (যজুষাং—এষো ঽর্ঘ্যঃ) ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ম ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদং স্নানীয়ং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।'' এইরূপে দশোপচারে পূজাপূর্বক প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—''ওঁ সর্ববিঘ্নহরং দেব-একদন্তো গজানন। দেবীগৃহে ঽর্চিতঃ প্রীত্যা সর্ববিঘ্নং বিনাশয়॥'' অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—''ওঁ একদন্তং মহাকায়ং-লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥'' অতঃপর সূর্য্যের পূজা করিবেন।

সূর্য্যপূজা : ধ্যান—''ওঁ রক্তাম্বুজাসন-মশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্য মৌলি-মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥''

''এতৎ পাদ্যম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।'' ইত্যাদিক্রমে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—''ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম।ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতো ঽস্মি দিবাকরম্॥'' অতঃপর বিষ্ণুর পূজা করিবেন।

বিষ্ণুপূজা ঃ ধ্যান—''ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণঃ, সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্, কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥'' ''এতৎ পাদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—''ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥'' অতঃপর শিবের পূজা করিবেন।

শিবপূজা ঃ ধ্যান—''ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত-মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥'' ''এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায়।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—''ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥'' অতঃপর জয়দুর্গার পূজা করিবেন।

জয়দুর্গাপূজা ঃ ধ্যান—''ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ-ররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবন মখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাম্ সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥'' ''এতৎ পাদ্যং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—''ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো ঽস্তুতে॥''

অতঃপর ''এষ গন্ধঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।'' মন্ত্রে আদিত্যাদি নবগ্রহের, ইন্দ্রাদি দশদিকপালের, মৎস্যাদি দশাবতারের, কাল্যাদি দশমহাবিদ্যার পঞ্চোপচারে

পূজা করিয়া শেষে ''ওঁ সর্বেভ্যো দেবদেবীভ্যো নমঃ'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা—কূর্মমুদ্রাযোগে পুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৮) পূর্বক পুষ্পটি ঘটে প্রদান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। যথা—১। রজতাসন লইয়া—''বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।'' মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণকরতঃ ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' এইরূপে অর্চনা করিয়া—'ইদং রজতাসনং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' (অথবা—''ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'') এইরূপে উৎসর্গ করিয়া নিবেদন করিবেন। এইক্রমে—২। ওঁ দুর্গে দেবি স্বাগতং তে? ওঁ ইহ সুস্বাগতম্॥'' প্রতিবচন মনে মনে পাঠ করিবেন। ৩। পূর্ববৎ পাদ্য অর্চনা করিয়া—নিবেদন করিবেন। ৪। এইরূপে অর্ঘ্য নির্মাণ করিয়া—'ইদমর্ঘ্যং (যজুর্বেদী—এষো ঽর্ঘ্যঃ) হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'' (অথবা—''ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'') মন্ত্রে দেবীর মস্তকে বা মস্তকোদ্দেশে দিবেন। ৫। ইদমাচমনীয়ং। ৬। এষ মধুপর্কঃ। ৭। ইদম্ পুনরাচমনীয়ম্। ৮। ইদং স্নানীয়জলং। ৯। এতৎ বস্ত্রম্। ১০। ইদং রজতাভরণম্। ১১। এতৎ সিন্দূরম্। ১২। এষ গন্ধঃ। ১৩। এতৎ পুষ্পম্। ১৪। এতৎ বিল্বপত্রম্, ইদং মাল্যং। ১৫। এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, ইদং নেত্রাঞ্জনং। ১৬। এতন্নৈবেদ্যং ('ফট্' মন্ত্রে নৈবেদ্য অভ্যুক্ষণপূর্বক পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া চক্রমুদ্রা দ্বারা অভিরক্ষণকরতঃ তদুপরি মূলমন্ত্র (ঐং হ্রীং শ্রীং) বা 'ওঁ হ্রীং' আটবার জপপূর্বক ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া, ''এতৎ সোপকরণামান্ন নৈবেদ্যং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ''ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।'' মন্ত্রে জলগণ্ডূষ দিয়া বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা করিয়া দক্ষিণ হস্তে মুখে অর্পণ করার ভঙ্গীতে ''ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা।'' বলিয়া নৈবেদ্যে তত্ত্বমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। অতঃপর ''অমৃতপিধানমসি স্বাহা।'' মন্ত্রে জলগণ্ডূষ দিবেন। অতঃপর—'ইদমাচমনীয়ম্ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।''এতৎ পানার্থোদকম্।'' ''ইদং তাম্বুলং'' এইক্রমে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা সমাপ্ত করিয়া—''এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'' (অথবা—''ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ''))। মন্ত্রে বীরত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অতঃপর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপান্তে একগণ্ডূষ জল লইয়া—''ওঁ

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী॥'' এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দেবীর অধোস্থ নাগপাশযুক্ত বাম হস্তোদ্দেশে জলগণ্ডূষ দিবেন। অনন্তর দেবীমাহাত্ম্য পাঠ এবং ভোগাদি নিবেদন করিয়া আরত্রিকাদি সমাপনপূর্বক প্রার্থনাদি করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—প্রথমে ''ওঁ প্রসীদ ভগবতি।'' বলিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো ঽস্তুতে॥'' অতঃপর ''ওঁ দুর্গে দেবি জয় জয়।'' মন্ত্র বলিয়া বিশেষার্ঘ্যটি ঘটে দিয়া, একগণ্ডূষ জল লইয়া পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেবি! ময়া সুকৃতদুষ্কৃতম্। তৎ সর্বং ত্বয়িসংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥'' মন্ত্র পাঠান্তে জলগণ্ডূষ ত্যাগ করিবেন।

[এইরূপে প্রত্যহ পূজা করিবেন। সপ্তমীতে বিশেষভাবে পূজার উল্লেখ আছে। প্রত্যহ ষোড়শোপচারে পূজায় অসমর্থ হইলে দশোপচারে পূজা করিবেন। কিন্তু কল্পারম্ভদিনে, মহানবমীদিনে ষোড়শোপচারে পূজা অবশ্য করণীয়।]*

প্রমাণম্—*''কল্পারম্ভ বিধিনা প্রত্যহং পূজয়েৎ, সপ্তম্যাদৌ তু বিশেষো বক্ষ্যতে। প্রত্যহং ষোড়শোপচারৈঃ পূজা ঽসামর্থে দশোপচারৈঃ পূজয়েৎ, ''আদ্যন্তে মহতী পূজা'' ইতি বচনাৎ কল্পারম্ভদিনে মহানবমীদিনে চ ষোড়শোপচারপূজা অবশ্যং করণীয়া।''

শাস্ত্রে আরও বলা হইয়াছে যে—''প্রতিপদাদিকল্পে সমর্থশ্চেৎ প্রতিপদি পূজানন্তর কেশসংস্কারদ্রব্যাণি দ্বিতীয়ায়াং পট্টডোরকং তৃতীয়ায়াম্ অলক্তকং, সিন্দূরং, দর্পণঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ নিবেদয়েৎ। চতুর্থ্যাং মধুপর্কং, সুবর্ণাদিনির্মিতং তিলকং কজ্জলঞ্চ। পঞ্চম্যাং অঙ্গরাগান্, যথাশক্তি অলঙ্কারাংশ্চ দদ্যাৎ।''

অস্যার্থ—প্রতিপদে কল্পারম্ভ হইলে সামর্থ হইলে প্রতিপদের পূজার পরে কেশসংস্কার দ্রব্যাদি দিবেন। দ্বিতীয়ায় পট্টডোর, তৃতীয়ায় অলক্তক (আলতা), সিন্দুর, দর্পণ পৃথক পৃথকভাবে নিবেদন করিবেন। চতুর্থীতে মধুপর্ক, স্বর্ণাদি নির্মিত তিলক, কজ্জল (কাজল), পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ দ্রব্যাদি; যথাশক্তি অলঙ্কার নিবেদন করিবেন।

উৎসর্গ বিধি—''বং এতেভ্যঃ কেশসংস্কারদ্রব্যেভ্যো নমঃ'' তিনবার মন্ত্র পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ কেশসংস্কারদ্রব্যেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, এতানি কেশসংস্কারদ্রব্যাণি হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' এইক্রমে—পট্টডোরকের অর্চনা করিয়া ''এতৎ পট্টডোরকং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ অলক্তকং, এতৎ সিন্দূরং, এষ দর্পণঃ, এষ মধুপর্কঃ, এতত্তিলকং, এতৎ নেত্রাঞ্জনং, এতে অঙ্গরাগাঃ, এতে অলঙ্কারাঃ'' ইত্যাদি বলিয়া উৎসর্গ করিবেন।

বোধন

ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষের নিকট গমন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া যথারীতি আচমন, বিষ্ণুস্মরণ করতঃ সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, গণেশাদি পঞ্চদেবতা, গুরু, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপালকে গন্ধপুষ্প দিয়া, স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—''ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ বোধন কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ বোধন কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ বোধন কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্॥'' অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠ করিবেন। তৎপরে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—''ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহক্ষপা। পবনোদিকপতির্ভুমিরাকাশং খচরা মরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥'' অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) কুশত্রিপত্র, তিল, হরীতকী, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাকর্ম্মণি তদঙ্গতয়া বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্দুর্গা দেব্যাঃ বোধন কর্ম্মাহং করিষ্যে।" (কৃষ্ণানবমীতে—"কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ" বলিবেন)। অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন। তৎপরে "এষ গন্ধঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ", এইক্রমে—পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (অক্ষত) দ্বারা পঞ্চোপচারে পূজাপূর্ব্বক মাষভক্তবলি স্থাপন করিবেন। যথা—স্ববামে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া তদুপরি কদলীপত্রে অথবা নবমৃন্ময় পাত্রে মাষকলাই, দধি, আতপ চাউল, একত্র করিয়া ভূতাদির আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত।" মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা ভূতগণের আবাহন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ" মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্র বলিয়া মাষভক্তবলিতে গন্ধপুষ্প দিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষঃ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্বিনিসৃত্যঃ পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" মন্ত্র পাঠান্তে—"এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদক দিবেন। অতঃপর একগণ্ডূষ জল লইয়া—"ওঁ ভূতদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে জলগণ্ডূষ ত্যাগ করিয়া শ্বেতসর্ষপ বা আতপ তণ্ডুল লইয়া—"ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করতঃ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তুতে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। ভূতানাম বিরোধেন দুর্গা পূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চসরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। অতঃপর আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, ঘটস্থাপনাদি (পৃঃ ২১-৩৪) করিয়া বিল্ববৃক্ষে দেবীকে — "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্ভগবতি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি মুদ্রাদ্বারা আবাহনপূর্ব্বক ঘটে গণপত্যাদি দেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, করিয়া "ওঁ জটাজুট সমাযুক্তাং" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৮) করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা, হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর বিল্ববৃক্ষের পূজা করিবেন।

বিল্ববৃক্ষের পূজা ঃ ধ্যান—"ওঁ চতুর্ভুজং বিল্ববৃক্ষং রজতাভং বৃষস্থিতম্। নানালঙ্কার সংযুক্তং জটামণ্ডল ধারিণম্॥ বরাভয়করং দেবং খড়্গাখট্টাঙ্গধারিণম্। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং শশিমৌলিত্রিলোচনম্॥" এইরূপে ধ্যানান্তে—"ওঁ বিল্ববৃক্ষায় নমঃ।" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

কৃষ্ণনবমী বোধনে—"ওঁ ইবে মাস্যাসিতে পক্ষে নবম্যামার্দ্রযোগতঃ। শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥"

ষষ্ঠী বোধনে—"ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যস্তয়ি কৃতঃ পুরা॥ অহমপাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ শক্রেনাপি চ সম্বোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥ তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি, বিভূতিরাজ্য প্রতিপত্তিহেতোঃ। যথৈব রামেণ হতো দশাস্য-স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥"

এইমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গীতবাদ্যাদি সহ দেবীর বোধন করিবেন। অতঃপর দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ব্যতীত পুষ্পাঞ্জলি দান, যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পণ করিবেন।★

আমন্ত্রণ

পত্রীপ্রবেশ পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ ষষ্ঠীর সায়ংকালে রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মানকচু ও ধান্য এই নবপত্রিকা এককীকরণ করিয়া শ্বেত অপরাজিতা-লতাদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কলাপেটোর মধ্যে রাখিয়া, পট্টরজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক সায়ং সময়ে বিল্ববৃক্ষের নিকটে গিয়া নবপত্রিকা তাহার পার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক উত্তরাস্যে বসিয়া আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ

★যদি আমন্ত্রণ ও অধিবাস একত্রে করিতে হয়, তাহা হইলে পুষ্পাঞ্জলি দানাদি এখানে হইবে না। সর্ব্বকার্য্য সমাপ্তির পর করিবেন।

করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ স্বঃ কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি তদঙ্গতয়া বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ আমন্ত্রণ কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং॥ ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ স্বঃ কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি তদঙ্গতয়া বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ আমন্ত্রণ কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ স্বঃ কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি তদঙ্গতয়া বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ আমন্ত্রণ কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত স্বস্তি সূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠপূর্বক 'সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ" ইত্যাদি সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে যথারীতি তিল, জল, হরীতকী ও পুষ্পাদি লইয়া দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন; যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ স্বঃ কর্তব্য ★ বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি তদঙ্গতয়া বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ আমন্ত্রণ কর্মাহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্পপূর্বক কুশীটি তাম্রটাটে উপুড় করিয়া দিয়া স্ব স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন। অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, মাষভক্তবলি ইত্যাদি হইতে বিশেষার্ঘ্য (পৃঃ ১৯ পং ১ হইতে পৃঃ ২৯ পং ৭) পর্য্যন্ত করিয়া, পূর্বস্থাপিত বোধন ঘটে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল ইত্যাদির পূজান্তে "জটাজুট সমাযুক্তা" ইত্যাদি দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৮) করিয়া "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে অথবা যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিবেন। অতঃপর বিল্ববৃক্ষের ধ্যানান্তে (পৃঃ ৪১) পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক দেবীর আমন্ত্রণ মন্ত্র পাঠ করিবেন।

★সপ্তম্যাদি কল্পে "বার্ষিক শরৎকালীন" স্থলে "স্বঃ কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন" বলা দোষের নহে, কিন্তু অন্যত্র ইহা প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

আমন্ত্রণ মন্ত্র—"ওঁ মেরুমন্দরকৈলাস হিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বম্ অম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥ ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥" অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া আমন্ত্রণ কার্য্য সমাপ্ত করিবেন।—ইতি বোধনম্।

অধিবাস

পত্রীপ্রবেশের পূর্বদিনে অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে নবপত্রিকা ★বন্ধনপূর্বক বিল্ববৃক্ষের পার্শ্বে রাখিয়া উত্তরাস্যে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গন্ধাদির অর্চনাপূর্বক, গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে—"ঐং শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" ইত্যাদি ক্রমে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক স্বস্তিবাচন করিবেন, যথা—"ওঁ কর্তব্যয়োরণয়ো শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্তব্যয়োরণয়ো শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যয়োরণয়ো শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" এইরূপে স্বস্তিবাচন পূর্বক স্ব স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠ করিবেন। অতঃপর "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ" ইত্যাদি সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

★রম্ভা কচ্বী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ। অশোক মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা। অর্থাৎ রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মানকচু এবং ধানগাছ। ইহাই নবপত্রিকা।

সঙ্কল্প—কুশীতে তিল, হরীতকী, কুশ, পুষ্প, জল ও আতপ চাউল লইয়া উত্তরাস্যে উপবেশন পূর্বক দক্ষিণ জানু মাটিতে পাতিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাঙ্গভূত বিল্ববৃক্ষাধিকরণক শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মাণ্যহং করিষ্যে।" (পরার্থে—"করিষ্যামি")। অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—যদি আমন্ত্রণ অধিবাস একত্রে করা হয় তাহা হইলে স্বস্তিবাচনে—"শ্রীভগবদ্দুর্গা দেব্যাঃ আমন্ত্রণাধিবাস কর্মণি" বলিবেন এবং সঙ্কল্পে—"শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজাঙ্গভূত বিল্ববৃক্ষাধিকরণক শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ আমন্ত্রণাধিবাস কর্মাণ্যহং করিষ্যে।" (পরার্থে—"করিষ্যামি") বলিবেন।

অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপনপূর্বক, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া—গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার, কাল্যাদি দশমহাবিদ্যা। বাস্তুদেব-দেবী, ইষ্টদেব-দেবী, গ্রাম্য-দেবদেবী ও প্রত্যক্ষ দেব-দেবীর পূজান্তে—"ওঁ জটাজুট" ইত্যাদি ধ্যান (পৃঃ ২৮) করিয়া যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিবেন। অতঃপর বিল্ববৃক্ষের ধ্যানান্তে (পৃঃ ৪১) পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ মেরুমন্দরকৈলাস হিমবচ্ছিখরেগিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বম্ অম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ ॥" অতঃপর প্রশস্তিপাত্র অর্থাৎ বরণডালার দ্রব্যাদি দ্বারা ঘণ্টাবাদ্য সহকারে দুর্গাদেবীর অধিবাস করিবেন।

অধিবাস মন্ত্র (সামবেদী) ঃ (মহী)—"ওঁ মহি-ত্রীণা মবরস্তু, দুক্ষ্যং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যাঃ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ নবপত্রিকায়া বিল্ববৃক্ষস্য চ শুভাধিবাসনমস্তু ॥" (সর্বত্র এইরূপ) (গন্ধ)—"ওঁ অলর্ষিরাতিং বসুদামুপস্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি, মনো দানায় চোদয়ন্।" ওঁ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি ॥ (শিলা)—"ওঁ বি ত্বদাপোন পর্বতস্য পৃষ্ঠা, দুকৃথেভি-রগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। তং ত্বা গিরঃ সুষ্টতয়ো বাজয়ত্যাজিং ন গির্ববাহো জিগুরশ্বাঃ ॥" ওঁ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি। (ধান্য)—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ-মপূপবন্ত-মুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ ॥" ওঁ অনেন ধান্যেন ইত্যাদি। (দূর্বা)—"ওঁ যজ্জায়থা অপূর্বা মঘবন্ বৃত্রহত্যায়। তৎ পৃথিবীমপ্রথয়, স্তদস্তভ্নউতো দিবম্ ॥" ওঁ অনয়া দূর্বয়া ইত্যাদি। (পুষ্পম্)—"ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্ ॥" ওঁ অনেন পুষ্পেন ইত্যাদি। (ফলং)—"ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কান, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং ন ॥" ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি। (দধি)—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ ॥" অনয়া দধ্না ইত্যাদি। (ঘৃত)—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী, পৃথ্বি মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা ॥" অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি। (স্বস্তিক)—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তিন পূষা বিশ্বেবেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥" ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি। (সিন্দূর)—"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং ঘৃতস্য পাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্নতে॥" ওঁ অনেন সিন্দূরেণ ইত্যাদি। (শঙ্খং)—"ওঁ স সুন্বে যো বসুনাং, যো রায়া-মানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি। (কজ্জল)—"ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুং বৃহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে॥" অনেন কজ্জলেন ইত্যাদি। (রোচনা)—"ওঁ অধঃ জে না অধ বা দিবো, বৃহতো রোচনাদধি, অয়া বর্দ্ধস্ব তন্নাগিরা, মম জাতা সুক্রতো পৃণ ॥" ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি। (কাঞ্চন)—"ওঁ তং গূর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো, দেবম্ রতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে ॥" ওঁ অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি। (রৌপ্যং)—"ওঁ যদ্ বর্চ হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চো গবামূত। সত্যস্ব ব্রহ্মণো বর্চস্তেন মাং সং সৃজামসি ॥" ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি। (তাম্র)—"ওঁ বন্মহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম, মহ্না দেব মহাঁ অসি ॥" অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি। (চামর)—"ওঁ বাত বা বাতু ভেষজং, শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ ॥" ওঁ অনেন চামরেণ ইত্যাদি। (দর্পণ)—"ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো, জ্যোতিঃ স্পশ্যন্তি বাসরম্ পরো যদিধ্যতে দিবি ॥" ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি। (দীপ)—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥" ওঁ অনেন দীপেন

ইত্যাদি। (প্রশস্তিপাত্র)—"ওঁ উদ্যল্লোকান্নরোচয়ঃ, প্রজা ভূতমরোচয়ঃ। বিশ্বস্তুত মরোচয়॥" ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেন ইত্যাদি।(মাঙ্গল্যদ্রব্য)—ওঁ অনেন মাঙ্গল্য দ্রব্যেন ইত্যাদি।
(হরিদ্রারঞ্জিত দূর্বান্বিত সূত্র)—"ওঁ সূত্রামানং পৃথিবী দ্যামনে হসং, সুশর্মাণমমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবঃ স্বরিত্রামনাগস মস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥" "ওঁ অনেন মাঙ্গল্য সূত্রেণ..." ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রটি সিন্দুর চিহ্নিত বিল্বশাখায় বাঁধিবেন।

অধিবাস মন্ত্র (যজুঃ ও ঋগ্বেদি)ঃ (মহী)—ওঁ ভুরসি ভূমিরস্য দিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী, পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুঁহ, পৃথিবীং মা হিগুঁসী॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যাঃ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাসন মস্তু॥ [এইরূপে সর্বত্র] (গন্ধ)—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষীণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।" ওঁ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি॥ (শিলা)—ওঁ প্র পর্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্ঠ-ন্নাবশ্চরন্তি স্বসি চ ইয়ানাঃ। তা আবনত্রন্নধরা-শুদক্তা, অহিং বধ্ন্য-মনুরীয়মানাঃ॥ ওঁ অনয়া শীলয়া ইত্যাদি।(ধান্য)—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥ ওঁ অনেন ধান্যেন ইত্যাদি।(দূর্বা)—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু, সহস্রেণ শতেন চ॥ ওঁ অনয়া দূর্বয়া ইত্যাদি।(পুষ্প)—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা-বহোরাত্রে পার্শ্বে, নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনো ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিবাণা মুম্ম ইষাণ, সর্বলোকম্ম ইষাণ॥ ওঁ অনেন পুষ্পেণ ইত্যাদি।(ফল)—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বগুঁহসঃ॥ ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি।(দধি)—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্না ইত্যাদি।(ঘৃত)—ওঁ তেজো ২সি শুক্রমস্যমৃতমসি, ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি।(স্বস্তিক)—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বেবেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি॥ (সিন্দুর)—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাত প্রমিয় পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নুর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥ ওঁ অনেন সিন্দূরেণ ইত্যাদি।(শঙ্খ)—ওঁ প্রতিশ্রুতকায়া অর্তনং, ঘোষায় ভষমন্তায়-বহুবাদিন-মনন্তায় মুকগুঁ, শব্দায়াড়ম্বরা ঘাতম্মর্হসে বীণাবাদং, ক্রোশায় তূণবধ্মং মবরস্পরায় শঙ্খধ্মং বনায় বলপ, মন্যতো ২রণায় দাবপম্॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি।(কজ্জল)—ওঁ সমিদ্ধো অঞ্জন্ কৃদরং যতীনাং, ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ। বাজী বহন্ বাজিনাং জাতবেদা, দেবানাং বক্ষি প্রিয়-মা সধস্থম্॥ ওঁ অনেন কজ্জলেন ইত্যাদি। (রোচনা)—ওঁ যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি।(সিদ্ধার্থ)—ওঁ রক্ষোহনো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহনো বো বলগহনাহুয়ামি। রক্ষোহনো বো বলগহনো ২বস্তৃণামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহনৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষোহনৌ বাং বলগহনৌ পর্য্যুহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি, বৈষ্ণবীঃ স্থ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি।(কাঞ্চন)—ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি। (রৌপ্য)—ওঁ রূপেন বো রূপমভ্যাগাং, তুথো বো বিশ্বদেবা বিভজতু। ঋতস্য পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা, বি স্বঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষং যতস্বঃ সদস্যৈ॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি॥ (তাম্র)—ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ, বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চেমাগুঁ রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ, সহস্রশো ২বৈষাগুঁ হেড় ঈমহে॥ ওঁ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি॥ (চামর)—ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিগুঁশতিঃ। তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জ-স্তে অস্মিঞ্জবমাদধুঃ॥ ওঁ অনেন চামরেণ ইত্যাদি।(দর্পণ)—ওঁ আ কৃষ্ণেণ রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্ন-মৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি।(দীপ)—ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনো, ত্বরিষ্টং যজ্ঞগুঁ সমিমং দধাতু। বিশ্বেদেবা স ইহ মাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি।(প্রশস্তিপাত্র)—ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা, নুপদস্যনুপদে ত্বা, সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজো ২সি তেজসে ত্বা॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি। (মাঙ্গল্যদ্রব্য)—ওঁ অনেন মাঙ্গল্য দ্রব্যেন ইত্যাদি।(দূর্বাযুক্ত হরিদ্রাসূত্র)—ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা-মনাগস মস্রবন্তী-মা রুহেমা সস্তয়ে॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ..." ইত্যাদি। মন্ত্র পাঠপূর্বক হরিদ্রাসূত্র সিন্দুর চিহ্নিত বিল্বশাখায় বাঁধিবেন।

অতঃপর দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ব্যতীত "এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, জলগণ্ডূষ লইয়া—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী

ত্বং গৃহাণাস্মাৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥'' মন্ত্র পাঠান্তে দেবীর অধস্থ নাগপাশযুক্ত বামহস্ত-উদ্দেশ্যে জলগণ্ডূষ দিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। অতঃপর—''ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো ঽস্তুতে॥'' মন্ত্রে প্রণামপূর্বক একগণ্ডূষ জল লইয়া—''ওঁ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেবি ময়া সুকৃতদুষ্কৃতম্। তৎ সর্বং ত্বয়ি সংন্যস্ত ত্বৎ প্রযুক্তং করোম্যহম্॥'' মন্ত্রে দেবীর উদ্দেশ্যে জলগণ্ডূষ তাম্রটাটে দিয়া দেবীকে সব সমর্পণ করিবেন। এই সময় কুলাচার অনুসারে পঞ্চগব্য দ্বারা দেবী প্রতিমা প্রোক্ষণ করতঃ শুধুমাত্র প্রশস্তি পাত্র দ্বারা প্রতিমায় অধিবাস করিবেন। অতঃপর দূর্বাযুক্ত হরিদ্রারঞ্জিত সূত্র দেবীর নাগপাশযুক্ত অধো বামহস্তে বাঁধিয়া নীরাজন (আরত্রিক) করিয়া কর্ম সমাপ্ত করিবেন।—ইতি অধিবাস বিধি।

সপ্তমী পূজা

কৃতনিত্যক্রিয় পূজক সপ্তমী দিবসে প্রাতঃকালে বিল্ববৃক্ষের নিকটে গমনপূর্বক আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি, গন্ধাদির অর্চনা করিয়া বিল্ববৃক্ষের ধ্যান (পৃঃ ৪৪) পূর্বক ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিল্ববৃক্ষায় নমঃ'' মন্ত্রে বিল্ববৃক্ষের পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক শ্বেত সর্ষপ গ্রহণ করিয়া ''ফট্'' মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে বিকীরণ করিবেন। মন্ত্র যথা—''ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তুতে সর্বে যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥'' অনন্তর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ মেরুমন্দরকৈলাস হিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বম অম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যো ঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥ শ্রীফলো ঽসি মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। চণ্ডিকারোপণার্তায় ত্বামহং বরহে প্রভোঃ॥ ওঁ বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহম্॥ শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো। দেবৈর্গৃহীত্বা তে শাখাং পূজ্যো দুর্গেতি বিশ্রুতি॥''

অতঃপর পূর্বদিবসের সিন্দূর চিহ্নিত বিল্বশাখাটি মন্ত্র পাঠপূর্বক তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবেন। যথা—''ওঁ ছিন্ধি ছিন্ধি হুং ফট্ স্বাহা॥'' মন্ত্রে ছেদন করিয়া নবপত্রিকায় সংযুক্ত করিয়া, করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং নেষ্যামি চণ্ডিকালয়ম্। বিল্ববৃক্ষং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীং রাজ্যং প্রযচ্ছ মে॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্বকল্যাণ হেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণী। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥''

অনন্তর বিল্বশাখাযুক্ত নবপত্রিকা লইয়া বাদ্যাদি সহকারে নদী, গঙ্গা বা জলাশয়ে গমনপূর্বক স্নান করাইয়া লইয়া আসিয়া, মাঙ্গল্যসূত্র বন্ধন করিয়া বিচিত্র পীঠাসনে স্থাপন করিবেন।

নবপত্রিকা উক্তরূপে স্থাপনপূর্বক পূজক আসনে বসিয়া আচমন ও বিষ্ণুস্মরণপূর্বক—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।'' ইত্যাদিক্রমে গণেশাদি পঞ্চদেবতার গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজান্তে স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—''ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু॥'' ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥''* অতঃপর স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১৩) পাঠ করিবেন। অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যোভূতান্যহ ক্ষপাঃ, পবনোদিকপতির্ভূমি রাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সিন্নিধিম্॥''

এইরূপে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠান্তে মহাপূজার সঙ্কল্প করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—

*যজুর্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয়গণ প্রথমে 'স্বস্তি' তাহার পরে ''ঋদ্ধিং'' তাহার পরে ''পুণ্যাহম্'' বলিবেন॥

অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসঃ বা) সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক দীর্ঘায়ুষ্ট্ব সর্বপাপ প্রণাশন পরমৈশ্বর্য্যাতুলধনধান্য পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততিমিত্রবর্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং দেবীলোক প্রাপ্তয়ে (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) যথাকল্পিতোপচারৈর্বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণানুগৃহীত ভবিষ্যপুরাণোক্ত বিধিনা বার্ষিক শরৎকালীন সপ্তমীবিহিত নবপত্রিকা স্নপনম্ শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাস্নপনম্ গণেশাদিদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা বলিদান ✶✶কর্মাহং করিষ্যে।'' (পরার্থে—''করিষ্যামি''। অতঃপর স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন। অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন (পৃঃ ১৯ পং ১) করিয়া নবপত্রিকা স্নান করাইবেন।

নবপত্রিকা স্নান—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্মণঃ, দাসঃ বা) সপ্তজন্মকৃত পাপমোচনকামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীমহং স্নাপয়িষ্যে।'' (পরার্থে—''স্নাপয়িষ্যামি'')। অতঃপর তৈল-হরিদ্রা লইয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক নবপত্রিকায় দিবেন। মন্ত্র, যথা—

সামবেদী—''ওঁ শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং, বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষতা বসূনি জাতে জনিমান্যোজসা, প্রতি ভাগং ন দীধিম॥''

যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী—''ওঁ কো ঽসি কতমো ঽসি কস্মৈ ত্বা, কায় ত্বা। সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্যরাজন॥''

অতঃপর স্ববেদোক্ত পঞ্চগব্য শোধন (পৃঃ ১৯) পূর্বক প্রত্যেক দ্রব্যদ্বারা স্নান করাইবেন। যথ, **গোমূত্র**—''ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।'' **গোময়**—''ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা।'' **দুগ্ধ**—''ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্।'' **দধি**—''ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং।'' **ঘৃত**—''ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট।'' **কুশোদক**—''ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।'' অতঃপর শোধিত পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবেন। যথা, **শর্করা**—ওঁ পাং হৃদয়ায় নমঃ।'' **মধু**—''ওঁ পীং শিরসে স্বাহা।'' **দধি**—''ওঁ পূং শিখায়ৈ বষট্।'' **ঘৃত**—''ওঁ পৈং কবচায় হুং।'' **দুগ্ধ**—ওঁ পৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।'' **একত্রিত**

✶✶বলিদান না থাকিলে সঙ্কল্পে বলিদান উল্লেখ হইবে না।

পঞ্চামৃত—''পঃ অস্ত্রায় ফট্।'' তুলসী-চন্দন মিশ্রিত **উষ্ণজলে**—''ওঁ কদলীতরুসংস্থাসি বিষ্ণোর্বক্ষস্থলাশ্রিতে। নমস্তে পত্রিকে দেবি নমস্তে সুরনায়িকে॥ ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ॥১॥ **পুষ্পোদকে**—''ওঁ কচ্চি ত্বং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী। দুর্গারূপেণ ত্বং দেবি স্নানেন বিজয়ং কুরু। ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ॥ ২॥ **উষ্ণোদকে**—''ওঁ হরিদ্রে হর (রুদ্র) রূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়ে। রুদ্ররূপেণ সাদেবি মম শান্তিং প্রযচ্ছতু। ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ৩॥ **গন্ধোদকে**—''ওঁ জয়ন্তি জয়রূপাসি জগতাং জয়হেতবে। ভক্ত্যা সম্পূজয়ামি ত্বাং জয়ং দেহি নমো ঽস্তুতে। ওঁ কার্ত্তিক্যৈ নমঃ॥ ৪॥ **সর্বৌষধি জলে**—''ওঁ শ্রীফল শ্রীনিকেতো ঽসি সদা বিজয়বর্দ্ধনঃ। দেহি মে হিতকামাংশ্চ প্রসন্নো ভব সর্বদা। ওঁ শিবায়ৈ নমঃ॥ ৫॥ **পঞ্চকষায়যুক্ত জলে**—''ওঁ দাড়িমী পুণ্যবৃক্ষা চ শঙ্করস্য সদা প্রিয়। বিশ্বরূপেণ সা দেবি মম শান্তিং প্রযচ্ছতু। ওঁ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ॥ ৬॥ **সুগন্ধি জলে**—''ওঁ অশোকঃ শোকনির্মাণো নির্মিতঃ শোকশান্তয়ে। সুপ্রসন্না সদা দেবি অশোক ত্বং প্রযচ্ছমে। ওঁ শোকরহিতায়ৈ নমঃ॥ ৭॥ **কর্পূর মিশ্রিত জলে**—''ওঁ মান্যা ত্বং মানবৃক্ষেষু মাননীয় সুরাসুরৈঃ। নমামি ত্বাং মহাদেবীং মানং দেহি নমোঽস্তুতে। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥ ৮॥ **গঙ্গাজলে**—'ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি সর্বেষাং প্রাণদায়িণী। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভবঃ। ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ॥ ৯॥ অতঃপর **সুবাসিত জলে**—''ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠ দশাঙ্গুলম্॥'' অতঃপর অষ্টকলস দ্বারা স্নান করাইবেন।

গঙ্গাজলপূরিত ঘটেন—''ওঁ দেবাস্তামভিষিঞ্চন্ত ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥ ১॥'' **বৃষ্টিজলপূরিত ঘটেন**—''ওঁ মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্ত ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরি। মেঘাম্বুপরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু॥ ২॥'' **সরস্বতী নদীজলপূরিত ঘটেন**—''ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমে। বিদ্যাধারা (অ) ভিষিঞ্চন্ত তৃতীয় কলসেন তু॥ ৩॥'' **সাগরোদকপূর্ণ ঘটেন**—''ওঁ শক্রাদ্যাশ্চা ভিষিঞ্চন্ত লোকপালাঃ সমাগতাঃ। সাগরোদক পূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু॥ ৪॥'' **পদ্মরজমিশ্রিত জল পূর্ণ ঘটেন**—''ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা। পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্ত নাগাশ্চ কলসেন তু॥ ৫॥'' **পর্বতশৃঙ্গনির্গত জলপূরিত ঘটেন**—''ওঁ হিমবদ্ধেমুকুটাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্ত পর্বতাঃ। নির্ঝরোদক পূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥ ৬॥'' **সর্বতীর্থজলপূরিত ঘটেন**—''ওঁ সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরি। সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্ত ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ॥ ৭॥''

চন্দন মিশ্রিত জলপূর্ণ ঘটেন—“ওঁ বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু। অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমো২স্তুতে॥ ৮ ॥” অতঃপর মন্ত্র পাঠপূর্বক নবপত্রিকাকে বস্ত্র পরাইবেন। যথা—“ওঁ পরিধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণতু দীর্ঘমায়ু। শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চা বসূনি চার্য্যে বিভৃজাসি জীবন॥” অতঃপর পত্রীপ্রবেশ করাইবেন।

পত্রিকাপ্রবেশ—নবপত্রিকার সম্মুখে চামুণ্ডার আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” এইরূপে আবাহন করিয়া, পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন, যথা—পাদ্যজল লইয়া—“এতস্মৈ বং পাদ্যজলায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পাদ্যজলায় নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” এইরূপে প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা করিয়া নিবেদন করিবেন। যথা, অর্ঘ্য—অর্চনান্তে ‘ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ-এষো ২র্ঘ্য) ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” আচমনীয়—অর্চনান্তে ‘ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” পুনরাচমনীয়—অর্চনান্তে ‘ইদং পুনরাচমীনয়ম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। স্নানীয়—অর্চনান্তে “এতৎ স্নানীয়ং ওঁ হ্রীং চামুণ্ডয়ৈ নমঃ।” গন্ধ—অর্চনান্তে “এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” পুষ্প—অর্চনান্তে “এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” ধূপ—অর্চনান্তে “এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” দীপ—অর্চনান্তে “এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” নৈবেদ্য—অর্চনান্তে “এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” পানার্থ—অর্চনান্তে “এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” পুনরাচমনীয়—অর্চনান্তে “এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।”

অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন—“ওঁ আগচ্ছ মদগৃহে দেবি সর্বকল্যাণহেতবে। বলিপূজামিমাং সর্বাং গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ ওঁ আগচ্ছ মদগৃহে দেবি সর্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ মম কল্যাণকারিণী॥ ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ ত্বং হি যথাসুখম্॥” এই মন্ত্র পাঠপূর্বকপত্রিকা দুই হস্তে ধরিয়া—“ওঁ চামুণ্ডে চল চল চালয় চালয় শীঘ্রং দুর্গে মম পূজালয়ং প্রবিশ। ওঁ হ্রীং হূং ফট্ স্বাহা॥” অতঃপর পত্রিকার মূলদেশে হস্ত দিয়া—“ওঁ হ্রাং হ্রীং স্থাং স্থীং স্থিরোভব।” মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিয়া, বিল্বাধিবাসিনী দুর্গার আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ বিল্বাধিবাসিনী দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ”, ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রায় আবাহনপূর্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” এইক্রমে—‘ইদমর্ঘ্যম্ (যজুঃ—এষো ২র্ঘ্য) ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” ‘ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” ‘ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” ‘ইদম্ স্নানীয়ম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ। “এষ গন্ধ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রী নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।”

অতঃপর মৃন্ময় প্রতিমার মৃত্তিকাদিগত অপবিত্র দ্রব্যাদি শুদ্ধির জন্য মাষভক্তবলি প্রদান করিবেন। সম্মুখে জলদ্বরা নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কনপূর্বক তদুপরি কদলী পত্র বা নব মৃন্ময় খুরীতে আতপ চাউল, মাষকলাই, যব ও দধি দিয়া সাজাইয়া সঙ্কল্প করিবেন।—“বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অস্যা মৃণ্মার্য্যা দুর্গাপ্রতিমায়া মৃত্তিকাদিগতাপবিত্র দ্রব্যশুদ্ধিকামো বেতালাদিভ্যো যবসাদিযুক্ত বলিমহং দদে।” (পরার্থে—“দদানি”)। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া যথারীতি বলির অর্চনা করিবেন। যথা—“বং এতস্মৈ যবসাদিযুক্ত বলয়ে নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ যবসাদিযুক্ত বলয়ে নমঃ।” “এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” “এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ওঁ বেতালাদিভ্যো নমঃ।” “ওঁ বাং বীং বূং বৈং বৌং বঃ বেতালেভ্যঃ এষ বলির্নমাঃ।” মন্ত্রে বলি প্রদানপূর্বক—“ওঁ চাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস—“চাং হৃদয়ায় নমঃ” মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ চামুণ্ডাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং, রক্তাক্ষীং বিকশিত দশনাং নাগযজ্ঞোপবীতিনাম্। কৃষ্ণবর্ণবিভূষণাং জটাজুটেনমণ্ডিতাং চতুর্ভুজাম্॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে—"ওঁ হ্রীং চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহনপূর্বক "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ মেরুমন্দরকৈলাস হিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বম অম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যো ঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥ ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সন্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বম্ অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ দুর্গে ত্বং দুর্গারূপাসি সুরতেজো মহাবলে। মেনানন্দ করে দেবি সর্বসিদ্ধিশ্চ দেহি মে॥ ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয়জয়প্রদে। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চিতে॥ ওঁ আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি সর্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। শারীদীয়ামীমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে॥ ওঁ যে দেবা যা হি দেব্যশ্চ চলিত যাশ্চলন্তি যে। আবাহয়িষ্যে তান্ সর্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরি॥" অতঃপর প্রতিমার আসন ধরিয়া পাঠ করিবেন—"ওঁ চামুণ্ডে চল চল চালয় চালয় শীঘ্রং দুর্গে ত্বং মম পূজালয় প্রবিশ। ওঁ হ্রীং নমঃ স্বাহা॥" মন্ত্র পাঠপূর্বক ভদ্রপীঠে প্রতিমা স্থাপন করিয়া প্রতিমা স্পর্শপূর্বক — "ওঁ আবাহয়িষ্যে দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলে ঽপি চ। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কাম প্রদাভব॥ ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রাং হ্রীং স্থিরাভব॥" মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্থিরীকরণ করিবেন।

মহাস্নান—প্রথমে দেবীর মুখ প্রক্ষালনার্থ অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ বিল্বকাষ্ঠনির্মিত দন্তকাষ্ঠ ও উষ্ণোদক নিবেদন করিবেন। মন্ত্র যথা—"ওঁ আয়ুর্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নোধেহি বনস্পতে॥ ওঁ বৃহধ্বং সোমো রাজা যমাগমৎ। সমে মুখং প্রক্ষালতে যশসা চ ভগেন চ॥" অতঃপর মুখ প্রক্ষালন নিমিত্ত কিঞ্চিৎ জল মন্ত্র পাঠপূর্বক দিবেন। যথা—"ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আ প্রাদ্যাবা পৃথিবী আন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥" অতঃপর চক্ষুনীমিলন জন্য করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্র মুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রয়াম শরদঃ শতং, অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতম্॥" অতঃপর দেবী প্রতিমা প্রতিফলিত দর্পণে মন্ত্র পাঠপূর্বক তৈল এবং হরিদ্রা লেপন করিবেন। যথা—"ওঁ নানারূপধরে দেবি দিব্যবস্ত্রাবগুণ্ঠিতে। তবানুলেপমাত্রেণ চিত্রদোষো বিনশ্যতু॥ ওঁ উদ্বর্তয়ামি দেবি ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ। উদ্বর্তনপ্রদানেন প্রাপ্নুয়াৎ শ্রিয়মুত্তমাম্॥" অতঃপর প্রতিমা নির্মাণগত দোষত্রুটিনিবারণার্থ

পুনর্বার কদলীপত্রে আতপ চাউল, মাষষকলাই, যব ও দধি দ্বারা বলিদ্রব্য সজ্জিত করিয়া, অর্চনা করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ, "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" "এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ বেতালায় নমঃ।" অতঃপর উৎসর্গবাক্য পাঠ করিয়া কুশোদক দিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা ভবগবত্যা মৃণ্ময্যা বিচিত্রনির্মাণ কর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ বাং বীং বুং বৈং বৌং বঃ বেতালায় নমঃ।" মন্ত্রে বলি উৎসর্গ করিয়া, মহাস্নান নিমিত্ত করযোড়ে মন্ত্র পাঠান্তে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবেন। যথা—"ওঁ আজ্ঞাপয় মহাদেবি স্নানার্থং পরমেশ্বরি। আদর্শে স্নাপয়ামি ত্বাং নানাদ্রব্যৈঃ স্বশক্তিতঃ॥"

এইরূপে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্নান করাইবেন। প্রথমে শীতোষ্ণসুবাসিত জলপূর্ণ ঘটেন—"ওঁ পরমেশ্বরি ধর্মায় যজ্ঞায় জ্ঞানরূপিণে। তপসে পাপনাশায় স্নাপয়ামি কৃপাং কুরু॥" অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে স্নান করাইবেন। যথা—গোমূত্র—"ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" গোময়—"ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা।" দুগ্ধ—"ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্।" দধি—"ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং।" ঘৃত—"ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।" কুশোদক—"ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।" ভৃঙ্গারপূরিত নদীজলে—"ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥ ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারে স্নাপয়ন্তু তাম্॥ ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান যমো বৈ নৈর্ঋতস্তথা॥ বরুণ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পান্তু তে সদা॥ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ॥ এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ॥ গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ। দেবদানবগন্ধর্বাঃ যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজনো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥ সরিতঃ

সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥ ওঁ সিন্ধুভৈরব শোণাদ্যা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতাঃ। সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাম্॥ ওঁ কুরুক্ষেত্রঃ প্রয়াগশ্চ অক্ষয়ো বটসংজ্ঞকঃ। গোদাবরী বিষদ্‌গঙ্গা নর্মদা মণিকর্ণিকা॥ সর্বাণ্যেতানি তীর্থানি ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাম্॥ ওঁ তক্ষকাদ্যাশ্চ যে নাগাঃ পাতালতলবাসিনঃ। সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ান্তু তাম্॥ ওঁ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্ত্তিকী তথা। হরসিদ্ধা তথা কালী ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী তথা॥ ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী সর্বরূপিণী। এতাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাম্॥” **শঙ্খোদক**— “ওঁ সর্বেষা মধিপো দেব ঈশানো নাম নামতঃ। শূলপাণির্মহাদেবো ভৃঙ্গারে স্নাপয়ন্ত্বিমাম্॥ **গঙ্গোদক**— “ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্। স্বর্গস্রোতস্তু বৈষ্ণব্যং স্নানং ভবতু তেন তে॥” **উষ্ণোদক**— “ওঁ পরমং পবিত্রমুষ্ণং বহ্নিজ্যোতিঃ সমন্বিতম্। জীবনং সর্বপাপঘ্নং ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত্বিমাম্॥ **গন্ধোদক**—“ওঁ গন্ধাঢ্য শোভনঞ্চৈব শীতলং সুমনোহরম্। সর্বপাপহরং বারি ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়স্থিতাম॥” **শুদ্ধজল**—“ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুব স্তান ঊর্জে দধাতনঃ। মহেরণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো ব শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো (যজুঃ—আপো) ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ॥” **পুষ্পোদক**— “ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা, অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপ-মশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণা-মুষ্ম ইষাণ সর্বলোকস্ম ইষাণ॥” **ফলোদক**— “ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্ত্বং হসঃ॥” **ইক্ষুরস**— “ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥ **সর্বৌষধিজল**— “ওঁ সর্বদা সর্বপাপঘ্নমরিষ্টানাং বিঘাতকম্। সর্বৌষধি জলস্তেন স্নাপয়ামি সুরেশ্বরীম্॥ ওঁ হ্রীং পার্বত্যৈ নমঃ॥” **মহৌষধিজল**— “ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥” সর্বৌষধি-মহৌষধি **মিশ্রিত জল**— “ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ। তামহ্যমস্মিন্নাসনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম যচ্ছত॥” **পঞ্চরত্নোদক**— “ওঁ নানারত্নং মহেশানি সাগরে বিধিনির্মিতম্। রত্নোদকং মহাপুণ্যং দেব্যাঃ স্নানন্তু পাবনম্॥” পুনরায় বৈদিক মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইবেন, যথা—**গোমূত্র**—গায়ত্রী পাঠ্য।**গোময়**—(সাম)—“ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ।

রিহতে ককুভো মিথঃ॥” **দুগ্ধ**—“ওঁ গব্যো ষু ণো যথা পুরা, শ্বয়োত রথয়া। রবিবস্যা মহোনাম্॥” **দধি**—“ওঁ দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥” **ঘৃত**— “ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥” **কুশোদক**— “ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে ঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণোহস্তাভ্যাংগৃহ্নামি॥”

যজুর্বেদীয়গণ নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইবেন। **গোমূত্র**—গায়ত্রী পাঠ্য। **গোময়**— “ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং, নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥” **দুগ্ধ**—“ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥” **দধি**—“ওঁ দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ। প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥” **ঘৃত**—‘ওঁ তেজো ঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥” **কুশোদক**— “ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে ঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণোহস্তাভ্যামাদদে॥”

ঋগ্বেদীয়গণ নিম্নলিখিত পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রে স্নান করাইবেন। **গোমূত্র**—গায়ত্রী। **গোময়**—“ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥” **দুগ্ধ**—“ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেনসমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্চসা॥” **দধি**—“ওঁ উদ্‌বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নি-মিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবী, মিন্দ্রাবতোঽবসে নিহুয়েবঃ॥” **ঘৃত**— “ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানো ঽজস্র ঘর্মো হবিরস্মিনাম্॥” **কুশোদক**—“ওঁ যোগে-যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায়-মিন্দ্রমূতয়ে॥”

অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য একত্রিত করিয়া স্নান করাইবেন, যথা—“ওঁ পঞ্চগব্যমিদং পুণ্যং সর্বপাপনিষূদনম্। তত্তোয়ৈঃ স্নাপয়ামি ত্বাং মম পাপং ব্যাপো ঽহঃ॥ **পঞ্চামৃত**—(সাম)—“ওঁ গব্যোষু ণো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক “ওঁ হ্রীং শিবায়ৈ নমঃ। **ঘৃত** — “ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক— “ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥” **দধি**—“ওঁ

দধিক্রাব্ণো'' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক— ''ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥''

যজুর্বেদীয়গণ—দুগ্ধ—''ওঁ আপ্যায়স্ব'' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—''ওঁ হ্রীং শিবায়ৈ নমঃ॥'' **ঘৃত**—''ওঁ তেজো ঽসি'' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক ''ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥'' **দধি**—''ওঁ দধিক্রাব্ণো'' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—''ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥''

ঋগ্বেদীয়গণ— দুগ্ধ—''ওঁ গাবশ্চিদ্ঘা'' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক— ''ওঁ হ্রীং শিবায়ৈ নমঃ॥'' **ঘৃত**— ''ওঁ অগ্নিরশ্মি'' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক— ''ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥'' **দধি**—''ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং'' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক— ''ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥'' **শর্করা** (সর্ববেদীর পাঠ্য)—''ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। সভূমিং সর্বতো বৃত্ত্বা অত্যত্তিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। ওঁ হ্রীং প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।'' **মধু** (সর্ববেদীর পাঠ্য)—''ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধী মধু নক্তমৃতসসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্ত নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যো, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।'' ''ওঁ হ্রীং গৌর্য্যৈ নমঃ॥''

অতঃপর একত্রিত পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবেন। যথা—''ওঁ পঞ্চামৃতমিদং পূতং শ্রুতিভিশ্চ সুসংস্কৃতম্। তত্তোয়ৈঃ স্নাপয়ামি ত্বাং তুষ্টা ভব মহেশ্বরী॥'' **স্বর্ণোদক**—''ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।'' **রৌপ্যজলে**—''ওঁ অম্বিকে বরদে দেবি জগতাং হিতকারিণি। রৌপ্যোদকেন দেবী ত্বাং স্নাপয়ামি সুশোভনে॥ ওঁ শ্রীফলবাসিন্যৈ নমঃ॥'' **নারিকেলোদক**—''ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ॥'' **শিশিরোদক**— ''ওঁ শিবায়ৈ নমঃ॥'' **গুড়োদক**— ''ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥'' **কর্পূরোদক**— ''ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ॥'' **পঞ্চকষায়যুক্তজল**—''ওঁ জম্বু-শাল্মলিবাট্যাল বকুলং বদরং তথা। এতন্মিশ্রিত তোয়েন স্নাপয়ামি সুশোভনে॥ ওঁ হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ নমঃ॥'' **পঞ্চশস্যমিশ্রিত জল**—ওঁ যবগোধূমমুদ্গাশ্চ তিলাশ্চ ধান্যসেব চ। এতত্তোয়েন দেবেশি স্নাপয়ামি প্রসীদ মে॥ ওঁ হ্রীং উমায়ৈ নমঃ॥'' **কুঙ্কুমোদক**— ''ওঁ কৌশিক্যৈ নমঃ।'' **শর্করামিশ্রিত জল**—''ওঁ শর্করে মধুনা স্নিগ্ধে দেবামোদবিবর্দ্ধিনি। দেবানাং তুষ্টিদে শীঘ্রং মাতর্নিত্যং প্রসীদ মে॥ ওঁ হ্রীং শিবায়ৈ নমঃ॥' **গোরোচনামিশ্রিত জল**—''ওঁ হ্রীং পার্বত্যৈ নমঃ।'' **সুগন্ধিজল**—''ওঁ যো ঽসৌ মলয়জো বৃক্ষঃ সৌগন্ধ্যনিলয়ঃ সদা। তজ্জলস্নানমাত্রেণ বরদা ভব শোভনে॥ ওঁ হ্রীং কাল্যৈ নমঃ॥'' **যবধান্যাদিচূর্ণমিশ্রিত জল**—''ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ॥'' **বল্মীকমৃত্তিকা**—''ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥'' **বরাহমৃত্তিকা**—''বারাহ্যৈ নমঃ॥'' **বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা**—''ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ॥'' **বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা**—''ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ॥'' **অশ্বদন্তমৃত্তিকা**—''ওঁ কৌবের্য্যৈ নমঃ॥'' গজদন্তমৃত্তিকা—''ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ॥'' **পর্বতমৃত্তিকা**—''ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ॥'' **দেবদ্বারমৃত্তিকা**—''ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ॥'' **সরোবর-মৃত্তিকা**—''ওঁ পদ্মাবত্যৈ নমঃ।'' **নদীর উভয়কূল-মৃত্তিকা**—''ওঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ॥'' **যজ্ঞশালা-মৃত্তিকা**—''ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ॥'' **রাজদ্বার-মৃত্তিকা**—''ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ॥'' **চতুষ্পথ-মৃত্তিকা**—''ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ॥'' **গঙ্গামৃত্তিকা**—''ওঁ হৈমবত্যৈ নমঃ॥'' **কুশমূল-মৃত্তিকা**—''ওঁ শিবায়ৈ নমঃ॥''

অতঃপর পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্নান করাইবেন **(সামগানাং)**—''ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১ ॥ ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধং উদেৎ পুরুষঃ পাদস্যেহাভবৎ পুনঃ। তথা বিষ্বঙ্ ব্যক্রামদশনানশনে অভিঃ॥ ২ ॥ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। পাদো ঽস্য সর্বা ভূতানি, ত্রিপাদ মৃতং দিবি॥৩॥ তাবানস্য মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। উতামৃতত্বস্যেশানো, যদন্নেনাতি রোহিত ॥ ৪ ॥ ততো বিরাড়্জায়ত, বিরাজো অধি পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত, পশ্চাদ্ভূমি মথো পুরঃ॥ ৫ ॥

যজুষাং— ''ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃত্বা, ত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১ ॥ পুরুষঃ এবেদং সর্বং, যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বাস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহিত॥ ২॥ এতাবানস্য মহিমা-তো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাদো ঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥৩ ॥ ত্রিপাদূর্দ্ধ-মুদৈৎ পুরুষঃ পাদাস্যেহ ভবৎ পুনঃ। এতো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ, সশনানশনে অভিঃ॥ ৪ ॥ ততো বিরাড়্জায়ত, বিরাজো অধি পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত, পশ্চাদ্ভূমি মথো পুরঃ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুত, সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে ব্যায়ব্যা, নারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে॥৬ ॥ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুত, ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্, যজুস্তস্মাদজায়ত॥ ৭ ॥ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গবো হ যজ্ঞিরে তস্মাৎ, তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥ ৮॥ ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রোক্ষণ্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত, সাধ্য ঋষয়শ্চ যে॥ ৯ ॥ যং পুরুষং

ব্যদধুঃ, কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্যাসীৎ। কিং বাহু কিমুরূ পাদা উচ্যতে॥ ১০॥ ব্রাহ্মণো ঽস্য মুখমাসীদ্, বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ, পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১১ ॥চন্দ্রমা মনসো জাত-শ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখদগ্নিরজায়ত॥ ১২ ॥নাভ্যাং আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শোত্রাৎ, তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্॥ ১৩॥ যৎ পুরুষেণ হবিষা, দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং, গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১৪॥ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়, স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা, অবধ্ন ন্ পুরুষং পশুম্॥ ১৫॥ যজ্ঞেন যজ্ঞেমযজন্ত দেবা,—স্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানং সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ। ১৬।

ঋগ্বেদিনাং—ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১॥ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহিত॥ ২ ॥এতাবানস্য মহিমা-তো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্য মৃতং দিবি॥৩ ॥ ত্রিপাদূর্দ্ধমুদৈৎ পুরুষঃ, পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিষ্বঙ্-ব্যক্রামৎ, সাশনানশনে অভিঃ॥৪॥ তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত, বিরাজো অধিপুরুষ। ন জাতো অত্যরিচ্যত, পশ্চাদ্- ভূমিমথো পুরঃ॥ ৫ ॥ যৎ পুরুষেণ হবিষা, দেবা যজ্ঞমতন্বত বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং, গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥৬ ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষণ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত, সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ ৭ ॥ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ, সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যা-নারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে॥ ৮ ॥ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত, ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ, যজুস্তস্মাদজায়তে॥ ৯ ॥ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত, যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥ ১০॥ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহু, কৌ উরূ পাদ উচ্যতে॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্, বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যং, পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১২ ॥ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চঽগ্নিশ্চ, প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত॥ ১৩ ॥নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং, শীর্ষ্ণো দৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শোত্রাৎ, তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্॥ ১৪॥ সপ্তাস্যাসন পরিধয়, স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষ পশুম্॥ ১৫ ॥যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্ত দেব, স্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানং সচন্ত, যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥ ১৬ ॥

অতঃপর **সহস্রধারা জলে**—"ওঁ সাগরাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সর্বাস্রোতো নদাস্তথা। সবৌষধিভিঃ **পাপঘ্নাঃ সহস্রৈঃ স্নাপয়ন্তু** তে ॥ ওঁ লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধ জলাম্বুধাঃ সহস্রধারয়া দেবীং স্নাপয়ামি মহেশ্বরীম্॥ ওঁ সাগরাঃ সরিতঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। রত্নৌষধিভিঃ পাপঘ্না ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥" **নদ জলেন**—"ওঁ যে নদা লোহিতনাদ্যা নদা যে শোনঘর্ঘরাঃ। সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ওঁ সিন্ধুভৈরব শোনাদ্যা যে নদা ভুবি সংস্থিতাঃ। সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে।"

ঘটচতুষ্টয় পূর্ণ জলে—"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১ ॥" "ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়বঃ স্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে ॥ ২ ॥" "ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥ ৩॥" "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো (যজুঃ—আপো) ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥ ৪ ॥"

অষ্টকলস দ্বারা স্নান। **গঙ্গাজল পূরিত ঘটেন**—"ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু ॥ ১॥ (মালবরাগো বিজয়বাদ্যম্) **বৃষ্টিজল পূরিত ঘটেন**—"ওঁ মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরি। মেঘাম্বু পরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু॥ ২ ॥(ললিতরাগো দেববাদ্যম্)। **সরস্বতী নদীজলপূর্ণ ঘটেন**—"ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমে। বিদ্যাধরা (অ) ভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেন তু॥ ৩ ॥" (বিভাসরাগো দুন্দুভিবাদ্যম্)। **সাগরোদক পূর্ণ ঘটেন**—"ওঁ শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু লোকপালা সমাগতাঃ। সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থকলসেন তু ॥ ৪ ॥(ভৈরবরাগো ভীমবাদ্যম্)। **পদ্মরেণুমিশ্রিত জলপূর্ণ ঘটেন**—"ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু॥ ৫ ॥" (কেদাররাগঃ ইন্দ্রাভিষেকবাদ্যম্)। **পর্বতশৃঙ্গনির্গত জলপূর্ণ ঘটেন**—"ওঁ হিমবদ্ধেমকূটাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু পর্বতাঃ। নির্ঝরোদক পূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু ॥ ৬ ॥" (বরারিরাগঃ শঙ্খবাদ্যম্)। **সর্বতীর্থজলপূর্ণ ঘটেন**—"ওঁ সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরি। সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ ॥ ৭ ॥" (বসন্তরাগঃ পঞ্চশব্দবাদ্যম)। **চন্দনমিশ্রিত জলপূর্ণ ঘটেন**—"ওঁ বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু। অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে ॥ ৮॥" (ধানসিরাগো ভৈরববাদ্যম্)।

অতঃপর **সুগন্ধি জলে**—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ কুবেরশ্চ বরুণো যাদসাং পতিঃ। এতে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ওঁ অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব তথৈবারুন্ধতী সতী। এতাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তা ॥ ওঁ ব্যাসশ্চ নারদশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। এতে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ওঁ ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকঃ কুমুদশ্চ দিশাং গজাঃ। এতে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ওঁ বৃহস্পতিঃ সুরাচার্য্যো দৈত্যানামর্চিতঃ কবিঃ। অরুণো বরুণশ্চৈব স্নাপয়ন্তু শিবপ্রিয়াম্ ॥ ওঁ দেবকন্যা নাগকন্যা তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ। গন্ধোদক সমৃদ্ধেন ঘটেন স্নাপয়ন্ত্বিমাম্ ॥ ওঁ বিদ্যাধরঃ পুষ্পদন্তো হাহা হুহুশ্চ বীর্য্যবান্। গীতবাদিত নাট্যেনস্নাপয়ন্তু মহেশ্বরীম্ ॥ ওঁ দৈত্যশ্চ দানবাশ্চৈব যাতুধানাঃ সহস্রশঃ। সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥ ওঁ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্তিকী তথা। হরসিদ্ধা তথা গৌরী কামাখ্যা সর্বদেবতাঃ। এতাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতাম্ ॥"—ইতি মহাস্নান।

অতঃপর ধান্য, দূর্বা এবং পরিষ্কার নববস্ত্র দ্বারা দর্পণ মুছিয়া, সিন্দুর চন্দনাদি দিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক নববস্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিয়া দেবীর আসনে স্থাপন করিবেন। মন্ত্র, যথা—**"ওঁ পরিধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ। শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চা বসুনি চার্য্যে বিভৃজাসি জীবন্ ॥"** অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কৃতং ন্যুনাধিকং বাপি যদ্দেব্যাঃ স্নানকর্মণি। তচ্ছিদ্রং ভবত্বদ্য ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বরী ॥"

অতঃপর **কল্পারম্ভের ন্যায় সমস্ত কার্য্য এবং দ্বারদেবতা পূজা, ন্যাসাদি সমাপ্ত করিয়া দেবী ঘটস্থাপন, কাণ্ডরোপণ, সূত্রবেষ্টন প্রভৃতি (পৃঃ ৩২ পং ১ হইতে পৃঃ ৩৪ পং ৯) পর্যন্ত করিবেন।** তৎপরে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে গণেশ ঘটস্থাপন করিয়া সেই ঘটে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, **ইন্দ্রাদি** দশদিকপাল, বিষ্ণু, মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতির আবাহনপূর্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন।

অতঃপর **গন্ধপুষ্প দ্বারা** পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ", এইক্রমে—**"বাসুকায়, বরাহায়, জম্বুদ্বীপায়, প্লক্ষদ্বীপায়, কুশদ্বীপায়, শাকদ্বীপায়,**

শাল্মলীদ্বীপায়, পুষ্করদ্বীপায়, সপ্তস্বর্গেভ্যঃ, সপ্তপাতালেভ্যঃ, সুমেরবে, কৈলাসায়, হিমাদ্রয়ে, সপ্তসমুদ্রেভ্যঃ, গিরিপীঠায়, কালগিরিপীঠায়, পাদুকা পীঠায়, নীলমণিগৃহাদিভ্যঃ, সিংহাসনায়, পদ্মাসনায়, বৃষাসনায়, শ্বেতচ্ছত্রায়, রত্নপাদুকায়ৈ, শ্বেতচামরায়।" মন্ত্রে আদিতে "ওঁ" অন্তে "নমঃ" যোগে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর মূলমন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন।

করন্যাস—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রূং শিরসে স্বাহা। হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।" অতঃপর **কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন।**

কূর্ম্মমুদ্রা

ধ্যান—"ওঁ জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাম্। লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥ অতসী পুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্। নবযৌবনসম্পন্নাং **সর্বাভরণভূষিতাম্** ॥ সুচারুদশনাং তীক্ষ্ণাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। ত্রিভঙ্গস্থান-সংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্ ॥ মৃণাশলায়তসংস্পর্শ দশবাহুসমন্বিতাম্। ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥ তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেন বিচিন্তয়েৎ। খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ। ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ। অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥ শিরোশ্ছেদে ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গ পানিন (ক) ম্। হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্র বিভূষিতম্ ॥ রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্। বেষ্টতং নাগপাশেন ভ্রূকুটি ভীষণাননম্ ॥ সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া। বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥ দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্। কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥ প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্বকামফলপ্রদাম। শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্ ॥ স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপ -মমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ। উগ্রচণ্ডা

প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥ আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্। চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থ মোক্ষদাম্॥''

ধ্যানান্তে পুষ্পটি স্বমস্তকে দিয়া তেজোময় দেবতারূপ চিন্তাপূর্বক মানসোপচারে পূজান্তে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (পৃঃ ২৯ পং ৭) পূর্বক, পীঠদেবতাগণের আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—''ওঁ পীঠদেবতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মম পূজাং গৃহীত॥'' মন্ত্রে আবাহনপূর্বক পূজা করিবেন। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।'' এইক্রমে আদিতে ''ওঁ'' অন্তে ''নমঃ'' বলিয়া পূজা করিবেন। যথা—''প্রকৃত্যৈ, কূর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। (পূর্বাদ্যষ্ট কেশরে)—আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ। (মধ্যে)—অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ। (পীঠোপরি)—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।'' অসমর্থপক্ষে—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।'' মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

চক্ষুর্দ্দান—বিল্বপত্রে ঘৃতদ্বারা কজ্জল করিয়া কুশদ্বারা দেবীর উর্দ্ধনেত্রে, তৎপরে বামনেত্রে, তৎপরে দক্ষিণনেত্রে মন্ত্র পাঠপূর্বক কজ্জল দিবেন। ত্রিনেত্র পুরুষ দেবতার অগ্রে উর্দ্ধনেত্রে, তৎপরে দক্ষিণনেত্রে, পরে বামনেত্রে কজ্জল দিবেন। দ্বিনেত্র দেবতা হইলে অগ্রে দক্ষিণনেত্রে পরে বামনেত্রে কজ্জল দিবেন। দ্বিনেত্র দেবী হইলে—অগ্রে বামনেত্রে পরে দক্ষিণনেত্রে কজ্জল দিবেন। মন্ত্র যথা—''ওঁ কয়ান শ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥'' এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দেবীপ্রতিমার উর্দ্ধনেত্রে কজ্জল দিবেন। ''ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥'' এই মন্ত্রে দেবীর বামনেত্রে কজ্জল দিবেন। ''ওঁ চিত্রং দেবানামদ্‌গাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥'' এই মন্ত্রে দেবীর দক্ষিণনেত্র কজ্জল দিবেন। অতঃপর প্রতিমাস্থ দেব-দেবীগণের চক্ষুর্দ্দান করিবেন। পুং দেবতার অগ্রে ''চিত্রং দেবানাম্'' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণনেত্রে। এবং ''আ প্যায়স্ব'' ইত্যাদি মন্ত্রে বামনেত্রে; এবং স্ত্রীদেবতার অগ্রে 'আ প্যায়স্ব' ইত্যাদি মন্ত্রে বামনেত্রে, এবং ''চিত্রং দেবানাম্'' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণনেত্রে কজ্জল দিবেন। মহিষাসুর, মহাসিংহ, নাগপাশ, ময়ূরাদিরও চক্ষুর্দ্দান করা বিধেয়। অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—দক্ষিণহস্তে কুশ ও পুষ্প গ্রহণ করিয়া প্রতিমার মস্তকে অষ্টোত্তর শতবার (১০৮) মূলমন্ত্র (ঐং হ্রীং শ্রীং অথবা—হ্রীং) জপ করিবেন। পরে মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেবীর মস্তক হইতে পাদপীঠ পর্যন্ত স্পর্শ করিবেন। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা তত্ত্বমুদ্রায় দেবী প্রতিমার ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—''হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।'' অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥'' অতঃপর লেলিহামুদ্রা দ্বারা দেবীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্ব। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তা-মোঁ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ

লেলিহামুদ্রা

তত্ত্ব মুদ্রা

দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা॥'' তাহার পর নিম্নোক্ত পাঁচটি মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষণ্, সদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ১ ॥ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবেন বীর্য্যেন, মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেস্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ ২ ॥ ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু, ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতাগর্ভং দধাতু তে॥ ৩ ॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৪ ॥ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টবর্দ্ধনম্। উর্বারুক মিব বন্ধনা-ন্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ ৫ ॥'' এই প্রকারে প্রতিমাস্থ দেব-দেবীগণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যথা—''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''শ্রীগণেশস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। ''ওঁ আং হ্রী'' ইত্যাদি ''শ্রীলক্ষ্ম্যাঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। ''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''শ্রীসরস্বত্যাঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। ''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''কার্ত্তিকেয়স্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। ''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''মহাসিংহস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। ''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''মহিষাসুরস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। ''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''নাগপাশস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। ''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''মূষিকস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। ''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''ময়ূরস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। দেবীর বামে—''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''জয়ায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। দেবীর দক্ষিণে—''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''বিজয়ায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। চিত্রস্থ—''ওঁ আং হ্রীং'' ইত্যাদি ''শিবস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি। অতঃপর ''অস্যৈ প্রাণাঃ'' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার, শুধুমাত্র মন্ত্রে পুংলিঙ্গে ''অস্যৈ'' স্থলে ''অস্মৈ'' বলিবেন। এইরূপে সমস্ত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন—প্রথমে ''হ্রীং'' মূলমন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ'' ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং ''হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ'' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রা যোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া ''দেবীর ''জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাম্'' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান (পৃঃ ২৮) করিয়া পুষ্পটি ঘটে দিয়া দেবীর আবাহন করিবেন। যথা—''ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'' অতঃপর ''হুং'' মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—''ওঁ হ্রাং দুর্গায়াঃ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়াঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রুং দুর্গায়াঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং দুর্গায়াঃ কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং দুর্গায়াঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ দুর্গায়াঃ অস্ত্রায় ফট্।'' অতঃপর ''বং'' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া পরমীকরণমুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে। যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব॥ ওঁ অমৃতোদ্ভব শ্রীবৃক্ষং মহাদেবিপ্রিয়ঃ সদা। পবিত্রন্তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলঞ্চ সুরেশ্বরি॥'' ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্বকল্যাণকারিণি॥ ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয়-জয়প্রদে। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চিতে॥ ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সন্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বম্ অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ শারদীয়ামিমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে। আজ্ঞাপয় মহাদেবি দৈত্যদর্পনিষূদিনি॥ ওঁ সংসারার্ণবদুষ্পারে সর্বাশুভবিনাশিনি। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ ওঁ যে দেবা যাশ্চ দেব্যশ্চ চলিতা যা শ্চলন্তি হি। আবাহয়ামি তান্ সর্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরি॥ ওঁ প্রাণান্ রক্ষ যশো রক্ষ পুত্রদারাধনং সদা। সর্বরক্ষাকরী যস্মা ত্বং হি দেবি জগৎপ্রিয়ে॥ ওঁ প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞে ঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্। মেনানন্দকরে দেবি সর্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে॥ ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি সর্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃণ্ময়ে শ্রীফলে ঽপি কুরু সন্নিধিম্। স্থাপিতাসি ময়া দেবি পূজাং গৃহ্ন প্রসীদ মে॥ আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দেহি দেবি নমো ঽস্তুতে। দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥ ওঁ দেবি ত্বং জগতাং মাতা সৃষ্টিসংহারকারিণি। পত্রিকাসু সমস্তাসু সন্নিধ্যমিহ কল্পয়॥ ওঁ পল্লবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুরনায়িকে। পল্লবে সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহ্ন প্রসীদ মে॥ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃণ্ময়ে শ্রীফলে ঽপি চ। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥ চণ্ডি ত্বং চণ্ডরূপাসি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বম্ অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। বিল্বপত্রকৃতাবাসে সুরতেজো মহাবলে। প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞে ঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥'' এইক্রমে আবাহনপূর্বক দেবীর প্রধান পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—তাম্রাদিপাত্রে রজতাসন রাখিয়া—''বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।'' মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণপূর্বক ''এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ

রজতাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং শ্রীভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক পাঠ করিবেন—"ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন। সস্তাশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিল্যবাসিনীম্॥ এতৎ রজতাসনং ওঁ *দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" অতঃপর করযোড়ে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ আসনং গৃহ্ণ চার্বাঙ্গি চণ্ডিকে সর্বমঙ্গলে। আসনং সর্বকার্য্যেষু প্রশস্তং ব্রহ্মনির্মিতম্॥" **স্বাগত**—কৃতাঞ্জলি পুটে স্বাগত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—ওঁ হ্রীং ভগবতি দুর্গে দেবি স্বাগতম্। সুস্বাগতম্। ওঁ যস্যা দর্শনমিচ্ছন্তি দেব্যা স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। তস্যৈ তে পরমেশানি স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে॥ ওঁ সুস্বাগতম্॥" **পাদ্য**—"বং এতস্মৈ পাদ্যোদকায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে নিবেদন করিবেন—"ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ মহাদেবি সর্বদুঃখাপহারিণি। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **অর্ঘ্য**—"বং এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ দূর্বাক্ষতসমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথাপরম্। শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে॥ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। বিল্বপত্রকৃতাবাসে গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তুতে॥ ওঁ নানাতীর্থোদ্ভবং তোয়ং কুসুমামোদশীতলম্। গৃহাণ ত্বমিদং দেবি ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥ ত্রৈলোক্যদ্ধারহেতুস্ত্বম্ অবতীর্ণা মহীতলে। দূর্বাতণ্ডুলপুষ্পৈশ্চ গৃহাণার্ঘ্যং নমো ঽস্তুতে॥ ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষো ঽর্ঘ্য) ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **আচমনীয়**—"বং এতস্মৈ আচমনীয়োদকায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥ ওঁ ইমা আপো ময়া দেবি তব পাণিতলে অর্পিতাঃ। আচাময় মহাদেবি প্রীতা শান্তি প্রযচ্ছ মে॥ ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **মধুপর্ক**—"বং এতস্মৈ মধুপর্কায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ এতৎ মধুপর্কং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **পুনরাচমনীয়**—"বং এতস্মৈ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥ ওঁ ইমা আপো ময়া

দেবি তব পাণিতলে ঽর্পিতাঃ। আচাময় মহাদেবি প্রীতা শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ইদম্ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **স্নানীয়**—"বং এতস্মৈ স্নানীয়োদকায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্। স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম॥ ইদং স্নানীয়োদকম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **বস্ত্র**—"বং এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ তন্তুসন্তানসংযুক্তং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা। দুর্গে দেবি ভজ প্রীতং বাসস্তে পরিধীয়তাম্॥ ইদং বস্ত্রম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **আভরণ**—"বং এতস্মৈ আভরণায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ দিব্যরত্ন সমাযুক্তা বহ্নিভানুসমপ্রভাঃ। গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরি॥ ইদম্ আভরণম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **শঙ্খ**—"বং এতস্মৈ শঙ্খাভরণায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনাপূর্বক— "ওঁ শঙ্খোঽহ্যয়ং সাগরোৎপন্নঃ করয়োর্ভূষণং তব। দীয়তে চ ময়া ভক্ত্যা গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥ ইদং শঙ্খাভরণং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **সিন্দুর**—"বং এতস্মৈ সিন্দুরায় নমঃ।" এইরূপে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ শিরোভূষণসিন্দূরং ভর্ত্তুরায়ুবিবর্দ্ধনম্। সর্বরত্নাধিকং দিব্যং সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এতৎ সিন্দূরম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **গন্ধ**—"বং এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্॥ এষ গন্ধঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **পুষ্প**—"বং এতস্মৈ পুষ্পায় নমঃ।" (পদ্ম হইলে—"বং এতস্মৈ পঙ্কজ পুষ্পায় নমঃ।") ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধং দেবনির্মিতম্। হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবি দত্তং গৃহাণ মে॥ এতৎ পুষ্পম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **বিল্বপত্র**—"বং এতস্মৈ সচন্দন বিল্বপত্রায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীবৃক্ষং মহাদেব প্রিয়ং সদা। পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি বিল্বপত্রং মহেশ্বরি॥ এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **পুষ্পমাল্য**—"বং এতস্মৈ পুষ্পমাল্যায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্প সমন্বিতম্। গন্ধচন্দনসংযুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ এতৎ পুষ্পমাল্যং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি। **বিল্বপত্রমাল্য**—"বং এতস্মৈ শ্রীফলপত্রমাল্যায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীপত্রং মহাদেবপ্রিয়ং সদা। পত্রমাল্যং

প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরি ॥ ইদম্ শ্রীফলপত্রমাল্যম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। **ধূপ**—''বং এতস্মৈ ধূপায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—''ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্য সুমনোহরঃ।আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ ধূপঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। অতঃপর ''ওঁ জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা।'' মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা ঘণ্টার পূজাপূর্বক বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইবেন এবং দক্ষিণ হস্তে ধূপ লইয়া দেবীর দৃষ্টি পর্যন্ত ঘুরাইবেন। **দীপ**—''বং এতস্মৈ দীপায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—''ওঁ অগ্নির্জ্যোতি রবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমো দুর্গে দীপো ঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ দীপঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। **অঞ্জন** (কজ্জ্বল)—''বং এতস্মৈ অঞ্জনায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—''ওঁ অঞ্জনং পরমং রম্যং নেত্রয়োর্ভূষণং মহৎ। গৃহাণ বরদে দুর্গে প্রসীদ বরবর্ণিনি ॥ ইদম্ অঞ্জনম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। **নৈবেদ্য**—''বং এতস্মৈ সোপকরণ মিষ্টান্ন আমান্ন নৈবেদ্যায় নমঃ।'' মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—''ফট্'' মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্বক চক্রমুদ্রা দ্বারা অভিরক্ষা করিয়া নৈবেদ্যোপরি ''ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্র আটবার জপপূর্বক ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া ''এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং ভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে কুশোদক দিয়া—''ওঁ নানাগন্ধ সমাযুক্তং নানাবস্তু বিভূষিতম্। নানাফল সমাযুক্তং নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ স্বাহা।'' মন্ত্র পাঠান্তে ''ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।'' মন্ত্রে জল গণ্ডূষ দিয়া গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া—''ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ আপনায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা।'' মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া নৈবেদ্যে তত্ত্বমুদ্রা দেখাইবেন। পিষ্টক—''বং এতস্মৈ পিষ্টকায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—''ওঁ অমৃতৈ রচিতং দিব্যং নানাগন্ধমনোহরম্। পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভক্তিতঃ ॥ ইদম্ পিষ্টকং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি মন্ত্রে নিবেদন করিয়া নৈবেদ্য দানের ন্যায় নিবেদন এবং গ্রাসমুদ্রাদি দেখাইবেন।

আমান্ন—''বং এতস্মৈ আমান্নায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—''ওঁ আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং ফলতাম্বুল-সংযুতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ইদম্ আমান্নম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। মোদক—''বং এতস্মৈ মোদকায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনান্তে—''ওঁ মোদকং স্বাদসংযুক্তং শর্করাদিবিনির্মিতম্। সুরসং মধুর ভোজ্যং দেবি ত্বং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতন্মোদকং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। লড্ডুক—''বং এতস্মৈ লড্ডুকায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনান্তে—''ওঁ লড্ডুকং পরমং স্বাদু নানারূপবিনির্মিতম্। সুমিষ্টং শোভনং দেবি তদেতৎ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতৎ লড্ডুকং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। **পানার্থোদক**—''বং এতস্মৈ পানার্থোদকায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনান্তে—''ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্। পানার্থং তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ হরবল্লভে ॥ এতৎ পানার্থোদকং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। অতঃপর ''ওঁ অমৃতপিধানমসি স্বাহা।'' মন্ত্রে জলগণ্ডূষ দিবেন। **পুনরাচমনীয়**—''বং এতস্মৈ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনান্তে—''ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয় ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ''ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। **তাম্বুল**—''বং এতস্মৈ তাম্বুলায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনান্তে—''ওঁ তাম্বুলং শোভনং দেবি কর্পূরাদি-সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতত্তাম্বুলং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। **অষ্টোত্তর শতদূর্বা**—''বং এতস্মৈ অষ্টোত্তর শতদূর্বায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনান্তে—''ওঁ নমস্তে সর্বগে দেবি নমস্তে সুখমোক্ষদে। দূর্বা গৃহাণ দেবি ত্বং মাং নিস্তারয় কিল্বিষাৎ ॥ এতান্ অষ্টোত্তর শত দূর্বান্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ'' ইত্যাদি। অতঃপর পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান করিবেন। যথা—''ওঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। এষ সচন্দন পুষ্প-দূর্বা- বিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।'' এই মন্ত্র প্রতিবার পাঠান্তে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া, পুনরায় ''হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস, ''হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া ''হ্রীং'' মন্ত্রে প্রাণায়ামপূর্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র ''হ্রীং'' অথবা ''ঐং হ্রীং শ্রীং'' জপ করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে একগণ্ডূষ সামান্যার্ঘ্যের জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া দেবীর অধঃ বামহস্তের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবেন। মন্ত্র—''ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মাৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি

তৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥'' অতঃপর—''ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অতঃপর প্রতিমাস্থ দেবতাগণের পূজা করিবেন।

প্রতিমাস্থদেবতা পূজা—সর্বাগ্রে **গণেশের** পূজা করিবেন। অঙ্গন্যাস যথা—''গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গুং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুং। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। গঃ অস্ত্রায় ফট্।'' করন্যাস—''গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। গুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈং অনামিকাভ্যাং হুং। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ অস্ত্রায় ফট্।'' অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—''ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥'' ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্বক পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পুনর্ধ্যান পূর্বক — ''ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ''ওঁ গাং গণেশায় নমঃ'' মন্ত্রে যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥'' অতঃপর **শিবপূজা**—''ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মং শিখায়ৈ বষট্। শিং কবচায় হুং। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।'' এইরূপে—''ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুং। বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।'' এইরূপে অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে ন। যথা—''ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥'' ''এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' এইরূপে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥''

লক্ষ্মীপূজা—''শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।'' মন্ত্রে করন্যাস, ''শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।'' মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। যথা—''ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার ভূষিতাম্। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥'' ''এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।'' এইরূপে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক, পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। যথা—''ওঁ নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বং প্রাপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চনাৎ॥'' মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্বতঃ পাহি মাং নিত্যং মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥''

সরস্বতী পূজা—''সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।'' মন্ত্রে করন্যাস এবং ''সাং হৃদয়ায় নমঃ।'' মন্ত্রে অঙ্গন্যাসপূর্বক ধ্যান করিবেন। যথা—''ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতিং শুভ্রকান্তি, কুচভরণমিতাঙ্গি সন্নিষণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনিপুস্তক শ্রীঃ, সকলবিভবসিদ্ধৈঃ পাতু বাগ্দেবতা নঃ ॥'' ''এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রার্থনা করিবেন। যথা—''ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গবেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥'' অতঃপর প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে ॥''

কার্ত্তিকেয় পূজা—''কাং হৃদয়ায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস এবং ''কাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস করিয়া, ধ্যান করিবেন—''ওঁ কার্তিকেয় মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্॥ দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্। প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্॥'' এইরূপে ধ্যানান্তে—''ওঁ কার্তিকেয় মহাভাগ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। দেবসেনাপতে শ্রীমন্ সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ কার্তিকেয় সমাগচ্ছ স্বকীয়স্থানকাদীয়। পার্বতীসুত তিষ্ঠ ত্বং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ ভগবন্ কার্ত্তিকেয় ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'' এইরূপে আবাহনপূর্বক— ''ওঁ কাং কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ।'' মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগ দৈত্যদর্পনিসূদন। প্রণতে ঽহং মহাবাহো নমস্তে শিখিবাহন॥ রুদ্রপুত্র নমস্তুভ্যং শক্তিহস্তবরপ্রদ। ষাণ্মাতুর মহাভাগ তারকান্তকরং প্রভো॥ মহাতপস্বী ভগবান পিতর্মাতু প্রিয়ঃ সদা। দেবানাং যজ্ঞরক্ষার্থং জাতস্ত্বং গিরিশিখরে॥ শৈলাত্মজায়াং আত্মজং শিবস্তুভ্যং নমো নমঃ॥''

মহিষাসুরের পূজা (ধ্যান)—"ওঁ কৃপাণচর্মপাণিঞ্চ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটং তথা। শূলনির্ভিন্নতনুং শ্যাম রক্তাক্ষং মহিষাসুরম্॥" "ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিবেন।

সিংহপূজা (ধ্যান)—ওঁ দেব্যাঃ পাদতলে সংস্থং গজমুণ্ডবিনাশনম্। দৈত্যরক্তাক্তবদনং ধ্যায়েৎ সিংহং নখায়ুধম্।" "ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুং ফট্ নমঃ।" এই মন্ত্রে সিংহের পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ সিংহ ত্বং সর্বজন্তুনামধিপোঽসি মহাবল। পার্বতীবাহন শ্রীমন্ বরং দেহি নমোঽস্তুতে॥ ওঁ আসনঞ্চাসি দুর্গায়া নানালঙ্কার-ভূষিতম্। মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশ সিংহাসন নমোঽস্তুতে॥ ওঁ তপ্তখেটককেশাগ্র জ্বলৎপাবকলোচন। বজ্রাধিকনখস্পর্শ দিব্যসিংহ নমোঽস্তুতে॥

ময়ূরের পূজা—"ওঁ ময়ূরায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ নানাচিত্র বিচিত্রাঙ্গ গরুড়াজ্জননং তব। অনন্ত শক্তিসংযুক্ত কালাহির্ভক্ষণং তব॥ গরুড়স্ত্বং মহাভাগ অতস্ত্বাং প্রণমাম্যহম্॥"

মূষিকের পূজা—"ওঁ মূষিকায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ বৃষাকার মহাভাগ বৃষরূপ মহাবল। কর্মরূপবৃষ ত্বং হি গণেশস্য চ বাহনম্॥"

জয়ার পূজা ঃ (দেবীর বামে)—"ওঁ জয়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে জয়ার আবাহনপূর্বক "ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ তপ্তকাঞ্চন সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং লোললোচনাং। কটাক্ষ-বিশিখোপেতাং দিগম্বর পরিচ্ছদাম্।দিব্যাভরণসংযুক্তাং ধ্যায়েৎ সিদ্ধি প্রদায়িনীং॥"

বিজয়ার পূজা ঃ (দেবীর দক্ষিণে)—"ওঁ বিজয়ে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিজয়ার আবাহনপূর্বক— "ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ দলিতাঞ্জন সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণাম্। কটাক্ষবিশিখোদ্দীপ্তাং অঞ্জনাঙ্কিত লোচনাম্॥ দিব্যাম্বরপরিধানাং নানারত্নবিভূষিতাম্। ধ্যায়েত্তাং বিজয়াং নিত্যং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িমনীম্॥"

অতঃপর নবপত্রিকার পূজা করিবেন।

নবপত্রিকা পূজা—নবপত্রিকার সম্মুখে গন্ধাদির দ্বারা গণেশের পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ এহি দুর্গে মহাভাগে পবিত্রারোপণং কুরু। তব স্থানমিদং মর্ত্যে শরণং ত্বাং ব্রজাম্যহম্॥১॥" **রম্ভা ঃ** ধ্যান—"ওঁ রম্ভাঞ্চ দ্বিভুজাং পীতাং শূলপুস্তকধারিণীম্। রম্ভারূপম্ মে দেবি শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে॥" "ওঁ হ্রীং রম্ভাধিষ্ঠাত্রি ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ" ইত্যাদিক্রমে দশোপচার বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। রম্ভারূপেণ সর্বত্র শান্তিং কুরু নমো ঽস্তুতে॥" "ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিবেন ॥২॥" **কচী ঃ** (ধ্যান)—"ওঁ খড়্গশূলাঙ্কুশধরমভয়ং দধতীং করৈঃ। মহিষাসুরযুদ্ধে ত্বং কচী রূপাসি সুব্রতে। মমচানুগ্রহার্থায় আগচ্ছ মম মন্দিরম্॥" "ওঁ হ্রীং কচ্যধিষ্ঠাত্রি কালিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং কচ্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কালিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ মহিষাসুর যুদ্ধেষু কচী ভূতাসি সুব্রতে। মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে॥ ওঁ কচ্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কালিকায়ৈ নমঃ॥ ৩ ॥" **হরিদ্রা ঃ** (ধ্যান)—"ওঁ দ্বিভুজাং পীতবসনাং ত্রিনেত্রাং খড়্গধারিণীং। মহিষস্থাং বিশালাক্ষী-মম্বরং বামহস্তকে।" "ওঁ হ্রীং হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং হরিদ্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ হরিদ্রে বরদে দেবি উমারূপাসি সুব্রতে। মম বিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥ ওঁ হ্রীং হরিদ্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ৪ ॥" **জয়ন্তী ঃ** (ধ্যান)—"ওঁ জয়ন্তীং রক্তবসনাং পীতাঞ্চ মুণ্ডমালিনীম্। শূলচক্রধরাঞ্চৈব সর্বালঙ্কারভূষিতাম্॥" "ওঁ হ্রীং জয়ন্ত্যধিষ্ঠাত্রি কার্ত্তিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক— "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং জয়ন্ত্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কার্ত্তিক্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ নিশুম্ভশুম্ভমথনে সেন্দ্রৈর্দেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি ত্বম্ অস্মাকং বরদা ভব॥ ওঁ হ্রীং জয়ন্ত্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কার্ত্তিক্যৈ নমঃ॥ ৫॥ **বিল্ব ঃ** (ধ্যান)—"ওঁ বিপদ্ধন্ত্রীঞ্চ দ্বিভুজাং মহাবৃষভবাহিনীম্। শ্বেতামভীতিবরদাং বিল্বরূপাং বিচিন্তয়েৎ॥ ওঁ হ্রীং বিল্বাধিষ্ঠাত্রি শিবে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক— "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষো বিল্ববৃক্ষ নমোঽস্তুতে॥ ওঁ হ্রীং বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ॥ ৬॥" **দাড়িম্ব ঃ** (ধ্যান)—"ওঁ দাড়িমীং পত্রিকারক্তাং রক্তাভরণভূষিতাম্।

রক্তবস্ত্রধরাং সৌম্যামর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাম্॥ চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং মহিষোপরিসংস্থিতাম্। খড়্গচর্মধরাং স্কন্ধে বামেনোৎপলভূষিতাম্॥ ওঁ হ্রীং দাড়িম্যধিষ্ঠাত্রি রক্তদন্তিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক—''এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং দাড়িম্যধিষ্ঠাত্র্যৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে। উমাকার্য্যকরী যস্মাদ্‌ অস্মাকং বরদা ভব। ওঁ হ্রীং দাড়িম্যধিষ্ঠাত্র্যৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ॥ ৭ ॥'' **অশোকঃ** (ধ্যান)—''ওঁ অশোকপত্রিকাং রক্তাং সিন্দূরারুণবিগ্রহাম্। বাণচাপধরাং সৌম্যাং পদ্মস্থাং নাগবাহনাম্॥ ওঁ হ্রীং অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকহারিণী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক—''এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকহারিণ্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ হরপ্রীতিকরো বৃক্ষোহ্যশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মান্মামশোকং সদা কুরু॥ ওঁ হ্রীং অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকহারিণ্যৈ নমঃ॥ ৮ ॥'' **মানঃ** (ধ্যান)—''ওঁ শ্যামাঙ্গীং মানপীঠস্থাঞ্চ নীলনীরজবারিণীম্। মহিষস্থাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কন্যাধ্বজেন চার্চয়েৎ॥'' ধ্যানান্তে—''ওঁ হ্রীং মানাধিষ্ঠাত্রি চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক—''এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং মানাধিষ্ঠাত্র্যৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ যস্য পত্রে বসেদ্দেবী মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহ্ন প্রসীদ মে॥ ওঁ হ্রীং মানাধিষ্ঠাত্র্যৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥ ৯ ॥'' **ধান্যঃ** (ধ্যান)—''ওঁ ধান্যবৃক্ষে নিমগ্নাঞ্চ দ্বিভুজাং শ্বেতবিগ্রহাম্। শ্বেতপদ্মোপবিষ্টাঞ্চ বরাভয়করাং শুভাম্॥'' ধ্যানান্তে—''ওঁ হ্রীং ধান্যাধিষ্ঠাত্রি লক্ষ্মী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—''এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং ধান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্মিতং পুরা। উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা॥ ওঁ হ্রীং ধান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ॥ ১০ ॥'' অতঃপর—''ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিনি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক—''এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি॥ ওঁ ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম। আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমম্॥ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥'' অতঃপর আবরণ পূজা করিবেন।

আবরণ পূজা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।'' এইক্রমে—আদিতে ''ওঁ'' অন্তে ''নমঃ'' যোগে পূজা করিবেন। যথা—''একাদশ রুদ্রেভ্যঃ বিষুবাদি সংক্রান্তিভ্যঃ, অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেভ্যঃ, বিষ্কুম্ভাদিযোগেভ্যঃ, সপ্তাদিবারেভ্যঃ, দিনরাত্রিপক্ষমাসেভ্যঃ, বটাদিবৃক্ষেভ্যঃ, ব্রহ্মপুত্রাদিনদেভ্যঃ, গঙ্গাদিনদীভ্যঃ, অনন্তাদিনাগেভ্যঃ, গ্রাম্যদেবতায়ৈ, গৌতমাদিঋষিভ্যঃ, ষোড়শমাতৃকাভ্যঃ, কাশ্যাদিক্ষেত্রেভ্যঃ, চতুর্বেদেভ্যঃ, দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ, অষ্টবসুভ্যঃ, অস্ত্রেভ্যঃ, সর্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্বাভ্যো দেবীভ্যঃ॥'' অতঃপর দেবীর ষড়ঙ্গপূজা করিবেন।

দেবীর ষড়ঙ্গপূজা—''এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ শিরসে স্বাহা নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ কবচায় হুং নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ॥''

বলিপ্রকরণ

বলি লক্ষণম্

শঙ্করোবাচ—দ্বিবিধো বলিরাখ্যাতঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা। সত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদি বর্জিতঃ॥ রাজসো মাংসরক্তাদিযুক্তঃ স প্রোচ্যতে প্রিয়ে॥

শঙ্কর বলিলেন—হে প্রিয়ে! বলি দ্বিবিধ প্রকার। যথা—সাত্ত্বিক এবং রাজসিক। সাত্ত্বিক বলি মাংস-রক্তাদি বর্জিত, রাজস বলি মাংস- রক্তাদিযুক্ত জানিবে।

ত্রিবিধোঃ বলয়ঃ প্রোক্তা উত্তমাধমমধ্যমাঃ। উত্তমশ্চোত্তমং দদ্যান্মধ্যমো মধ্যমস্তথা॥ অধমঃ কথ্যতে দেবি অধমেঽপ্যধমাগতিঃ।

হে দেবি! বলির পশু ত্রিবিধ প্রকার, উত্তম, অধম এবং মধ্যম। উত্তম বলি প্রদানে উত্তম গতিলাভ, মধ্যম বলি প্রদানে মধ্যম গতিলাভ এবং অধম বলি প্রদানে অধম গতিলাভ হয়।

একেন বলিদানেন চতুর্বর্গমবাপ্নুয়াৎ। বহুভির্বলিদানৈস্তু পরমব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥

একটি মাত্র বলিদানে চতুর্বর্গ লাভ হয়। বহু বলিদানে পরমব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে।

বর্ণভেদে বলির জাতি নির্ণয়—শ্বেতঞ্চ ছাগলঞ্চৈব ব্রাহ্মণস্য বিশিষ্যতে। রক্তং শ্বেতং ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য গৌর মেব চ। নানাবর্ণং হি শূদ্রস্য সর্বেষামঞ্জনপ্রভং॥

শ্বেতবর্ণের ছাগ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। রক্ত বা রক্ত-শ্বেতবর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিবে। গৌরবর্ণের ছাগ বৈশ্য জাতি বলিয়া জানিবে। শূদ্রজাতীয় ছাগ নানাবর্ণের হইয়া থাকে। আবার কৃষ্ণবর্ণের ছাগ সর্বজাতির হয়। কৃষ্ণবর্ণের ছাগ বলিতে উত্তম বলিয়া জানিবে।

অথ বলিদোষাঃ—কৃশেশ্চাপি ভবেদ্রোগী বালে বালকনাশনং। অঙ্গহীনে চ দারিদ্র্যং অধিকাঙ্গে হরেদ্ভয়ং॥ শিরষ্টিকে হতো মন্ত্রী তাম্রপৃষ্ঠে হতশ্রিয়ঃ। পুচ্ছহীনে ভবেন্মৃত্যুর্ঘণ্টাগ্রীবে হতায়ুষঃ॥

কৃশ অর্থাৎ রোগযুক্ত পশু বলিতে রোগ হয়। শিশুছাগ বলিতে বালকনাশ হয়। অঙ্গহীন পশু বলি দিলে দারিদ্র্য, অধিকাঙ্গ পশুতে ভয়, মস্তকে ক্ষতাদিযুক্ত পশু বলিদানে হত হয়। তাম্রবর্ণ পৃষ্ঠযুক্ত পশু বলিদানে হতশ্রী হয় এবং লাঙ্গুল হীন পশু বলি দিলে দাতার মৃত্যু হয়।

অথরুধির পাত্রং—রজতং মৃণ্ময়ং কাংস্যং রৈত্যং কাষ্ঠময়ং তথা। প্রশস্তং রুধিরা লোকে দারুলৌহময়ং ত্যজেৎ॥

রৌপ্যপাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, কাংস্যপাত্র, পিত্তলপাত্র রুধির-পাত্ররূপে প্রশস্ত। কাষ্ঠ এবং লৌহপাত্র শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।

ছাগবলি বিধি—সুলক্ষণ ছাগপশুকে স্নান করাইয়া সিন্দুর-মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দেবীর সম্মুখে পূর্বাস্যে রাখিয়া—"ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে পশুকে অবলোকন পূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা করতোয়া সরস্বতী। কাবেরী চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুভৈরবসাগরাঃ॥ অজস্নানে মহেশানি সন্নিধ্যমিহ কল্পয়॥ ওঁ পৃষ্ঠে পুচ্ছে ললাটে কর্ণয়োর্জঙ্ঘয়োস্তথা। মেঢ্রে চ সর্বগাত্রেষু মুঞ্চন্তু পশুদেবতাঃ॥" অতঃপর কুশোদক দ্বারা ছাগপশুকে অভ্যুক্ষণ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত, স এতৎ লোকমজয়দ যস্মিনগ্নিঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ। ওঁ বায়ুঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত স এতৎ লোকমজয়দ্, যস্মিন্ বায়ুঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ। ওঁ সূর্য্যঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত স এতৎ লোকমজয়দ্, যস্মিন্ সূর্য্যঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ॥ ওঁ বাচস্তে শুন্ধামি, ওঁ চক্ষুস্তে শুন্ধামি, ওঁ নাভিস্তে শুন্ধামি। ওঁ মেঢ্রস্তে শুন্ধামি, ওঁ পায়ুস্তে শুন্ধামি, ওঁ চরিত্রস্তে শুন্ধামি, ওঁ প্রাণাংস্তে শুন্ধামি। ওঁ মনস্ত আপ্যায়তাম্, ওঁ বাকস্ত আপ্যায়তাম্, ওঁ প্রাণস্ত আপ্যায়তাম্, ওঁ চক্ষুস্ত আপ্যায়তাম্, ওঁ শ্রোত্রস্ত আপ্যায়তাম্। ওঁ যত্তে ক্রূরং যদাস্থিতং তত্তে আপ্যায়তাম্, তত্তে নিষ্ঠ্যায়তাম্। তত্তে শুধ্যতু শমোহভ্যঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং চন্দ্রমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ পশুরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং পশুং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা।" এই মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা পশুকে প্রক্ষালন করিবেন। অতঃপর পশুর কর্ণে গায়ত্রী পাঠ করিবেন—"ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে শিরচ্ছেদায় ধীমহি তন্নঃ পশুঃ প্রচোদয়াৎ।" অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে হুংকারায় চ মূর্ত্তয়ে॥ ওঁ লোকানাঞ্চ হিতার্থায় পশুঃ সৃষ্টো ময়াধুনা। প্রেক্ষিতো ভগবৎপ্রীত্যৈ মমাত্মানঞ্চ তারয়॥" অতঃপর মন্ত্র পাঠপূর্বক পশুকে বন্ধন করিবেন। যথা—"ওঁ মেধ্যাকারস্তম্ভমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয়। ওঁ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয়। ওঁ হ্রীং হুং ফট্ স্বাহা॥ সশৃঙ্গ সর্বাঙ্গাবয়বং পশুং বন্ধয় বন্ধয় ওঁ হুং ফট্ স্বাহা। সশৃঙ্গাদ্যবয়বং পশুং মোক্ষং কুরু কুরু স্বাহা॥" অতঃপর মূলমন্ত্রে দেবীকে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিবেন। যথা—"এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপারিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ॥" এইমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া, পশুর শৃঙ্গে সিন্দুর তিলক দিয়া পশুর পূজা করিবেন। যথা—"এতৎ পাদ্যং ওঁ ছাগপশবে নমঃ। ইদমর্ঘ্যং ওঁ ছাগপশুবে নমঃ।"

ইদম্ আচমনীয়ম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এতৎ পানার্থম ওঁ ছাগ পশবে নমঃ।'' মন্ত্রে দশোপচারে পূজাপূর্বক পশুর দেবতাগণের পূজা করিবেন। যথা—(শিরসি)—''ওঁ রুধির বদনায়ৈ নমঃ।'' (ললাটে)—''ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।'' (ভ্রূমধ্যে)—''ওঁ ভৃঙ্গায়ৈ নমঃ।'' (চক্ষুর্দ্বয়ে)—''ওঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ।'' (কর্ণদ্বয়ে)—''ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ।'' (নাসিকায়)—''ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ।'' (চিবুকে)—''ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।'' (দন্তপংক্তৌ)—''ওঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।'' (জিহ্বায়)—''ওঁ চণ্ডঘণ্টায়ৈ নমঃ।'' (মুখে)—''ওঁ বিরূপাক্ষায়ৈ নমঃ।'' (গ্রীবায়)—''ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ।'' (পৃষ্ঠে)—''ওঁ মহাভৈরব্যৈ নমঃ।'' (উদরে)—''ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ।'' (চতুষ্পদে)—''ওঁ চণ্ডপ্রিয়ায়ৈ নমঃ।'' (খুরাগ্রে)—''ওঁ কৌশিক্যৈ নমঃ।'' (পুচ্ছে)—''ওঁ প্রহর্ষিণ্যৈ নমঃ।'' (সর্বাঙ্গে)—''ওঁ পশ্বধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো নমঃ।'' এইরূপে পূজাপূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন।

উৎসর্গ বাক্য—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুক তিথৌ বর্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পারার্থে অমুক—গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামনয়া ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতম্ দুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে।'' (পরার্থে—''ঘাতয়িষ্যামি'')। এইরূপে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ পশুরুৎপাদিতো দৈবৈযজ্ঞার্থে চ বিধানতঃ। ইদানীঞ্চ মহোৎসাহে ছেত্তব্যো ঽসি ময়া পুনঃ॥ ওঁ ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ প্রণমামি ততঃ সর্বরূপিণম্ বলিরূপিণম্॥ ওঁ চণ্ডিকা প্রীতিদানেন দাতুরাপদ্ বিনাশনে। চামুণ্ডাবলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ॥ দেবতাপ্রীতিহেতুস্ত্বং স (স্ব) সমাংসরুধিরৈঃ সদা। দাতুরাপদ্ বিনাশায় ছাগলায় নমো নমঃ॥ ওঁ পশুযোনিপ্রসুতো ঽসি পূজাহোমাদি কর্মসু। তুষ্টা ভব সা দেবি সমাংসরুধিরৈস্তব॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনম্। অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধো ঽবধঃ॥'' অতঃপর পাঠ করিবেন—''ওঁ হিলি হিলি কিলি কিলি (বহুরূপধরায়ৈ) পশুরূপচণ্ডিকায়ৈ হুং হুং স্ফেং স্ফেং ইমং পশুং প্রদর্শয় স্বর্গং নিযোজয় মুক্তিং প্রযোজয় ওঁ হ্রীং হুং ফট্ স্বাহা॥'' অতঃপর খড়্গ পূজা করিবেন।

খড়্গপূজা—চন্দন দ্বারা অথবা সিন্দূর দ্বারা খড়্গের দক্ষিণে ''ঐং হ্রীং শ্রীং'' বীজত্রয় লিখিয়া ধ্যান করিবেন। যথা—''ওঁ কৃষ্ণং পিনাকপাণিঞ্চ কালরাত্রি স্বরূপিণম্। উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনম্॥ রক্তাম্বরধরঞ্চৈব পাশহস্তং কুটুম্বিনম্। পীয়মানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্যসংস্থিতম্॥'' এইরূপ খড়্গের ধ্যান করিয়া—''ওঁ রসনাত্বং চণ্ডিকায়াঃ সুরলোক প্রসাধকঃ।'' মন্ত্রে খড়্গকে অভিমন্ত্রিত করিয়া—''ওঁ আং হ্রীং হ্রুং, ফট্ খড়্গায় নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। যথা—''ওঁ আং হ্রীং হ্রুং, ফট্ খড়্গায় নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা খড়্গের পূজান্তে (খড়্গমূলে)—''ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।'' (অগ্রে)—''ওঁ রুদ্রায় নমঃ।'' (মধ্যে)—''ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ।'' (পার্শ্বে)—''ওঁ কালযমাভ্যাং নমঃ।'' মন্ত্রে পূজাপূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোঽস্ততে॥ ইত্যষ্টৌ তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা। নক্ষত্রং কৃত্তিকা তুভ্যং গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ॥ হিরণ্যঞ্চ শরীরং তে ধাতা দেবো জনার্দন। পিতা পিতামহো দেব ত্বং মাং পালয় সর্বদা॥ নীলজীমূত সঙ্কাশস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ কৃশোদরঃ। ভাবসুদ্ধো মর্ষণঞ্চ অতিতেজোস্তথৈব চ॥ ইয়ং যেন ধৃতা ক্ষৌণী হতশ্চ মহিষাসুরঃ। তীক্ষ্ণধারায় শুদ্ধায় তস্মৈ খড়্গায় তে নমঃ॥ ওঁ খড়্গায় খরশানায় শক্তিকার্য্যার্থ তৎপরঃ। পশুচ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমো ঽস্ততে॥'' অতঃপর স্তম্ভপূজা করিবেন।

স্তম্ভপূজা—স্তম্ভে সিন্দূরাদি দিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—''এষ গন্ধঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।'' ''এতৎ পুষ্পম্ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।'' ''এষ ধূপঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।'' ''এষ দীপঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।'' ''ইদং নৈবেদ্যম্ (অক্ষত) ওঁ স্তম্ভায় নমঃ॥'' পূজাপূর্বক—''আং হ্রীং ফট্'' মন্ত্রে খড়্গগ্রহণ পূর্বক—''ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহ দণ্ডায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্র পাঠান্তে—''ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ইমং পশুং মোক্ষং কুরু কুরু স্বাহা'' মন্ত্রে পশুর স্কন্ধে খড়্গস্পর্শ করাইয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—''ওঁ রক্ষার্থং বন্ধনহো ঽসি মুক্তয়ে মোচিত ময়া। দেব্যা প্রীতিং সমুৎপাদ্য স্বর্গং গচ্ছ পশুত্তম॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনম্। যজ্ঞস্য মরণে ত্বং হি ধ্রুবং গত্বা ত্রিপিষ্টপম্॥ খড়্গাঘাতমহাদুঃখং বিনির্জিতং পশূত্তম। দেবীবর প্রসাদেন মমাত্মাঞ্চ তারয়॥'' অতঃপর দেবীর সম্মুখে করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে। ছাগলেন বলিং দেবিং প্রযচ্ছামি প্রসীদ মে॥'' অতঃপর—''ওঁ হ্রীং হ্রীং কালি কালি বিকটদংষ্ট্রে স্ফেঁ স্ফেঁ ফেৎকারিণি খাদয় খাদয় ছেদয়

ছেদয় সর্বদুষ্টান্ মারয় মারয় ছাগং খড়্গোন ছিন্ধি ছিন্ধি কিলি কিলি চিকি চিকি পিব পিব রুধিরং স্ফেং স্ফেং কিরি কিরি কালিকায়ৈ নমঃ।'' অতঃপর এক আঘাতে ছেদন করিবেন।★

অতঃপর রজতপাত্র (রৌপ্যপাত্র), কাংস্যপাত্র, রৈত্য (পিত্তল) পাত্র অথবা নব মৃণ্ময়পাত্রে রুধির ও মাংস লইয়া তাহাতে সৈন্ধব, কদলী, শর্করা ও মধু দিয়া দেবীর বামে স্থাপনপূর্বক ছাগমুণ্ড সম্মুখে ভাগে রাখিয়া তাহাতে ঘৃত দীপ জ্বালিয়া পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ ঐং দিব্যপালকং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মহাতৃপ্তিং কুরু কুরু স্বাহা॥'' অতঃপর—''ওঁ সপ্রদীপচ্ছাগপশু শীর্ষ বলয়ে নমঃ'' মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণপূর্বক, উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে ছাগশীর্ষে কুশোদক দিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামনয়া এষ সপ্রদীপচ্ছাগপশুশীর্ষবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।''

অতঃপর রুধির দ্বিভাগ করিয়া এক ভাগকে চারি ভাগ করিয়া (অগ্নিকোণে)—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিদারিকায়ৈ নমঃ। এষ রুধির বলি ওঁ বিদারিকায়ৈ নমঃ।'' (নৈর্ঋতে)—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পাপরাক্ষস্যৈ নমঃ। এষ রুধির বলি ওঁ পাপরাক্ষস্যৈ নমঃ।'' (বায়ুকোণে)—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুতনায়ৈ নমঃ। এষ রুধির বলি ওঁ পুতনায়ৈ নমঃ।'' (ঈশানে)—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ। এষ রুধির বলি ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ।'' অতঃপর একভাগ অর্চনা করিয়া দেবীকে দিবেন। যথা—''এতস্মৈ ওঁ সমাংসরুধির বলয়ে নমঃ।'' এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে কুশোদকে অভ্যুক্ষণ পূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিয়া দেবীকে উৎসর্গ করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ

★ পূর্বাভিমুখং বলিং স্বয়মুত্তরামুখঃ উত্তরাভিমুখং বলিং স্বয়ং পূর্বাভিমুখো বা সকৃৎ প্রহারেণ ছিন্দ্যাৎ।—পূর্বমুখে বলি থাকিলে ছেত্তা উত্তরাভিমুখে এবং বলি উত্তরাভিমুখে থাকিলে ছেত্তা পূর্বমুখে থাকিবে। স্বয়ং বলি কর্মে অসমর্থ হইলে—উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা এক আঘাতে ছেদন করাইবেন।

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য—শ্রীঅমুকস্য) শ্রীভগবদ্দুর্গাদেবী প্রীতিকামনয়া এষ সমাংসরুধিরবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া—''ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং কৌশিকী রুধিরেণাপ্যায়তাম্।'' মন্ত্র পাঠপূর্বক করযোড়ে প্রণাম মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে মধুমাংস বলিপ্রিয়ে। বলিং গৃহ্ণ মহাদেবি পশুরক্তসমাংসকম্॥ ওঁ জয় ত্বং সর্বভূতেশে সর্বভূত সমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যো বলিং ভুঙ্ক্ষ্ব নমো ঽস্তুতে॥ ওঁ আহবে রুধিরাকাঙ্ক্ষি বলিং গৃহ্ণ প্রসীদ মে। সমরে শত্রুসঙ্ঘাতে বিজয়ে চার্থসিদ্ধয়ে॥ ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে দৈত্যদর্প-নিষূদিনি। ছাগলেন বলিং দদ্মি গৃহাণ হরবল্লভে॥ ইমং ছাগবলিং দেবি গৃহীত্বা কালরাত্রিকে। প্রীতা ভব মহাকালি রক্ষ মাং দেবি চণ্ডিকে॥'' —ইতি ছাগোৎসর্গ।

সংক্ষেপ বলিদান—(ছাগোৎসর্গ) সুলক্ষণ পশুকে স্নান করাইয়া দেবতার সম্মুখে পূর্বমুখে স্থাপন করিয়া স্বয়ং উত্তরাস্যে বসিয়া পশুকে অবলোকনপূর্বক কুশোদকে অভ্যুক্ষণ পূর্বক—''এষ গন্ধ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ পুষ্প ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ।'' মন্ত্রে অক্ষত দিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মমভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ সর্ব-রূপিণং বলিরূপিণম্॥ ওঁ চণ্ডিকা প্রীতিদানেন দাতুরাপদ্বিনাশনে। বৈষ্ণবীবলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যদ্য, তস্মাদ্ যজ্ঞে বধো ঽবধঃ॥'' অতঃপর—''ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং'' মন্ত্রে পশুকে শিবরূপী চিন্তা করিয়া পশুর মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া মহাবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) অভীষ্ট ফলকামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং শ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)।'' মন্ত্র পাঠান্তে পশুর মস্তকে কুশোদক দিবেন। অতঃপর খড়্গপূজা করিবেন।

খড়্গপূজা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ খড়্গায় নমঃ।'' মন্ত্রে পূজাপূর্বক—''ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমো ঽস্তুতে॥''

মন্ত্র পাঠান্তে খড়্গকে প্রণাম করিবেন। অনন্তর—"ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।" মন্ত্রে স্তম্ভের পূজা করিয়া "আং হ্রীং ফট্।" মন্ত্রে খড়্গধারণ করিয়া পূর্বমুখে বলি, স্বয়ং উত্তরমুখ অথবা উত্তরমুখ বলি স্বয়ং পূর্বমুখ হইয়া এক আঘাতে ছেদন করিবেন। স্বয়ং বলিকরণে অশক্ত হইলে পশুস্কন্ধে খড়্গ স্পর্শ করাইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা ছেদন করাইবেন।

অতঃপর মৃণ্ময়াদি পাত্রে রুধির, মাংস, জল, সৈন্ধব, কদলী, শর্করা-মধু সংযুক্ত করিয়া দেবীর বামভাগে স্থাপনপূর্বক—"ওঁ এতস্মৈ সমাংস রুধির বলয়ে নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) দশবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া এষ সমাংস ছাগরুধিরবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং কৌশিকী রুধিরেণাপ্যায়তাম্॥" মন্ত্র পাঠ করিয়া ছাগমুণ্ডে ঘৃত দীপ জ্বালিয়া দেবীর সম্মুখে স্থাপনপূর্বক—"ওঁ এতস্মৈ সপ্রদীপ ছাগশীর্ষায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া উৎসর্গ মন্ত্র পাঠপূর্বক কুশোদকদ্বারা উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা মম (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীদুর্গাদেব্যা দর্শনাদিজনিত পুণ্যাধিক পুণ্য-প্রাপ্তি-কামনয়া এষ সপ্রদীপচ্ছাগশীর্ষবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রী দুং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ জয় ত্বং সর্বভূতেশে সর্বভূত-সমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যো বলিং ভুঙ্ক্ষ্ব নমো হস্ততে॥ অতঃপর খড়্গস্থ রুধির লইয়া—"ওঁ যং যং স্পৃশ্যামি পাদেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা। স স মে বশ্যতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা॥" মন্ত্রে আপন ললাটে তিলক করিবেন।—ইতি সংক্ষেপ বলিদানম্।"

মেষোৎসর্গ—মন্ত্র সমস্তই ছাগোৎসর্গের ন্যায় হইবে। শুধুমাত্র "ছাগপদ" স্থানে "মেষপদ", "বহ্নিদৈবতং" স্থানে "বরুণদৈবতং" এবং "দশবর্ষ" স্থানে "একবর্ষ" প্রয়োগ করিবেন। "ছাগেন" স্থানে "মেষেণ" বলিবেন।

মহিষোৎসর্গ—মহিষকে সম্মুখে আনিয়া স্বয়ং উত্তরাস্যে এবং স্তম্ভ পূর্বাভিমুখে রাখিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে (পরমেষ্টিনে) হুঁকারায় চ (ত্রি) মূর্তয়ে॥" অতঃপর—"ওঁ হ্রুং অস্ত্রায় ফট" মন্ত্রে মহিষকে স্তম্ভে বন্ধন করিবনে। মন্ত্র, যথা—"ওঁ মেধ্যাকার স্তম্ভমধ্যে মহিষং বন্ধয় বন্ধয়, ব্রহ্মাগুখগুরূপিণং মহিষং বন্ধয় বন্ধয়॥ সশৃঙ্গসর্বাবয়বসহিতং পশুং বন্ধয় বন্ধয় হুঁ ফট্ স্বাহা।" অতঃপর মহিষের স্নানার্থ জলে তীর্থ আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা করতোয়া সরস্বতী। কাবেরী চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুভৈরব সাগরাঃ॥ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। মহিষস্নানে মহেশানি সন্নিধ্যমিহ কল্পয়॥" অতঃপর বৈদিক মন্ত্রে কুশোদকদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন।

যথা—"ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীৎ তেনা যজন্ত স এতং লোকমজয়দ্, যস্মিনগ্নিঃ স তে লোক ভবিষ্যতি, ত্বং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ। ওঁ বায়ু পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত স এতং লোকমজয়দ্, যস্মিন বায়ু স তে লোকো ভবিষ্যতি ত্বং জেষ্যাসি পিবৈতা অপঃ। ওঁ বাচন্তে শুন্ধামি, ওঁ প্রাণন্তে শুন্ধামি, ওঁ চক্ষুন্তে শুন্ধামি, ওঁ পায়ুন্তে শুন্ধামি, ওঁ মেঢ্রন্তে শুন্ধামি। ওঁ বাকস্ত আপ্যায়তাম্। ওঁ মনস্ত আপ্যায়তাম্। ওঁ শোত্রস্ত আপ্যায়তাম্। ওঁ যত্তে ক্রুরং যদাস্থিতং তত্তে আপ্যায়তাম্। তত্তে নিষ্ঠায়তাম্। তত্তে শুধ্যতু শমহোভ্যঃ।" মন্ত্রে মহিষকে প্রোক্ষণ করিবেন। ✶

অতঃপর "এতৎ পাদ্যং ওঁ মহিষায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষো হর্ঘ্য) ওঁ মহিষায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ মহিষায় নমঃ। ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ মহিষায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ মহিষায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ মহিষায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ মহিষায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ মহিষায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ মহিষায় নমঃ।" মন্ত্রে অক্ষত দিবেন। এইক্রমে

✶অনেকের মতে বলা হয় যে, বৈদিক মন্ত্রে "প্রোক্ষণ নাস্তি" কিন্তু দুর্গাপূজা বৈদিক পূজা, তজ্জন্য বৈদিক মন্ত্রে প্রোক্ষণ সমীচীন। ইহা অশাস্ত্রীয় নহে।

পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক— "ওঁ ঐ ঐ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ হুঁ বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ মহিষরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং মহিষং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা।" মন্ত্রে পুনর্বার প্রোক্ষণ করিয়া সূত্রদ্বারা মহিষের গলদেশে ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবেন। তৎসহ স্বর্ণশৃঙ্গ, রজতক্ষুর, কাঞ্চন বীরপট্টাদি দিবেন। অতঃপর মন্ত্র পাঠান্তে মহিষকে বস্ত্রাচ্ছাদন করিবেন। যথা—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তদ্ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥" অতঃপর গলদেশে রক্ত পুষ্পমাল্য বা জবাপুষ্পমাল্য দিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ মহিষাসুরযুদ্ধেষু ত্বয়াপি কামরূপিণা। চিত্রং তনুত্রং সন্নহ্যকৃতং যুদ্ধ সুদারুণম্॥ অতস্তদ্ বলিদানেন তুষ্টা ভবতু চণ্ডিকা। যাহি স্বর্গং মহাবীর দত্ত্বা বলিফলং ময়ি॥ গন্ধর্বলোকে তিষ্ঠ ত্বং তুষ্টা ভবতু চণ্ডিকা। মহিষ ত্বং মহাভাগ বিশ্রুতো যমবাহনঃ॥ শ্রিয়ং ধান্যং ধনং দেহি ধর্মঞ্চৈব স্বভাবতঃ। যথাবাহং ভবাদ্বেষ্টি যথা বহসি চণ্ডিকাম্॥ তথা মম রিপুন্ হংসি শুভং বহলুলাপক। যমস্যবাহনস্ত্বঞ্চ বররূপধরো ঽব্যয়ঃ॥ আয়ুর্বিত্তং যশো দেহি কাসরায় নমো নমঃ। ইদং রূপংপরিত্যজ্যগন্ধর্বত্বমবাপ্নুহি॥ ওঁ ললাটে ত্বাং শিবঃ পাতু শৃঙ্গয়োঃ পার্বতীপ্রিয়ঃ। দুর্গায়া প্রীতিদ ত্বং হি শতবর্ষাণি নিশ্চিতম্॥" অতঃপর স্তম্ভপূজা করিবেন।

স্তম্ভপূজা—"এতৎ পাদ্যং ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা স্তম্ভপূজা করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ স্তম্ভ ত্বং শিবরূপো ঽসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা। অতস্ত্বাং পূজয়ামদ্য পশুবন্ধনহেতবে॥ ওঁ স্তম্ভমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা স্তম্ভমধ্যে চ মাধবঃ। স্তম্ভাগ্রে চ স্বয়ং রুদ্রস্তস্মাত্ত্বমচলোভব॥ ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুহিমবাংশ্চ যথাচলঃ। যথাচলা নগাশ্চান্যে তথা ত্বমচলো ভব॥ ওঁ সর্বে দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ। তব সান্নিধ্যমায়ান্তি তস্মাত্ত্বমচলো ভব॥" অতঃপর "এতৎ পাদ্যং ওঁ পাশায় নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পাশরজ্জুর পূজাপূর্বক মন্ত্র পাঠান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ পাশ ত্বং বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণদৈবতঃ। অতস্ত্বাং পূজয়ামদ্য তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ত্বং সাক্ষী ভগবান্ দেব সর্বশক্রনিবর্হণঃ। পূজ্যো ঽসি সর্বভূতানাং পাশ সিদ্ধিং কুরুষ্ব মে॥" অতঃপর কুশ-তিল-জলাদি লইয়া উৎসর্গ করিবেন। উৎসর্গ বাক্য যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা সদারাপত্য (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য সদারাপত্যস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ দাসঃ বা) বর্ষশতকাবচ্ছিন্ন শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামনয়া ইমং মহিষং যমদৈবতং হ্রীং ওঁ শ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে। (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)॥" এইরূপে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সুরযোনিপ্রসূতো ঽসি পূজাহোমাদিকর্মণে তুষ্টা। ভবতু সা দেবী সমাংসৈ রুধিরৈস্তব।" অতঃপর মহিষের কর্ণে পশুগায়ত্রী পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ॥" তৎপরে—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং নিখিলব্রহ্মাণ্ডরূপং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা॥" মন্ত্র পাঠপূর্বক সমর্পণ করিবেন। অনন্তর খড়্গপূজা করিবেন।

খড়্গপূজা—খড়্গ প্রক্ষালনপূর্বক— "ওঁ দৈবে পৈত্র্যে চ সুভগঃ খড়্গাস্ত্বং খড়্গসন্নিভঃ। ছিন্দি বিঘ্নান্ মহাভাগ গুহাজ্জাত নমো ঽস্তুতে।" অতঃপর সিন্দুরদ্বারা খড়্গোপরি একটি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া খড়্গের ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ কৃষ্ণং পিনাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিণম্। উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনম্॥ রক্তাম্বরধরঞ্চৈব পাশহস্তং কুটুম্বিনম্। পিব (পীয়) মানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্যসংস্থিতম্॥" এইরূপে ধ্যানান্তে—"এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং খড়্গায় নমঃ।" খড়্গমূলে—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মধ্যে—"ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" খড়্গাগ্রে—ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ।" পার্শ্বে—"ওঁ কালযমাভ্যাং নমঃ।" "ওঁ খড়্গায় তীক্ষ্ণধারায় লৌহদণ্ডায় ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকায় নমঃ।" অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোঽস্তুতে॥" অতঃপর খড়্গ স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা— "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ইমং মহিষং মহামোক্ষং কুরু কুরু স্বাহা।" অতঃপর মহিষের প্রতি করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ খড়্গাঘাতোদ্ভবং দুঃখং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। তৎক্ষমস্ব মহাবাহো গন্ধর্বং লোকমাপ্নুহি॥" মন্ত্র পাঠপূর্বক মহিষকে বন্ধনমুক্ত করিয়া স্বয়ং অথবা উপযুক্ত কোন ব্যক্তিদ্বারা এক আঘাতে ছেদন করিবেন।

অতঃপর মৃণ্ময়াদি পাত্রে রুধির-জল-সৈন্ধব-কদলী-শর্করা-মধু সংযুক্ত করিয়া দেবীর সম্মুখে স্থাপনপূর্বক— "ওঁ এতস্মৈ রুধির বলয়ে নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে কুশোদকে অভ্যুক্ষণপূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে— অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসঃ বা) শতবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া এষ মহিষরুধিরবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ

ওঁ হ্রীঁং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে উৎসর্গ করিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং কৌষিকী রুধিরেণাপ্যায়তাম্।'' অতঃপর মহিষের ছিন্নমুণ্ডে ঘৃত দীপ জ্বালিয়া—''ওঁ এতস্মৈ সপ্রদীপ মহিষশীর্ষ বলয়ে নমঃ।'' মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণপূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোম্‌তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীদুর্গাদেব্যা দর্শনাভিবন্দন-স্পর্শনাভিপূজন-স্নপন-তর্পণজনিত পূর্ব-পূর্ব পুণ্যাধিক্য পুণ্যপ্রাপ্তি কামনয়া এষ সপ্রদীপ মহিষশীর্ষবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী-কোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ জয় ত্বং সর্বভূতেশ সর্বভূত-সমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ন নমো ঽস্তুতে॥''—ইতি মহিষোৎসর্গ সমাপ্তম্।

কুষ্মাণ্ডাদি বলি—কুষ্মাণ্ডাদি প্রক্ষালন করতঃ সিন্দূর দিয়া পূজা করিবেন। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কুষ্মাণ্ড বলয়ে নমঃ।'' (কদলী হইলে—''ওঁ রম্ভাফল বলয়ে নমঃ। ইক্ষু হইলে—ওঁ ইক্ষুদণ্ড বলয়ে নমঃ। শশা হইলে—ওঁ ত্রপুষফল বলয়ে নমঃ। বাতাবী হইলে—ওঁ মধুকপটিফল বলয়ে নমঃ, আদা হইলে—ওঁ আদ্রক বলয়ে নমঃ। সুপারী হইলে—ওঁ মধুকপটীফল বলয়ে নমঃ। বিল্ব হইলে—ওঁ বিল্বফল বলয়ে নমঃ'' ইত্যাদি) ''এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ (ওঁ বিষ্ণবে নমঃ বা) এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ ইমং কুষ্মাণ্ডফলবলিং (যে দ্রব্য বলি হইবে তাহার নাম) বনস্পতির্দৈবতম্ (শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতম্ বা) অর্চিতং শ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)।'' মন্ত্র পাঠপূর্বক কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া, যথারীতি খড়্গপূজা ও স্তম্ভপূজা করিয়া বলি ছেদন করিবেন বা করাইবেন।

বলিবিঘ্ন শান্তি—এক আঘাতে বলি ছেদন করিতে হয়, তাহা না হইলে নানাবিধ দোষের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে—বিঘ্ন বলির সমাংস রুধির দেবীকে উৎসর্গ করা নিষিদ্ধ। বলি বিঘ্ন শান্তির জন্য বলির মাংস দ্বারা সহস্র হোম, একমাষা পরিমাণ স্বর্ণদান এবং সহস্র দুর্গানাম জপ করিবেন। ''কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণঃ।'' এই বচনানুসারে চারগুণ করিতে হয়। অতঃপর পুনরায় বলি দিয়া দেবীকে তাহার সমাংস রুধিরাদি উৎসর্গ করিবেন।

প্রভূত বলিদান—প্রভূত বলিদানে তু দ্বৌ বা ত্রীণ্ বাগ্রতঃ কৃতান্। পূজায়েৎ প্রমুখান্ কৃত্বা সর্বান্ মন্ত্রেণ সাধকঃ॥ বহুপশুঘাতেঽপি মন্ত্র একবচনান্ত এব প্রযোজ্য। অর্থাৎ বেশী বলিদান হইলে একজাতীয় পশু একত্রে দুইটি বা তিনটি দেবীর সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত মন্ত্রাদি পাঠ করিবেন। বহুপশুঘাতেও মন্ত্র একবচনান্ত হইবে।''

স্বগাত্র-রুধির দান—ব্রাহ্মণস্য স্বগাত্ররুধিরদানে আত্মহত্যা পাতকং ভবতি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নিজ গাত্রের রুধিরদান করিলে আত্মহত্যার পাপ হয়। দেবীমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে—''দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিগাত্রাসৃগুক্ষিত মিতি।'' কিন্তু সুরথ ক্ষত্রিয় এবং সমাধি বৈশ্য, তজ্জন্যই ইহা বলা হইয়াছে। গাত্ররক্ত দান করিতে হইলে—বক্ষের রক্তই প্রশস্ত। ক্ষুর, খড়্গ বা নরুণ দিয়া ঐ স্থানের রক্ত বাহির করিয়া পদ্মের পাপড়িতে, সুবর্ণপাত্রে, কাংস্যপাত্রে ধরিয়া দেবীর সম্মুখে রখিয়া—''ওঁ এতস্মৈ স্বগাত্ররুধির বলয়ে নমঃ'' মন্ত্রে তিনবার কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণপূর্বক—''বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুকগোত্রস্য অমুকস্য এষ স্বগাত্ররুধিরবলিঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে কুশোদকদ্বারা উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ মহামায়ে জগন্নাথে সর্বকামপ্রদায়িনি। দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব॥''

বিঃ দ্রঃ—পশুঘাত ও বলিদানের পার্থক্য আছে। পশু বধ করাকে পশুঘাত বলে এবং তাহাদের মাংস-রুধিরাদি দেবতাকে নিবেদন করার নাম বলিদান। কুষ্মাণ্ডাদি ছেদনকেও বলিদান বলে। যে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবশতঃ লোকে দুর্গাপূজাদি করেন, সেই শাস্ত্রেই যখন বলিদান অবশ্য কর্তব্যরূপে বিহিত এবং বলিদানে যখন পশুর সৎগতি হয়, তখন তাহা দোষাবহ মনে করা উচিত নহে। যাঁহাদের পুরুষানুক্রমে বলিদান চলিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের উহা স্বেচ্ছায় উঠাইয়া দেওয়া অনুচিত। তবে যাঁহারা নূতন পূজা করিবেন, তাঁহারা

বলিদান না করিতেও পারেন।—ইতি বলিপ্রকরণ।

অতঃপর "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস। "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া, "হ্রীং" মন্ত্রে প্রাণায়ামপূর্বক "ঐং হ্রীং শ্রীং" অথবা (হ্রীং) মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। যথা—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মদ্ কৃত জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরী॥" মন্ত্রে দেবীর অধঃস্থিত বামহস্তোদ্দেশে জলগণ্ডূষ দিবেন। অতঃপর পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ॥ ১॥" "ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে। কলদ্যোত করে চোগ্রে পার্বতি প্রীতিদে সদা॥ ওঁ রুদ্রচণ্ডে প্রচণ্ডারিপ্রচণ্ড বলশালিনি। রক্ষমাং সর্বতো দেবি বিশ্বেশ্বরি নমো ঽস্তুতে॥ ওঁ দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্বাশুভ নিবারিণি। সর্বাঃ সর্বপ্রদা দেব্যো ভয়েয়ুর্বরদা মম॥ এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ॥ ২॥" "ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শঙ্করপ্রিয়ে। মহিষসৃঙমদোন্মত্তে প্রণতো ঽস্মি প্রসীদ মে॥ ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি। ধর্মার্থ মোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ ওঁ সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে। ধর্মকামার্থ সম্পত্তিং দেহি দেবি নমোহস্তুতে॥ এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ॥ ৩॥"

প্রার্থনা মন্ত্র—"ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি। আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমো ঽস্তুতে। ওঁ আয়ুর্দদাতু মে কালি পুত্রান্ দেহি সদাশিবে। ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম॥ ওঁ শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী। হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্বতঃ পাতু কালিকা॥ আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণম্। বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিম্॥ ওঁ রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠা চ লক্ষ্মীস্তস্য সদা স্থিরা। প্রভুত্বং তস্য সামর্থ্যং যস্য ত্বং মস্তকোপরি॥ ওঁ ধন্যো ঽহং কৃতকৃত্যো ঽহং সফলং জীবনং মম। আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমম্॥ ওঁ অর্ঘ্যং পুষ্পম্ চ নৈবেদ্যং মাল্যং মলয়বাসিনি। গৃহাণ বরদে দেবি কল্যাণং কুরু মে সদা॥ কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চিতে। ভুক্ত্বা ভোগং বরং দত্ত্বা কুরু ক্রীড়া যথাসুখং॥ ওঁ ইয়ং সাংবসরী পূজা যা কৃতা দেবি তে ময়া। সাঙ্গং ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥ ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি। যৎপূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ওঁ কায়েন মনসা বাচা কর্মণা যৎ কৃতং ময়া। তৎ সর্বং পরিপূর্ণং মে তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥ ওঁ কায়েন মনসা বাচা কর্মণা যৎকৃতং ময়া। তৎ সর্বং পরিপূর্ণং মে তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥" অতঃপর প্রদক্ষিণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেবীকে প্রদক্ষিণ করিবেন। অথবা প্রদক্ষিণ করিতেছি চিন্তাপূর্বক পাঠ করিবেন।

প্রদক্ষিণ স্তোত্রম্—"ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্। সর্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা শিবাম্॥ মঙ্গলাং শোভনং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্। বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥ ওঁ সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্। ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা শিবাম্॥ ওঁ বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যনিলয়াং দিব্যস্থান নিবাসিনীম্। যোগিনীং যোগমত্বঞ্চ চণ্ডিকা প্রণমাম্যহম্॥ ওঁ ঈশানমাতরং দেবীমিশ্বরীমীশ্বর প্রিয়াম্। প্রণতো ঽস্মি সদা দুর্গা সংসারার্ণব তারিণীম্॥ য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুয়াদ্বাপি যো নরঃ। স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো মোদতে দুর্গয়া সহ॥—ইতি প্রদক্ষিণ স্তোত্রম্।

এই স্তোত্র অষ্টমী ও নবমীতেও পাঠ করিবেন। অতঃপর দেবীমাহাত্ম্য পাঠ আরত্রিকাদি করিয়া, চামর ব্যজনদ্বারা দেবীকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত ও শঙ্খঘণ্টাদি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করিবেন।—ইতি মহাসপ্তমী পূজা।

মহাষ্টমী পূজা

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদির অর্চনাপূর্বক সর্বতোভদ্রমণ্ডল বা অষ্টদল পদ্ম পঞ্চগুঁড়ির দ্বারা অঙ্কন করিয়া তাহাতে নবঘট স্থাপনপূর্বক ঘটে হস্ত দিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমান্ ঘটান্ সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥" অতঃপর মাষভক্তবলি (পৃঃ ২১ পং ১) প্রদান করিয়া

গণেশাদি পঞ্চদেবতার (পৃঃ ৭২ পং ৩) পূজাপূর্বক আবাহন বাদ দিয়া পীঠপূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।" অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে—"ওঁ ধর্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।" পূর্বাদি চতুর্দিকে—"ওঁ অধর্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।" মধ্যে—"ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।" পূর্বাদি কেশরে—"ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ আং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।" পুনর্মণ্ডল মধ্যে—"ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।" এইরূপে পীঠপূজা সমাপন করিয়া মহাস্নান সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) অষ্টসহস্র বর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গাধিকরণকস্থিতিকামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্য মহাস্নানমহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি)। এইরূপে সঙ্কল্পপূর্বক দর্পণ প্রতিবিম্বে দেবীর ও নবপত্রিকার সপ্তমী পূজার ন্যায় (পৃঃ ৪৮ পং ৬ হইতে পৃঃ ৫২ পং ১০) মহাস্নান করাইবেন। ✶

✶সপ্তমী পূজায় প্রতিমা নির্মাণের দোষ-ত্রুটি নিবারণের জন্য যে মাষভক্তবলি উল্লেখ আছে, মহাষ্টমীতে তাহা করিতে হইবে না। শুধুমাত্র "ওঁ আজ্ঞাপয় মহাদেবি" মন্ত্রটি করযোড়ে পাঠপূর্বক মহাস্নানের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবেন।

মহাস্নান সমাপ্ত করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র বা নববস্ত্রদ্বারা দর্পণ মুছিয়া সিন্দূর ও চন্দনাদি দিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক নববস্ত্রদ্বারা দর্পণ অবগুণ্ঠিত করিয়া দেবীর আসনে স্থাপন করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ পরিধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ। শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চা বসুনি চার্য্যে বিভজাসি জীবন্॥" অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ কৃতং ন্যূনাধিকং বাপি যদ্দেব্যাঃ স্নানকর্মণিঃ। তচ্ছিদ্রং ভবত্বদ্য তৎ-প্রসাদান্মহেশ্বরি॥"

অতঃপর সপ্তমীপূজার ন্যায় দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া, প্রতিমাস্থ দেবতাগণের পূজা, (পৃঃ ৭২ পং ৩ হইতে পৃঃ ৭৪ পং ১২) করিয়া, অষ্টমীবিহিত আবরণ পূজা করিবেন।

মহাষ্টমীবিহিত আবরণ পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। এইক্রমে—আদিতে "ওঁ" অন্তে "নমঃ" বলিয়া পূজা করিবেন। যথা—"মঙ্গলায়ৈ, কাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, কপালিন্যৈ, দুর্গায়ৈ, শিবায়ৈ, ক্ষমায়ৈ, ধাত্র্যৈ, স্বাহায়ৈ, স্বধায়ৈ।" অতঃপর দেবীর ষড়ঙ্গপূজা করিবেন। যথা—"ওঁ হ্রাং দুর্গায়াঃ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়াঃ শিরসে স্বাহা নমঃ ওঁ হ্রূং দুর্গায়াঃ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। ওঁ হ্রৈং দুর্গায়াঃ কবচায় হুং নমঃ। ওঁ হ্রৌং দুর্গায়াঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। ওঁ হ্রঃ দুর্গায়াঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ।"

অতঃপর (পূর্বদলে) "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" "হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা।" "হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্।" "হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং।" "হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্।" "হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।" "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" "হ্রীং শিরসে স্বাহা।" "হ্রূং শিখায়ৈ বষট্।" হ্রৈং কবচায় হুং।" "হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।" "হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।" এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া উগ্রচণ্ডাদি অষ্টশক্তির পূজা করিবেন।

উগ্রচণ্ডার ধ্যান—"ওঁ উগ্রচণ্ডা রক্তবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীম্॥ শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রঃ শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্॥" ধ্যানপূর্বক, "ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে

আবাহনপূর্বক, "ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যাহ্নার্ক সমপ্রভা। সা মে সদাস্তু বরদা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ১॥" (আগ্নেয়দলে)—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস "ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া প্রচণ্ডার ধ্যান করিবেন।

প্রচণ্ডার ধ্যান—"ওঁ প্রচণ্ডামরুণবর্ণ মষ্টাদশভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং, নবযৌবনসম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীম্॥ শক্তিঞ্চ মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্॥" এইরূপে ধ্যানপূর্বক, "ওঁ হ্রীং শ্রীং প্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে। সর্বানন্দকরে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥ ২॥" (দক্ষিণদলে)—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া চণ্ডোগ্রার ধ্যান করিবেন।

চণ্ডোগ্রার ধ্যান—ওঁ চণ্ডোগ্রাং কৃষ্ণবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পান্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীম্॥ শক্তিঞ্চ মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্॥" ধ্যানান্তে, "ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডোগ্রে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদির দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ চণ্ডোগ্রে চর্চিকে ত্বং হি সর্বভূতভয়াবহে। দেবি ত্বাং সর্বকার্যেষু চণ্ডোগ্রাং প্রণমাম্যহম্॥ ৩॥" (নৈর্ঋত দলে)—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া চণ্ডনায়িকার ধ্যান করিবেন।

চণ্ডনায়িকার ধ্যান—"ওঁ চণ্ডনায়িকাং নীলবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীম্॥ শক্তিঞ্চ মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্॥" ধ্যানান্তে, "ওঁ চণ্ডনায়িকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডনায়িকায়ৈ নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ যা সিদ্ধিরিতি নাম্না চ গুণত্রয়বিভাবিনী। কলিকল্মষনাশায় নমামি চণ্ডনায়িকাম্। ৪॥" (পশ্চিম দলে)—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া চণ্ডার ধ্যান করিবেন।

চণ্ডার ধ্যান—"ওঁ চণ্ডাং শুক্লবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীম্॥ শক্তিঞ্চ মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্॥" ধ্যানান্তে, "ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডায়ৈ নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডারি-বিজয়প্রদে। ধর্মার্থমোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব॥ ৫।" (বায়ুদলে)—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" মন্ত্রে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" মন্ত্রে অঙ্গন্যাসপূর্বক চণ্ডবতীর ধ্যান করিবেন।

চণ্ডবতীর ধ্যান—"ওঁ চণ্ডবতীং ধূম্রবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীম্॥ শক্তিঞ্চ মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্॥" ধ্যানান্তে, "ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডবতি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডবত্যৈ নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ যা সিদ্ধিরিতি নাম্না চ দেবেশবরদায়িনী। যা পরাঃ শক্তয়স্তস্যৈ চণ্ডবত্যৈ নমো নমঃ॥ ৬॥" (উত্তরদলে)—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া চণ্ডরূপার ধ্যান করিবেন।

চণ্ডরূপার ধ্যান—"ওঁ চণ্ডরূপাং পীতবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীম্। শক্তিঞ্চ মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্।" ধ্যানপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে

পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ চণ্ডরূপাত্মিকা চণ্ডি চণ্ডনায়কনায়িকা। সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ৭॥" (ঈশানদলে)—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া অতিচণ্ডিকার ধ্যান করিবেন।

অতিচণ্ডিকার ধ্যান— ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূতিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীম্। শক্তিঞ্চ মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্।" ধ্যানান্তে, "ওঁ হ্রীং শ্রীং অতিচণ্ডিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং অতিচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ বালার্কারুণনয়না সর্বদাভক্তবৎসলা। চণ্ডাসুরস্য মথনী বরদাস্ত্বতিচণ্ডিকা ॥ ৮॥" এইরূপে উগ্রচণ্ডাদি অষ্টশক্তির পূজাপূর্বক রুদ্রচণ্ডীর পূজা করিবেন।

রুদ্রচণ্ডীর পূজা—(পদ্মমধ্যে)—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাসপূর্বক ধ্যান করিবেন।

রুদ্রচণ্ডীর ধ্যান—"ওঁ রুদ্রচণ্ডাং রক্তবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীম্॥ শক্তিঞ্চ মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্।" ধ্যানান্তে, "ওঁ হ্রীং শ্রীং রুদ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং রুদ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ রুদ্রচণ্ডে নমস্তুভ্যং চণ্ডবৈরিবিনাশিনী। চণ্ডপাপহরে দেবি বরদা ভব সর্বদা॥ ৯॥" অতঃপর মণ্ডলে চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবেন।

চতুঃষষ্টি যোগিনী পূজা—"ওঁ চতুঃষষ্টিযোগিন্য ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত।" ইত্যাদিক্রমে একত্রে আবাহনপূর্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—১। "এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ, এষ পুষ্পঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ, এষ ধূপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ, এষ দীপ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ, এতন্নৈবেদ্যম্ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ।" এইক্রমে—২। "চণ্ডিকায়ৈ, ৩। রৌদ্র্যৈ, ৪। গৌর্য্যৈ, ৫। ইন্দ্রাণ্যৈ, ৬। কৌমার্য্যৈ, ৭।ভৈরব্যৈ, ৮। দুর্গায়ৈ, ৯। নারসিংহ্যৈ, ১০। কালিকায়ৈ, ১১। চামুণ্ডায়ৈ, ১২। শিবদূত্যৈ, ১৩। বারাহ্যৈ, ১৪। কৌশিক্যৈ, ১৫। মাহেশ্বর্য্যৈ, ১৬। শঙ্কর্য্যৈ, ১৭। জয়ন্ত্যৈ, ১৮। সর্বমঙ্গলায়ৈ, ১৯। কাল্যৈ, ২০। করালিন্যৈ, ২১। মেধায়ৈ, ২২। শিবায়ৈ, ২৩। শাকম্ভর্য্যৈ, ২৪। ভীমায়ৈ, ২৫। শান্তায়ৈ, ২৬। ভ্রামর্য্যৈ, ২৭। রুদ্রাণ্যৈ, ২৮। অম্বিকায়ৈ, ২৯। ক্ষমায়ৈ, ৩০। ধাত্র্যৈ, ৩১। স্বাহায়ৈ, ৩২। স্বধায়ৈ, ৩৩। অপর্ণায়ৈ, ৩৪। মহোদর্য্যৈ, ৩৫। ঘোররূপায়ৈ, ৩৬। মহাকাল্যৈ, ৩৭। ভদ্রকাল্যৈ, ৩৮। কপালিন্যৈ, ৩৯। ক্ষেমকর্য্যৈ, ৪০। উগ্রচণ্ডায়ৈ, ৪১। প্রচণ্ডায়ৈ, ৪২। চণ্ডোগ্রায়ৈ, ৪৩। চণ্ডনায়িকায়ৈ, ৪৪। চণ্ডায়ৈ, ৪৫। চণ্ডবত্যৈ, ৪৬। চণ্ডে, ৪৭। মহামোহায়ৈ (মহামায়ায়ৈ), ৪৮। প্রিয়স্কর্য্যৈ, ৪৯। বলবিকিরণৈ, ৫০। বলপ্রমথিন্যৈ, ৫১। মনোন্মথন্যৈ, ৫২। সর্বভূতদমন্যৈ, ৫৩। উমায়ৈ, ৫৪। তারায়ৈ, ৫৫। মহানিদ্রায়ৈ, ৫৬। বিজয়ায়ৈ, ৫৭। জয়ায়ৈ, ৫৮। শৈলপুত্রৈ, ৫৯। চণ্ড-ঘণ্টায়ৈ, ৬০। কুষ্মাণ্ডে, ৬১। স্কন্দমাত্রৈ, ৬২। কাত্যায়িন্যৈ, ৬৩। কালরাত্র্যৈ, ৬৪। মহাগৌর্য্যৈ।" এইরূপে আদিতে "হ্রীং শ্রীং ওঁ" অন্তে "নমঃ" যোগ করিয়া প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া কোটিযোগিনীর পূজা করিবেন।

কোটিযোগিনী পূজা—"ওঁ কোটিযোগিন্য ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত।" এইরূপে একত্রে আবাহন করিয়া একত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ। এষ পুষ্পঃ হ্রীং শ্রীং কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ, এষ ধূপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ, এষ দীপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ, এতন্নৈবেদ্যম্ হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ।" এইরূপে একত্রে পূজা করিয়া নবদুর্গার পূজা করিবেন।

নবদুর্গা পূজা—(ঈশানে) "হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুধ্য, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহনপূর্বক "এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ। এষ পুষ্পঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ। এষ ধূপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ হ্রীং

শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''চতুর্মুখীং জগদ্ধাত্রীং হংসারূঢ়াং বরপ্রদাম্। সৃষ্টিরূপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণী তাং নমাম্যহম্ ॥ ১ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ মাহেশ্বরী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ বৃষারূঢ়াং শুভাং শুভ্রাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম্। মাহেশ্বরীং নমামদ্য সৃষ্টিসংহারকারিণীম্ ॥ ২ ॥''' হ্রীং শ্রীং ওঁ কৌমারী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ কৌমারীং পীতবসনাং ময়ূরবরবাহনাম্। শক্তিহস্তাং মহাভাগাং নমামি বরদাং শুভাম্ ॥ ৩ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ বৈষ্ণবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক , ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং কৃষ্ণরূপিণীম্। স্থিতিরূপাং খগেন্দ্রস্থাং বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৪ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ বারাহী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ,''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ বরাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোধৃতবসুন্ধরাম্ ॥ শুভদাং পীতবসনাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৫ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ নারসিংহী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ নারসিংহৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ নারসিংহৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানব-দর্পহাম্। শুভাং শুভপ্রদাং শুভ্রাং নারসিংহী নমাম্যহম্ ॥ ৬ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ ইন্দ্রাণী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ '' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ ইন্দ্রানীং গজকুম্ভস্থাং সহস্রনয়নোজ্জলাম্। নমামি বরদাং দেবীং সর্বদেব নমস্কৃতাম্ ॥ ৭ ॥'' হ্রীং শ্রীং ওঁ চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ চামুণ্ডাং মুণ্ডমথনীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। অট্টহাসমুদিতাং নমাম্যাত্মবিভূতয়ে ॥ ৮ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ ক্যাতায়নী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ কাত্যায়ন্যৈ

নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দিনীম্। প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ নবদুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ নবদুর্গায়ৈ নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ চণ্ডিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেব মনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি ॥'' অতঃপর জয়ন্ত্যাদি একাদশ শক্তির পূজা করিবেন।

জয়ন্ত্যাদির পূজা—(দেবীসন্নিধানে)—''ওঁ জয়ন্তাদ্যা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।'' এইরূপে জয়ন্ত্যাদি একাদশ শক্তির একত্রে আবাহনপূর্বক, ''এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ ॥ ১ ॥'' এইরূপে পঞ্চোপচারে প্রত্যেকের পূজা করিবেন। যথা—''হ্রীং শ্রীং ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ ॥ ২ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ কাল্যৈ নমঃ ॥ ৩ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ॥ ৪ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ ॥ ৫ ॥'' ''হীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ॥ ৬ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ॥ ৭ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ ক্ষমায়ৈ নমঃ ॥ ৮ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ ধাত্র্যৈ নমঃ ॥ ৯ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ ॥ ১০ ॥'' ''হ্রীং শ্রীং ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ ॥ ১১ ॥'' অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—(পূর্বদ্বারে)—''ওঁ দ্বারপালেভ্যো নমঃ।'' (দক্ষিণদ্বারে)—''ওঁ দ্বারাশ্রিতায়ৈ নমঃ।'' (পশ্চিমদ্বারে)—''ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।'' (উত্তরদ্বারে)—''ওঁ যেগিনীভ্যো নমঃ।'' (অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে)—''ওঁ ধর্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।'' (মধ্যে)—''ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।'' এইরূপে প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া দিকপাল পূজা করিবেন।

দিকপাল পূজা—মণ্ডলমধ্যে দশদিকে ধ্বজপতাকা আরোপণপূর্বক পূজা করিবেন। পূর্বদ্বারে শুক্লবর্ণ ধ্বজপতাকা—''ওঁ আয়াহি ইন্দ্রমহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'' এইরূপে আবাহনপূর্বক, ''এতৎ পাদ্যং ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।'' মন্ত্রে এবং ''এতৎ পাদ্যং

ওঁ শচ্যৈ নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা ইন্দ্র ও শচীর পূজান্তে প্রণাম করিবেন। অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ ধ্বজপতাকা—"ওঁ আয়াহি অগ্নে মহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।" পরে, "এতৎ পাদ্যং ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে অগ্নি ও স্বাহার পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। দক্ষিণে কৃষ্ণধ্বজপতাকা—"ওঁ আয়াহি যম মহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।" মন্ত্রে যম ও চিত্রগুপ্তের পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। নৈর্ঋতে রক্তধ্বজপতাকা—"ওঁ আয়াহি নৈর্ঋত মহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ নৈর্ঋতায় নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। পশ্চিমে নীলবর্ণ ধ্বজপতাকা—"ওঁ আয়াহি বরুণ মহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে বরুণ ও ঋষিগণের পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। বায়ুকোণে পীতবর্ণ ধ্বজপতাকা—"ওঁ আয়াহি বায়ো মহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ বায়বে নমঃ।" এইক্রমে—"কামদেবায় নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। উত্তরে কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজপতাকা—"ওঁ আয়াহি কুবের মহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ কুবেরায় নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেনে। ঈশানে শ্বেতবর্ণ ধ্বজপতাকা—"ওঁ আয়াহি ঈশান মহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ ঈশানায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ শিবায় নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। মধ্যে রক্তবর্ণ ধ্বজপতাকা—"ওঁ আয়াহি চতুর্মুখ মহারাজাধিরাজ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। পূর্বে ঈশান কোণ মধ্যে বিচিত্রবর্ণ ধ্বজপতাকা—"ওঁ আয়াহি অনন্ত মহারাজাধিরাজ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ অনন্তায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ হলধরায় নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। অতঃপর অস্ত্রপূজা করিবেন।

অস্ত্রপূজা—"ওঁ অস্ত্রাধিপায় নারায়ণায় নমঃ।" "এতৎ পাদ্যং অস্ত্রাধিপায় নারায়ণায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা,—"ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন। শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তুতে॥" অতঃপর "এতৎ পাদ্যং ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বায়ুধানাং প্রথমো নির্মিতস্ত্বং পিণাকিনা। শূলাৎ সারং সমাকৃষ্য মুষ্টিগ্রাহং কৃতং শোভম্॥ ১॥" এইক্রমে—"এতৎ পাদ্যং ওঁ খড়্গায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন—"ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোঽস্তুতে॥২॥" "এতৎ পাদ্যং ও চক্রায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন—"ওঁ চক্রস্ত্বং বিষ্ণুরূপোঽসি বিষ্ণুপাণৌ সদা স্থিতঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং সুদর্শন নমোঽস্তুতে॥৩॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ তীক্ষ্ণবাণায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠোঽসি দৈত্যসেনা নিষূদনঃ। ভয়েভ্যঃ সর্বতোরক্ষ তীক্ষ্ণবাণ নমোঽস্তুতে॥৪॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ শক্তয়ে নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্বদেবানাং গুহস্য চ বিশেষতঃ। শক্তিরূপেণ সর্বত্র রক্ষাং কুরু নমোঽস্তুতে॥৫॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ পূর্ণচাপায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বায়ুধ মহাপাত্র সর্বদেবারিসূদন। চাপ মাং সর্বতো রক্ষ সায়কং সায়কত্তমৈঃ॥৬॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ পাশায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ পাশ ত্বং নাগরূপোঽসি বিষপূর্ণো বিষোদরঃ। শত্রুণাং দুঃসহো নিত্যং নাগপাশ নমোঽস্তুতে॥৭॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ অঙ্কুশোঽসি নমস্তভ্যং গজানাং নিয়ম সদা। লোকানাং সর্বরক্ষার্থং বিধৃতঃ পার্বতী করে॥৮॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনা পূর্য্য যা জগৎ। স ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিবঃ॥৯॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ পরশবে নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ পরশো ত্বং মহাতীক্ষ্ণ সর্বদেবারিসূদনঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং শত্রুক্ষয় নমোঽস্তুতে॥১০॥" অতঃপর "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং সর্বায়ুধধারিণ্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"সর্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠানি যানি যানি ত্রিপিষ্টপে। তানি তানি দধত্যৈ তে চণ্ডিকায়ৈ নমোঽস্বিকে॥"

অতঃপর "এষ গন্ধঃ ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ। এষ পুষ্পঃ ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ও কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ। এতন্নৈবেদ্যং ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবেন। মন্ত্র, যথা—"এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" অতঃপর—"এষ গন্ধঃ ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুং ফট্ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"আসনঞ্চাসি ভূতানাং নানালঙ্কারভূষিতাম। মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশং সিংহাসন নমোহস্তুতে॥" অতঃপর—"এষ গন্ধঃ ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ মহিষ ত্বং মহাবীর সর্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ। বিনাশয় মহাশত্রূণ্ ধর্মরাজপদালয়॥" অতঃপর বটুকগণের পূজা করিবেন।

বটুকগণের পূজা—"ওঁ বটুকাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" মন্ত্রে একত্রে আবাহনপূর্বক প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা, (পূর্বদিকে)—"এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং সিদ্ধপুত্রবটুকায় নমঃ।" এইক্রমে— (দক্ষিণে)— "ওঁ হ্রীং শ্রীং জ্ঞানপুত্রবটুকায় নমঃ।" (পশ্চিমে)—"ওঁ হ্রীং শ্রীং সহজপুত্রবটুকায় নমঃ।" (উত্তরে)—"ওঁ হ্রীং শ্রীং সময়পুত্রবটুকায় নমঃ।" অতঃপর ক্ষেত্রপালগণের পূজা করিবেন।

ক্ষেত্রপালগণের পূজা—"ক্ষেত্রপালাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাঃ গৃহ্নীত।" এইরূপে একত্রে আবাহনপূর্বক উত্তর প্রভৃতি অষ্টদিকে ক্ষেত্রপালগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ক্লীং ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" এইক্রমে, (ঈশানে)—"ক্লীং ওঁ ত্রিপুরঘ্নায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" (পূর্বে)—"ক্লীং ওঁ অগ্নিজিহ্বায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" (অগ্নিকোণে)—"ক্লীং ওঁ অগ্নিবেতালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" (দক্ষিণে)—"ক্লীং ওঁ কালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" (নৈর্ঋতে)—"ক্লীং ওঁ করালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" (পশ্চিমে)—"ক্লীং ওঁ একপাদায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" (বায়ুকোণে)—"ক্লীং ওঁ ভীষণায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।"

অতঃপর মণ্ডলের পূর্বাদি চতুর্দিকে নব ভৈরবের পূজা করিবেন।

ভৈরবগণের পূজা—"ওঁ ভৈরবাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মমঃ পূজাং গৃহ্নীত।" এইরূপে একত্রে আবাহনপূর্বক প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। (পূর্বে)—"এষঃ গন্ধঃ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ॥" এইক্রমে—"রুরবে ভৈরবায় নমঃ।" (দক্ষিণে)—ওঁ চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ।" "ওঁ ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ।" (পশ্চিমে)—"ওঁ উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ। ওঁ ভয়ঙ্করায় ভৈরবায় নমঃ।" (উত্তরে)—"ওঁ কপালিনে ভৈরবায় নমঃ। ওঁ ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ।" (মধ্যে)—"ওঁ সংহারায় ভৈরবায় নমঃ।" অতঃপর দেশবাসিনীর পূজা করিবেন।

দেশবাসিনীর পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিশালক্ষ্যৈ নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ রাক্ষস্যৈ নমঃ। ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ। ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ। ওঁ নেপালবাসিন্যৈ নমঃ। ওঁ আরণ্যবাসিন্যৈ নমঃ। ওঁ সিদ্ধেশ্বর্য্যৈ নমঃ। ওঁ মহাভূতায়ৈ নমঃ। ওঁ জলাবাসিন্যৈ নমঃ। ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। ওঁ কিরাতবাসিন্যৈ নমঃ। ওঁ সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ। ওঁ কাত্যায়ন্যৈ নমঃ। ওঁ বিশ্ববাসিন্যৈ নমঃ। ওঁ কৃষ্ণভগিন্যৈ নমঃ। ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ। ওঁ চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ। ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ। ওঁ কাটীশ্বর্য্যৈ নমঃ। ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। ওঁ যমদূত্যৈ নমঃ। ওঁ অনন্তরূপিণ্যৈ নমঃ। ওঁ পিতামহ্যৈ নমঃ। ওঁ খণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ অশ্ববাহিন্যৈ নমঃ। ওঁ ম্লেচ্ছভাষিন্যৈ নমঃ। ওঁ শুভঙ্কর্য্যৈ নমঃ। ওঁ আর্যাদেব্যৈ নমঃ। ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ। ওঁ ভক্তকলিন্যৈ নমঃ। ওঁ পদ্মাবত্যৈ নমঃ। ওঁ শৈলবাসিন্যৈ নমঃ। ওঁ অভয়ঙ্কর্য্যৈ নমঃ। ওঁ ঐরাবত্যৈ নমঃ। ওঁ ভস্মাঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ যোগিন্যৈ নমঃ। ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ। ওঁ বায়বাসিন্যৈ নমঃ। ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ। ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ॥"

অতঃপর সর্বাধার স্বরূপিণী দেবীকে বিশেষরূপে চিন্তাপূর্বক "এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া, প্রাণায়াম, জপ, জপসমর্পণপূর্বক প্রদক্ষিণ মন্ত্র পাঠান্তে পুনরায় প্রাণায়ামপূর্বক স্তব কবচাদি পাঠ, দেবীমাহাত্ম্য পাঠাদি করিয়া আরত্রিকাদি করিবেন।—ইতি মহাষ্টমী কৃত্য।

সন্ধিপূজা

অষ্টমী-নবমীসন্ধি সময়ে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন—তাম্রপাত্রে আতপ তণ্ডুলাদি লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধৌ শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহম্॥" ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধৌ শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধৌ শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্ ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" অতঃপর স্ববেদোক্ত (যজমানের বেদোক্ত বা) স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠ করিয়া, সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহক্ষপা, পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥" অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে তিল, কুশ, হরীতকাদি লইয়া বামহস্তে রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধৌ সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গা দেব্যাং স্নপনম্, পূজনম্, বলিদানং, দীপমালাদিদান কর্মান্যহং করিষ্যে।" (পরার্থে—"অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা" এবং "করিষ্যে" স্থলে "করিষ্যামি" বলিবেন।) অতঃপর স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন। অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি করিবেন।

সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি—'রং' মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়া নিজেকে বহ্নিপ্রাচীর বেষ্টিত চিন্তাপূর্বক, নাসাদ্বয় চাপিয়া চারিটি মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥২॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা॥৩॥ ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা॥৪॥" অতঃপর "হ্রীং" মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া—অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ বিল্বকাষ্ঠনির্মিত দন্তকাষ্ঠ ও উষ্ণোদক নিবেদন করিবেন। যথা—"ওঁ আয়ুর্বলং যশো বর্চঃ প্রজাঃ পশু-বসুনি চ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নোধেহি বনস্পতে॥ ওঁ বৃহধ্বং সোমো রাজা সমাগমৎ। সমে মুখং প্রমাক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ॥" অতঃপর দর্পণ প্রতিবিম্বে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা—"ওঁ পঞ্চগব্যমিদং পুণ্যং সর্বপাপনিষুদনম্। তক্তোয়ৈঃ স্নাপয়ামি ত্বাং মম পাপং ব্যপেঽহয়॥" মন্ত্রে স্নান করাইয়া—বেদাদিমন্ত্র চতুষ্টয় পাঠপূর্বক ঘটচতুষ্টয়ের দ্বারা স্নান করাইবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্॥১॥ ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়বঃ স্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে॥২॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥৩॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো (যজুঃ—আপো) ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ॥৪॥" অতঃপর অষ্টকলসের দ্বারা স্নান (পৃঃ ৬১ পং ৭) করাইয়া দর্পণ মার্জনপূর্বক যথাস্থানে রাখিয়া গণেশাদির পূজা করিবেন। অতঃপব—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" মন্ত্রে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া—"ওঁ জটাজুট" (পৃঃ ২৮ পং ৫) ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানান্তে—রজতাসন অর্চনাপূর্বক "এতদ্রজতাসনং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্য মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" ইত্যাদিরূপে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবেন। অনেকস্থলে মার্কণ্ডের পুরাণের মতানুসারে—"জটাজুট" মন্ত্রে ধ্যানের পরিবর্তে নিম্নরূপে ধ্যান করেন।

ধ্যান—"ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী। বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥ দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বা ললন ভীষণা। নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥" এইমন্ত্রে ধ্যানান্তে "ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া, অষ্টোত্তরশত দীপ জ্বালিয়া উৎসর্গ করিবেন। অনেকে কুলাচার অনুসারে অষ্টোত্তরশত দীপ উৎসর্গের পূর্বে অষ্টোত্তরশত পদ্ম দেবীর চরণে দান করেন।

পদ্মোৎসর্গ—"বং এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শতসংখ্যক পঙ্কজ পুষ্পায় নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে (বনস্পতয়ে বা) নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" অতঃপর উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ এতানি অষ্টোত্তর শতসংখ্যক পদ্মপুষ্পাণি (পঙ্কজ পুষ্পাণি বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতানি 'ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ' ইত্যাদি প্রত্যেকেন পঠিতেন শ্রীভগবদ্দুর্গাদেবী চরণে দান কর্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি)। অতঃপর একটি একটি করিয়া পদ্ম লইয়া "ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্য মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে দান করিবেন।

অষ্টোত্তরশত দীপোৎসর্গ—"ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তরশত দীপেভ্যোঃ নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতাভ্যাঃ অষ্টোত্তরশত দীপেভ্যোঃ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্প এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠপূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরো তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধো অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ এতান্ অষ্টোত্তরশত দীপান্ ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।" এইরূপে উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—"ওঁ সংসারধ্বান্তনাশায় পবিত্রজ্যোতিরাপ্তয়ে। দত্তেয়ং গৃহ্যতাং দেবি কৃপয়া দীপমালিকা॥"

বিঃ দ্রঃ—যাঁহারা মার্কণ্ডেয় পুরাণানুযায়ী "কালী করালবদনামিত্যাদি" ধ্যানপূর্বক পূজা করিবেন তাঁহারা পদ্মোৎসর্গে "চামুণ্ডা প্রীতিকামঃ" বলিবেন ও "দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ" স্থলে "ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিবেন। উৎসর্গে "হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন" বলিবেন। দীপোৎসর্গেও এই প্রকার "ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ" বলিবেন। প্রার্থনা মন্ত্র একই হইবে।

অতঃপর "এতে গন্ধপুষ্পে নবপত্রিকাধিষ্ঠাতৃগণেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে নবপত্রিকার পূজা করিবেন। অতঃপর সংক্ষেপে বলিদানাদি করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ, জপ সমর্পণপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বমঙ্গলে মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥" অতঃপর দুর্গার প্রদক্ষিণ স্তোত্র (পৃঃ ৯১ পং ৬) পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করিবেন। অসম্ভব স্থলে শুধুমাত্র স্তোত্রটি পাঠ করিবেন।

অর্দ্ধরাত্রিবিহিত পূজা

কুলাচারানুযায়ী সপ্তমীদিনে, অথবা অষ্টমী দিবসে যেদিন অর্ধরাত্রে অষ্টমী তিথি প্রাপ্ত হয়। সেইদিন অর্ধরাত্রে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা, বলিদান ইত্যাদি করিতে হয়। যথারীতি আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গা দেব্যাঃ অর্দ্ধরাত্রিবিহিতপূজা কর্মণি ওঁ পুণ্যহম্ ভবন্তো ব্রুবন্তু॥" ইত্যাদি মন্ত্রে স্বস্তিবাচন করিয়া স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে যথারীতি তিল, কুশ, হরিতকী ও অক্ষতাদি লইয়া উত্তরাস্যে বসিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গা দেব্যাঃ অর্ধরাত্রিবিহিতপূজা কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।" অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

তাহার পর সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি, সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি (পৃঃ ১৯ পং ১ হইতে পৃঃ ২৩ পং ৪) পর্যন্ত কার্য্য অর্থাৎ সামান্যার্ঘ্য, দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তিবলি, আসনশুদ্ধি

ও ভূতশুদ্ধি পর্যন্ত করিয়া প্রাণায়ামপূর্বক "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস ও "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাসপূর্বক, "ওঁ জটাজুট" (পৃঃ ২৮) ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য (পৃঃ ২৯) স্থাপনপূর্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর দেবীর পুনর্ধ্যানান্তে (পৃঃ ২৮) দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনান্তে "ইদং রজতাসনাং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" এইক্রমে পূজান্তে, "হ্রীং শ্রীং ওঁ উগ্রচণ্ডাদ্যষ্টনায়িকাভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর—"হ্রীং শ্রীং ওঁ চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো নমঃ।" এবং "হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ। হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যাদি নবদুর্গাভ্যো নমঃ। হ্রীং শ্রীং ওঁ জয়ন্ত্যাদিভ্যো নমঃ। ওঁ ত্রিশূলদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ, ওঁ কিরীটাদিভূষণেভ্যো নমঃ। "এইরূপে একত্রে পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন।

অতঃপর—"ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ। ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং বটুকেভ্যো নমঃ। ক্লীং ওঁ ক্ষেত্রপালগণেভ্যো নমঃ। ওঁ ভৈরবেভ্যো নমঃ, ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ প্রতিমাস্থদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ চিত্রস্থদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ সূর্য্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে সমস্ত একত্রে পঞ্চোপচারে অথবা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক সংক্ষেপে বলিদান (পৃঃ ৮৩) করিবেন। অতঃপর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ, জপ সমর্পণ, প্রদক্ষিণ স্তোত্র পাঠপূর্বক—"সর্বমঙ্গলে মঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।—ইতি অর্ধরাত্রিবিহিত পূজা।

মহানবমী পূজা

নবমীতে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক বিল্ববৃক্ষের নিকটে গিয়া আচমন এবং বিষ্ণুস্মরণপূর্বক বিল্ববৃক্ষের পূজা করিবেন (পৃঃ ৪১ পং ৩)। অতঃপর দেবীর সম্মুখে উত্তরাস্যে শুদ্ধাসনে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও সূর্য্যার্ঘ্য দান করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ, ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ওঁ হ্রীং জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—তাম্রপাত্রে আতপ তণ্ডুল লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদনপূর্বক—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ মহানবমীবিহিতপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবান্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ মহানবমীবিহিতপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ মহানবমীবিহিতপূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" এইরূপে স্বস্তিবাচনপূর্বক স্ববেদোক্ত (যজমানের বেদোক্ত বা) স্বস্তিসূক্ত পাঠ (পৃঃ ১২) পূর্বক সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন এবং সাক্ষ্যমন্ত্র (পৃঃ ১৩) পাঠান্তে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক দীর্ঘায়ুষ্ট্বসর্বপাপ-প্রণাশন পরমৈশর্য্যাতুলধন-ধান্যপুত্রপুত্রাদ্যন্নবচ্ছিন্ন মিত্রবিবর্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর রাজসম্মানদ্যভীষ্টসিদ্ধ্যর্থমমূত্র দেবীলোক প্রাপ্তয়ে চ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ মহানবমীপূজা স্নপন, বলিদান কর্মান্যহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।" অতঃপর স্ব-বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন। অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি নমস্কার, দিগ্বন্ধন, পুষ্পশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি করিয়া সঙ্কল্পপূর্বক মহাস্নান করাইবেন।

বিঃ দ্রঃ—প্রথমে মহাসপ্তমীর ন্যায় পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবেন। যথা—"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, অতঃপর মহাস্নানের সঙ্কল্প করিবেন।

মহাস্নান সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরাম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো

বা) ধনপুত্রবিবর্দ্ধন যজ্ঞশত ফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীভগবদ্দুর্গা দেবীমহং স্নাপয়িষ্যে (পরার্থে—স্নাপয়িষ্যামি)।" অতঃপর দর্পণে তৈল-হরিদ্রা প্রক্ষণ করিবেন। মন্ত্র (সামবেদী) — "ওঁ শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত। বসূনি জাতে জনিমান্যোজসা, প্রতিভাগং ন দীধিমঃ॥" (যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী) ওঁ কোঽসি কতমোঽসি, কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা। সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্যরাজন্॥"

অতঃপর যথারীতি মহাস্নান (পৃঃ ৫৪ পং ৮ হইতে পৃঃ ৬ পং ২ পর্যন্ত) করাইয়া, ভূতশুদ্ধি, বা সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ব্যাপকন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, দেবীর ধ্যান, মানসপূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, আবাহন বাদ দিয়া পীঠপূজাদি (পৃঃ ২২ পং ৬ হইতে পৃঃ ২৭ পং ৪ পর্যন্ত) কর্ম সমাধা করিয়া, যথাবিধি গণেশাদির পূজা (পৃঃ ৩৫ পং ৬৬ হইতে পৃঃ৩৭ পং ১ পর্য্যন্ত) করিয়া দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা (পৃঃ ৩৭) করিয়া, প্রতিমাস্থ দেবতাদের পূজা (পৃঃ ৭২) করিয়া, নবপত্রিকা পূজা (পৃঃ ৮৪) করিয়া, আবরণ পূজা (পৃঃ ৭৭ পং ১), পূর্বক নবমীবিহিত বিশেষ পূজা করিবেন এবং বটুকাদি, ক্ষেত্রপালাদি ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণেরও পূজা (পৃঃ ১০২ পং ৭ হইতে পৃঃ ১০৩ পং ১ পর্য্যন্ত) করিবেন।

নবমীবিহিত বিশেষ পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুধিরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ বলিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ, ওঁ মহিষঘ্নৈ নমঃ, ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ, ওঁ শিবদূত্যৈ নমঃ, ওঁ শিবায়ৈ নমঃ, ওঁ মহাবলায়ৈ নমঃ, ওঁ মহোদর্য্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর বলিদানাদি করিয়া অভয়ার পূজা করিবেন।

অভয়ার পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক—"পিষ্টক নির্মিত মানপত্রস্থং শত্রুং গৃহদ্বারমানীয় কৃত্রিম রুধিরং তস্যোপরি দত্ত্বা, রক্তচন্দনেন তিলকং কৃত্বা, রক্তবস্ত্রেনাচ্ছাদ্য বামহস্তেন জলপুষ্পং গৃহীত্বা 'ওঁ দেবী শত্রোরুধিরং পিব পিব, অস্মাকং শত্রূণ্ মারয় মারয়' ইমং মন্ত্র মনসি উচ্চার্য্য—"ওঁ নিলয়ং যান্ত তে সর্বে যে মাং হিংসন্তি জন্তবঃ। মৃত্যুরোগভয়ক্লেশাঃ পতন্তু শত্রুমস্তকে॥" ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা "এষ শত্রুবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ॥"—ইতি মন্ত্রেণ শত্রু মস্তকে জলপুষ্পং দদ্যাৎ।"

অস্যার্থ—পিটুলী দ্বারা একটি পুতুল নির্মাণ করিয়া মানপাতায় রাখিয়া শত্রুর গৃহদ্বারে আনিয়া অর্থাৎ পূজা মণ্ডপের বাহিরে আনিয়া তদুপরি কৃত্রিম রক্ত (আলতা) দিবেন। রক্তচন্দন দ্বারা ললাটে তিলক গ্রহণ করিবেন। রক্তবস্ত্র দ্বারা পুতুলটিকে আচ্ছাদিত করিবেন। বামহস্তে জলপুষ্প লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ দেবি শত্রোরুধিরং পিব পিব অস্মাকং শত্রূণ্ মারয় মারয়।" মনে মনে এই মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। পুনরায় মনে মনে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ নিলয়ং যান্ত তে সর্বে যে মাং হিংসন্তি জন্তবঃ। মৃত্যুরোগভয়ক্লেশাঃ পতন্তু শত্রুমস্তকে॥" এই মন্ত্র মনে মনে পাঠপূর্বক, "এষ শত্রুবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে পুতুলের মস্তকে জল এবং পুষ্প দিবেন। অতঃপর বামহস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া পিছন দিকে ফিরিয়া, আমি শত্রু নিধন করিলাম, ইহা মনে মনে চিন্তাপূর্বক, "ওঁ স্ফেং স্ফেং হুঃ ফট্।" মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া খড়্গদ্বারা পুতুলটিকে তিনখণ্ড করিবেন। অতঃপর প্রথম খণ্ড—"ওঁ হ্রৌং বৌং কোকিলাক্ষায় এষ শত্রুমস্তকবলির্নমঃ।" মধ্যখণ্ড—"ওঁ হ্রীং দংষ্ট্রাকরালবদনায়ৈ এষ শত্রুস্কন্ধবলির্নম।" শেষখণ্ড—"ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ এষ শত্রুর্জঙ্ঘাবলির্নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া, পূজা মণ্ডপে আসিয়া হস্তপাদাদি প্রক্ষালনপূর্বক আচমনাদি করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠাদি কর্ম করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—যাঁহাদের এইরূপ রীতি রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। সর্বক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে।—ইহা শত্রুবলিঃ।

অতঃপর প্রার্থনা মন্ত্র পাঠান্তে, প্রদক্ষিণ স্তোত্র, স্তব-কবচাদি পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—"ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শঙ্করপ্রিয়ে। মহিষাসৃঙ্মদোন্মত্তে প্রণতোঽস্মি প্রসীদ মে॥ ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্। হর রোগং হর ক্ষোভং

হর মারীং হরপ্রিয়ে ॥ ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে। ধর্মার্থকাম সম্পত্তিং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে ॥ ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী। আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে ॥ ওঁ আয়ুর্দদাতু মে কালী পুত্রান্ দেহি সদাশিবে। ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম ॥ ওঁ শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী। হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্বতঃ পাতু কালিকা ॥ ওঁ আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণম্। বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিম্ ॥ ওঁ রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠা চ লক্ষ্মীস্তস্য সদা স্থিরা। প্রভুত্বং তস্য সামর্থ্যং যস্য ত্বং মস্তকোপরি ॥ ওঁ নির্বীর্য্যোঽগুণবান্ বাপি সত্যচার বিবর্জিতঃ। নরঃ পৌরুষমাপ্নোতি যস্য ত্বং মস্তকোপরি ॥ ওঁ জয়ং দেহি মহামায়ে জগতশ্চাপরাজিতে। ত্রৈলোক্যস্বামিনী ত্বং হি ক্ষুৎপিপাসার্তিনাশিনী ॥ ওঁ ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম। অগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমম্ (মমালয়ম্) ॥ অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মাল্যং মলয়বাসিনি। গৃহাণ বরদে দেবী কল্যাণং কুরু মে সদা ॥ ওঁ ইয়ং সাংবৎসরী পূজা যা কৃতা দেবি তে ময়া। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥ ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি। যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তমে ॥ ওঁ কায়েন মনসা বাচা কর্মণা যৎ কৃতং ময়া। তৎসর্বং পরিপূর্ণ মে ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥"—ইতি প্রার্থনা মন্ত্রম্।

কুমারী পূজা

প্রমাণম্—হোমাদিকং হি সকলং কুমারী পূজনং বিনা। পরিপূর্ণফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥—জ্ঞানার্ণব রুদ্রযামল তন্ত্রে।

অস্যার্থ—জ্ঞানার্ণব রুদ্রযামল তন্ত্রে বলা হইয়াছে—পূজা, হোম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য কুমারী পূজা বিনা পরিপূর্ণ ফল দান করে না। অতএব দেখা যাইতেছে, কুমারী পূজা অবশ্য কর্তব্য।

কুমারীর বয়সভেদে নাম—একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা যা সরস্বতী। ত্রিবর্ষা চ ত্রিধামূর্তিশ্চতুবর্ষা চ কালিকা। সুঙ্গা পঞ্চবর্ষা তু, ষড়বর্ষা তু উমা ভবেৎ। সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা তু কুব্জিকা ॥ নবভিঃ কালসন্দর্ভা চ দশভিশ্চাপরাজিতা। একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী ॥ ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী-র্দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা। ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শেচাম্বিকা স্মৃতা ॥ এবং ক্রমেণ সম্পূজ্য যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে। প্রতিপদাদিপূর্ণান্তং বৃদ্ধিভেদেন পূজয়েৎ ॥ মহাপর্বসু সর্বে বিশেষাচ্চ পবিত্রকে। মহানবম্যাং দেবেশি কুমারীঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥

অর্থাৎ একবর্ষা কুমারীর নাম সন্ধ্যা। এইরূপে—দ্বিবর্ষা—সরস্বতী, তৃতীয়বর্ষা—ত্রিধামূর্তি, চতুর্বষা—কালিকা, পঞ্চমবর্ষা—সুভগা, ষড়বর্ষা—উমা, সপ্তমবর্ষা—মালিনী, অষ্টমবর্ষা—কুব্জিকা। নবমবর্ষা—কালসন্ধর্ভা, দশমবর্ষা—অপরাজিতা, একাদশবর্ষা—রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা—ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষা—মহালক্ষ্মী, চতুর্দশবর্ষা—পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষা— ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শবর্ষা অম্বিকা নামে খ্যাতা। এইক্রমে পূজা করিবেন। যতদিন কন্যা ঋতুমতী না হয়, ততদিন তাহাকে কুমারীরূপে পূজা করিবেন। বয়সভেদে নামকরণ না করিয়া পূজা করিলে নিষ্ফল হয়। মহানবমীতে অবশ্যই কুমারী পূজা করিবেন।

প্রয়োগ—সুলক্ষণা কুমারীকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া আসনে বসাইয়া কুমারীর পাদদ্বয় ধৌতপূর্বক অলক্তক দ্বারা রঞ্জিত করিবেন। তাহার গলদেশে সুগন্ধ ফুলের মাল্য ও ললাটে সিন্দূর তিলক দিবেন।

অতঃপর আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন, যথা—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ কুমারী পূজাকর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, পুণ্যাহম্ ॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ কুমারী পূজাকর্মণি, ওঁ স্বস্তি, ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ কুমারী পূজাকর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তো, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্ ॥" অতঃপর স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠ করিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প— তাম্রপাত্রে (কুশীতে) তিল, জল, হরীতকী, পুষ্প, কুশত্রিপত্রাদি লইয়া, উত্তরাস্যে বসিয়া, দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাকর্মণঃ পরিপূর্ণফলপ্রাপ্তিকামঃ কুমারী পূজনমহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি)। অতঃপর, স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। অতঃপর গুরু গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া, পুষ্পাদি লইয়া কুমারীর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীং। নানালঙ্কারভূষাঙ্গী ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীং॥ চারুহাস্যং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্। ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্॥"

ধ্যানান্তে প্রথমে কুমারীর হস্তে এক গণ্ডূষ জল দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ঐং এতজ্জলম্ ওঁ অমুক (বয়সানুসারে নাম) কুমার্য্যৈ নমঃ।" অতঃপর পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"হ্রীং এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ। শ্রীং ইদমর্ঘ্যং ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ। হূং এষ গন্ধঃ ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ। হ্রীং এতৎ পুষ্পম্ ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ। হেঁসৌঃ এষ ধূপঃ ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ। হেঁসৌ এষ দীপঃ ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ। হেঁসৌঃ এতন্নৈবেদ্যম্ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ।" অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ঐঁ হ্রীং শ্রীং হূং হেঁসৌঃ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ। হেং বৈং হ্রীং শ্রীং স্বাহা শিরসে স্বাহা নমঃ। ওঁ শ্রীং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। ঐঁ কুলবাগীশ্বরি কবচায় হুং নমঃ। ঐং কুলেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। হ্রীং অস্ত্রায় ফট্ নমঃ।"

অতঃপর—"ঐং সিদ্ধজায় পূর্ববক্ত্রায় নমঃ। ঐং জযায় উত্তরবক্ত্রায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং কুব্জিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ। ঐং কালিকে দক্ষবক্ত্রায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজান্তে বারত্রয় কুমারীকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ নমামি কুলকামিনীং পরমভাগ্য সন্দায়িনীং, কুমারী রতিচাতুরীং সকলসিদ্ধি-মানন্দিনীম্॥ প্রবালগুটিকাস্রজং রজতরাগবস্ত্রান্বিতাং, হিরণ্যতুলভূষণাং ভুবনবাক্‌কুমারীং ভজে॥" প্রণামান্তে দক্ষিণান্ত করিবেন।

দক্ষিণান্ত—দক্ষিণা দ্রব্য একটি পাত্রে রাখিয়া—"বং এতস্মৈ রজতায় (স্বর্ণায়, মৌক্তিকায় বা) নমঃ।" মন্ত্র তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতায় (স্বর্ণায়, মৌক্তিকায় বা) নমঃ।" মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে নারায়ণোদ্দেশে গন্ধপুষ্প দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ। অতঃপর উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসহ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ (তৎকালীন তিথি উল্লেখ্য) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজাদি কর্ম-পরিপূর্ণফলপ্রাপ্তিকামনয়া কৃতৈতৎ কুমারী পূজন কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং (স্বর্ণং, মৌক্তিকং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নৈ অমুক কুমার্য্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)।" এইরূপে উৎসর্গ করিয়া কুমারীর হস্তে দিবেন। অতঃপর কুমারীকে যাহা পরিচ্ছদাদি দিবার দিয়া তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইবেন।—ইতি কুমারী পূজা।

বিঃ দ্রঃ—হোম শেষে কুমারীর পূজা কর্তব্য। হোমের পূর্বে কুমারী পূজা ঠিক নহে।

দক্ষিণান্ত বিধি

মূলদক্ষিণা—প্রথমে দক্ষিণার অর্চনা করিবেন। যথা—"ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।" অতঃপর উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দেবশর্মা শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ বার্ষিক শরৎকালীন দুর্গামহা-পূজাকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ অর্চিতম্ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে॥ (পরার্থে—দদানি)।"

ব্রাহ্মণাদির দক্ষিণা—সমস্তই উপরোক্ত নিয়মে অর্চনাদি করিবেন। উৎসর্গ বাক্য—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য সঙ্কল্পিত) বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজাকর্মণি পূজক কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং (তন্ত্রধারক হইলে—তন্ত্রধারককর্মণঃ, চণ্ডীপাঠক হইলে—দেবীমাহাত্ম্য পাঠক কর্মণঃ) সাঙ্গতাথং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ অর্চিতম্ অমুকগোত্রায় (তন্ত্রধারক হইলে—তাঁহার নাম গোত্র উল্লেখ্য দেবীমাহাত্ম্য পাঠক হইলে—তাঁহার নাম গোত্র উল্লেখ্য) শ্রীঅমুক দেবশর্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)।" ব্রাহ্মণগণ "স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

বিজয়া দশমী কৃত্য

দশমী দিবসে কৃতনিত্যক্রিয় পূজক পঞ্জিকা নির্দিষ্ট শুভ সময়ে, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপনাদি কর্ম সমাপ্ত করিয়া দেবীর ধ্যানান্তে ষোড়শোপচার, দশোপচার বা পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক দধিকরম্ব (চিপিটকাদি) নিবেদন করিয়া করযোড়ে—"ওঁ দুর্গাং শিবাং" ইত্যাদি প্রদক্ষিণ স্তোত্রম্ (পৃঃ ৯১ পং ৬) পাঠ করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

যোনিমুদ্রা

প্রার্থনা মন্ত্র—"ওঁ বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চিতম্। পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বরি॥" অতঃপর ঘটে হস্ত দিয়া—"হ্রীং ওঁ দুর্গে দেবি ক্ষমস্ব" বলিয়া ঘট কিঞ্চিৎ চালিত করিবেন। অতঃপর যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা নির্মাল্য পুষ্প গ্রহণ করিয়া—"ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্বতবাসিনী। ব্রহ্মযোনি সমুৎপন্নে গচ্ছদেবি মমান্তরম্॥" মন্ত্র পাঠান্তে ঈশানকোণে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া—"ওঁনির্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক "ওঁ চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ" মন্ত্রে চণ্ডেশ্বরীর পূজা করিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্। বিসর্জনং ন জানামি ত্বং গতি পরমেশ্বরি॥ ওঁ কায়েন মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যা গতির্মম। অন্তশ্চারেণ ভূতানাং ত্বং গতি পরমেশ্বরি॥ ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্বং ক্ষম্যতাং দেবি কস্য ন স্খলিতং মনঃ॥"

সংহার মুদ্রা

অতঃপর দেবীর আসন ধরিয়া পাঠ করিবেন।—"ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবী চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ। কুরুস্ব মম কল্যাণ মষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকা। ব্রজস্রোতা জলে বৃদ্ধ্যৈ তিষ্ঠ গেহে চ ভূতলে॥ ওঁ দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥ ইমাং পূজাং মহাদেবি ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং। রক্ষার্থন্তু সমাদায় ব্রজ স্বস্থান মুত্তমং॥ ওঁ যথাশক্তি কৃতা পূজা সমস্তাঃ শঙ্করপ্রিয়ে। গচ্ছন্তু দেবতাঃ সর্বা দত্বা তু বাঞ্ছিতং বরম্॥ কৈলাস শিখরে রম্যে সংস্থিতা ভবসন্নিধৌ। পূজিতাসি ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চিতে॥ তাং প্রগৃহ্য বরং দত্বা কুরু ক্রীড়া যথাসুখম্। যন্ময়োপহৃতং কিঞ্চিৎ বস্ত্রগন্ধানুলেপনম্॥ তৎসর্বমুপভূজ্য ত্বং গচ্ছ দেবি যথাসুখম্। ওঁ রজ্যং শূন্যং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিদ্রতা। ত্বামৃতে ভগবত্যম্ব কিং করোমি বদস্ব তৎ॥" অতঃপর "ওঁ পূজিত দেবতাঃ ক্ষমধ্বম্।" বলিয়া বিসর্জন করিবেন।

অতঃপর—"ওঁ নিমজ্যাম্ভসি সম্পূজ্য পত্রিকা বর্জিতা জলে। পুত্রায়ুর্ধন বৃদ্ধর্থ্যং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥" এই মন্ত্র পাঠপূর্বক জলমধ্যে প্রতিমা বিসর্জন করিবেন। প্রচলিত প্রথানুসারে মৃৎপাত্রস্থ জলে দর্পণ বিসর্জনও করিতে পারেন। তৎপরে কুলাচারআনুসারে অপরাজিতা পূজা করিবেন। অতঃপর শান্তি আশীর্বাদ করিয়া প্রশস্তি বন্দন ও অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।—ইতি বিজয়া দশমী কত্যম।

শান্তিমন্ত্র
বৈদিক শান্তিমন্ত্র

সামবেদীয়—"ওঁ কয়া ন শ্চিত্র ইত্যস্য মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া ন শ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। ওঁ কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। কস্তাসত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো-মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসু॥ ওঁ অভী ষু ণ সখীনাম্ অবিতা জরীতৃণাং শতং ভবা স্যূতয়ে॥ ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি॥ দৌঃ শান্তি, অন্তরীক্ষং শান্তি, পৃথিবীং শান্তি, আপোঃ শান্তি, ওষধয়ো শান্তি, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, ব্রহ্মং শান্তি, সর্বং শান্তি, শান্তিরেব শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥"

যজুর্বেদীয় শান্তি—"ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনোযজুঃ প্রপদ্যে, সামপ্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষু শোত্রং প্রপদ্যে, বাগৌ যঃ সহজো ময়ি। প্রাণাপানয়োর্যন্মেচ্ছিদ্রং চক্ষুষো-র্হৃদয়স্য ব্যতিতীর্ণং বৃহস্পতির্মেদধাতু শন্নোভবতু ভুবনস্য যস্পতি॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো হরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥" তিনবার এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিনবার শান্তিবারি দিবেন।

ঋগ্বেদীয় শান্তি— "ওঁ সদ্দলী পাবয়ন্তে তন্মুঞ্চয়তি বচো যথা। আভ্যাবন্তং যথাবন্তং যত্র বেদম্ ইতি ব্রুবন্। যায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী॥ সন্ জনানাম্ অভিহিতো যত্রবেদম্ ইতি ব্রুবন্॥ ওঁ ইন্দ্রস্তং কিং বিভুং প্রভুর্ভানুনাম সরস্বতীম্। যেন সূর্য্যম অরোচয়ৎ যেনোমোরোদসী উভে॥ ওঁ জুষস্বাগ্নে অঙ্গীরস কান্বং মেধাতিথিম্ আত্মসোমস্যববৃহৎ শোতস্যূর্মধ্যমোত্তমঃ। যুষস্বাগ্নে আঙ্গীরসঃ শোতস্যূদ্যৈবরীতমঃ। অশান্ত মাশান্তমাভিঃ শান্তে স্বস্তিম্ অকুর্বত॥ ওঁ শন্ন কণিকৃদন্ দেব পর্যন্যা হভিবর্ষতু॥ ওঁ ওষধয়ঃ প্রদীপয়ন্তাং শন্নোদ্যাবা পৃথিবীশং প্রজাভ্যঃ শন্নো হস্ত দ্বিপদেশং চতুস্পদে॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ

স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো হরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ॥'' তিনবার মন্ত্র পাঠ পূর্বক শান্তি দিবেন।

তান্ত্রিক শান্তিমন্ত্র—''ওঁ সুরাস্ত্বাম্ অভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়। বাসুদেব জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ বিভুঃ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে॥ ১ ॥ ওঁ আখণ্ডলো হুগ্নির্ভগবান্ যমোবৈ নৈর্ঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ॥ ব্রহ্মণাসহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পান্তু তে সদা॥২ ॥ ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মী-ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধাক্ষমামতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তি স্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বাম্ অভিষিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ॥৩ ॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহস্ত্বাম্ অভিষিঞ্চন্তু রাহু কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥৪ ॥ ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবানাগা দৈত্যাশ্চাপ্ সরসাংগণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেব-দানব-গন্ধর্বা-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ॥ এতেত্বাম্ অভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥৫ ॥ উক্ত পাঁচটি মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ শেষে—''ওঁ শান্তি'' বলিয়া শান্তিবারি দিবেন।

পঞ্চামৃত শোধন মন্ত্র

পঞ্চামৃত দ্রব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা (চিনি)। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত স্বশাখোক্ত পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রে শোধন করিবেন। মধু এবং শর্করা শোধন মন্ত্র পৃথক, তাহা দেওয়া হইল।

মধুশোধন—''ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। মধুনক্তম্ উতোষযো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌর হস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নোবনস্পতি র্মধুমাঁ হস্তু সূর্য্যো। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু॥''

শর্করা শোধন—পঞ্চগব্যে কুশোদক দান মন্ত্রে শর্করা শোধন করিবেন।

অপরাজিতা পূজা

বিজয়া দশমী দিবসে কুলাচার অনুসারে দেবীর বিসর্জনের পর বিজয় কামনায় এই পূজা করিতে হয়।

প্রথমে রক্তচন্দন লিপ্ত তাম্রপাত্রে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তদুপরি মূলসহ শ্বেত অপরাজিতা লতা স্থাপন পূর্বক—আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বক অপরাজিতা পূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বক অপরাজিতা পূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বক অপরাজিতা পূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" অতঃপর স্ব বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১৪) পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, জল, হরীতকী, আতপ তণ্ডুল ও পুষ্প লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক—উত্তরাস্যে বসিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) বিজয়লাভ কামো হপরাজিতা পূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। অতঃপর স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৬) পাঠপূর্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পূর্বক "ঐং" মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া, করন্যাস করিবেন। যথা— "ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্॥"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ আং হৃদয়ায় নম, ঈং শিরসে স্বাহা, ঊং শিখায়ৈ বষট্, ঐং কবচায় হুং, ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥"

অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—(শিরসি)— ওঁ বেদব্যাস ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—অনুষ্টুভছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ওঁ অপরাজিতায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ওঁ ঐং বীজায় নমঃ। (পাদয়োঃ)—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাঙ্গে)—ওঁ ঐং কীলকায় নমঃ।'' অতঃপর দেবীর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—''ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং ভুজগাভরণোজ্জ্বলাম্। বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিয়ান্বিতাম্॥ শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্। পীনোত্তুঙ্গ স্তনাং শ্যামাং বরপদ্মসুমালিনীম্॥''

এইরূপে ধ্যান পূর্বক, মানসপূজা করিয়া—''ওঁ ঐং অপরাজিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ॥'' এইক্রমে আবাহন পূর্বক পুনর্ধ্যান করতঃ—''ওঁ হ্রীং অপরাজিতায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে ষোড়শোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিবেন। অতঃপর ''ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ।'' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। অতঃপর করযোড়ে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—''ওঁ চারুণা মুখপদ্মেন বিচিত্র কনকোজ্জ্বলা। জয়া দেবি শিবে ভক্ত্যা সর্বান্ কামান্ দদাতু মে॥ ওঁ কাঞ্চনেন বিচিত্রেণ কেয়ূরেণ বিভূষিতা। বিজয়া চ মহাভাগা করোতু বিজয়ং মম॥ ওঁ হারেণ সুবিচিত্রেণ ভাস্বৎ কণকমেখলা। অপরাজিতা রুদ্রলতা করোতু বিজয়ং মম॥ সর্বকামার্থ সিদ্ধ্যর্থং তস্মাত্বং ধারয়াম্যহং। পূজিত্বয়ি শ্রেয়োদেবি মমাস্তু দূরিতং হতঃ। প্রসন্নার্হা ভবেয়ুর্মে ধনধান্য সমৃদ্ধয়ঃ॥'' অতঃপর ক্ষমস্ব মন্ত্রে এক গণ্ডুষ জলদ্বারা বিসর্জন করিয়া, অপরাজিতা লতাকে দেবীরূপে চিন্তা পূর্বক অভিলষিত ফল লাভ কামনায় দক্ষিণ করে ধারণ করিবেন।

ধারণ মন্ত্র—''ওঁ জয়দে জয় দেবি ত্বং দয়াধারে হ্যপরাজিতে। ধারয়ামি ভুজে দক্ষে জয়লাভাদিবৃদ্ধয়ে॥ বলমাধেহি বলয় ময়া শত্রোঃ পরাজয়ং। উদ্ধারণাদ্ ভবেয়ুর্মে ধনধান্যাদি সম্পদ॥''

অনন্তর দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।—ইতি অপরাজিতা পূজা।

শ্রীশ্রীদুর্গার স্তুতি ঃ

নারদ উবাচ ॥ ওঁ ভগবতি ভয়োচ্ছেদে কাত্যায়নি চ কামদে। কৌশিকি ত্বং মহেশানি কালিকে ত্বাং নমাম্যহম্॥ প্রচণ্ডে পুত্রদে দেবি সুপ্রীতে সুরনায়িকে। কুলোদ্যতকরে চোগ্রে পার্বতী ত্বং প্রসীদ মে॥ দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্বাশুভ নিবারিণি। সর্বে সর্বার্থদে দেবি ভব ত্বং বরদা মম॥ চণ্ডোগ্রে বরদে দেবি প্রচণ্ডে বিজয়প্রদে। ধর্মার্থকামদে দেবি কাত্যায়নি নমো হস্তুতে॥ জন্মান্তরসহস্রেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য চ। অঘং সংহর মে দেবি জ্ঞানতো হজ্ঞানতঃ কৃতম্॥ শান্তিপুষ্টিপ্রদে দেবি মাতস্ত্রৈলোক্যতারিণি। নমস্যামি জগদ্ধাত্রি ত্বামহং বিশ্বভাবিনি॥ নমস্তে হস্তু শিবে দেবি সর্বব্যাপিনি শঙ্করি। নিজধর্মাদিকং কাম্যং কল্যাণঞ্চ প্রদেহি মে॥ সর্বেষাং নাথভূতাসি ত্বমেবৈকাকিনী যতঃ। তস্মান্নমামি দেবেশি প্রসন্না বরদা ভব॥ ইয়ং সর্বেশ্বরীপূজা যন্ময়া দেবি তে কৃতা। পূর্ণা ভবতু সা সর্বা ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥ জাতস্য জায়মানস্য গর্ভস্থস্য চ দেহিনঃ। মা ভূত্তত্র কুলেজন্ম যত্র দেবীনে চণ্ডিকা॥ ওঁ॥—ইতি দুর্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

এই স্তোত্রটি মহাষ্টমী পূজার পর পাঠ করিবেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টকম্

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে। নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥১॥ নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান

স্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে। নমস্তে সদানন্দনন্দ স্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥২॥ অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ। ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রি, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৩॥ অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে। ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারহেতু, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৪॥ অপারে মহাদুস্তরে ঽত্যন্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জন্তাং দেহভাজাম্। ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৫॥ নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দণ্ডলীলা, সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলা শেষভীতে। ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৬॥ নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে, সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে। বিভূতি শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৭॥ ত্বমেকাজিতা-রাধিতাসত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা। ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৮॥ শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং, মুনিদনুজনরাণাং, ব্যাধিভিঃ পীড়িতানম্, নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং। ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥ ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকং। ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ॥ মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে। সমস্ত শ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা। স সর্ব দুষ্কৃতিং তীর্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥ পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে। স্তব রাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি॥—ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধার কল্পে দুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তম্।

দুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্

শিশৌনাসীদ্ বাক্য জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুং, কিশোরে বিদ্যায়াং বিষম বিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ। ইদানীং ভীতো ঽথঃ মহিষগলঘণ্টাঘনরবাদ্, নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥১॥ হরি শেষেণু কমলজো নাভিকমলে সমাধৌসংলীনঃ, পুরমথনদেবঃ প্রতিদিনম্। ভবাম্ভীতোমাতঃ পদকমলযুগ্মং তব বিনা নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥২॥ পরিত্যক্তাদেবা বিবিধসেবাকুলতয়া ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপভীতে ভুবয়সী। ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা। নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥৩॥ নামে বাক্যং যুক্তং নহি যদনুরক্তং জপবিধৌ ন পূজায়াং ধ্যানে ধরণিধর কন্যে মম মনঃ। প্রসীদ ত্বং মাতর্গুণরহিত পুত্রে ঽধিকদয়া, নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥৪॥ স্বয়ম্ভূস্ত্বৎ পদাম্বুজ ভজন কর্তৈব জগতাম্, অভুৎকর্তা ভর্তা হরিরপি তথৈবাস্য জগতঃ। সদা সঙ্গী শম্ভুঃ পদকমলম্ এতাদৃশম্, ঋতে নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥৫॥ মহাদেবদীনো নিজভরণচেষ্টাং প্রকুরুতে বিধিঃ, সন্ধ্যাসক্তো হরিরপি চ পেপীহতমনাঃ। জগন্মাতর্দুর্গে যদি শিশুদয়ায়াং নহিমনো, নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥৬॥ ন মন্ত্রং ন যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো। নাচাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাম্। ন জানে মুদ্রাং তে তদপি চ ন জানে বিলপনং, পরং জানে মাতস্ত্বদনুশরণং ক্লেশহরণং॥ ৭॥ পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি কৃতিনঃ পরং, তেষাং মধ্যে বিরলতরলো ঽহং তবসুতঃ। মদীয়ো ঽহং ত্যাগঃ সমুচিত কৃতির্ণো তব শিবে, কুপুত্রোজায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥৮॥ জগন্মাতর্মাতস্তব চরণ সেবা ন রচিতা নবাদত্তং, দেবি দ্রবিণমপি ভুয়স্তবময়া। তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরূপমং, যৎপ্রকুরুষে কুপুত্রোজায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥৯॥ বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণ বিরহেণা লসতয়া, বিধেয়াশক্যত্বাং তব চরণয়োর্বিচ্যুতিরভু। তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে, কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ১০॥ চিতাভস্মলেপো গরলমশনং দিক্পটোধরো জটাধারী, কণ্ঠে ভুজগপতিহারি পশুপতিঃ॥ কপালী ভূতেশোভজাত জগদীশৈক পদবীং, ভবানি তৎ পাণি গ্রহণ পরিপাটী ফলমিদম্॥১১॥ ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি হৃদি মে, ন বিজ্ঞানপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ। অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ মৃড়ানী, রুদ্রাণি শিব শিব ভবানিতি জপতঃ॥১২॥ স্বপাকে জল্পাকো ভবতি মধুপাকোম গিরা নিরাতঙ্কেরঙ্কোবিহরতি চিরং কোটি কনকৈঃ। তবাপর্ণে কর্ণবিশতি মধুবর্ণে ফলমিদং জনাঃ, কে জানতে জননি জপবিধৌ॥১৩॥ নারাধিতাসিগ্নিধিনা বিবিধপচারৈঃ, কিরুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ। শ্যামে ত্বমেব যদি কিং চ ন ময়নাথে ধৎসে, কপাম্ উচিতম্ অম্বপরং তবৈব॥১৪॥

আপৎসুমগ্নং স্মরণং ত্বদীয় করোমি দুর্গে করুণার্ণবিবেশি। নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষধাতৃষ্ণার্তাজননীং স্মরন্তি ॥১৫॥ জগদম্ব বিচিত্রম্ অত্র কিং পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি। অপরাধ পরম্পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥১৬॥ মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বং সমা ন হি। এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥১৭॥—ইতি দুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্।

দুর্গা কবচম্

ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিদম্। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ। স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ॥ ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে। গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানা বধারয়॥ উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী। চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী॥ সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্বসাধিনী। জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা॥ অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহু বজ্রধারিনী। কটিং পাতু মহাবাণী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্॥ হৃদয়ং ললিতা দেবি উদরং সিংহবাহিনী। কটিং ভগবতী দেবী দ্বাবরূ বিন্ধ্যবাসিনী॥ মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী। এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে॥ রক্ষ মাং সর্বগাত্রেষু দুর্গে দেবী নমোহস্তুতে। ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যাফলপ্রদম্॥ যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্বতীর্থ ফলং লভেৎ। যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ। ভূতপ্রেত পিশাচেভ্যো ভয়স্তস্য ন বিদ্যতে॥ রণে রাজকুলে বাপি সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। সর্বত্র পূজা মাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥—ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে শ্রীদুর্গা কবচং সমাপ্তম্।

দুর্গোৎসবের ফর্দমালা

কল্পারম্ভ—সিদ্ধি, সিন্দুর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, ঘট ১, কুশুহাঁড়ি ১, তেকাঠা১, দর্পণ ১, তীরকাঠি ৪, লালসূতা, আতপ চাউল ১ সরা, দ্বারঘট ২, কলাগাছ ২, সশীষ ডাব ৩, শিবের ধুতি ১, কল্পারম্ভের শাড়ী ১, চণ্ডীর শাড়ী ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প-বিল্বপত্র-দূর্বাদি, ধূপ, দীপ, চন্দ্রমাল্য, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরীয় ৩, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ৩, ভোগের দ্রব্যাদি, আরত্রিকের দ্রব্যাদি।

নবপত্রিকার দ্রব্য—কলাগাছ, কচুগাছ, হরিদ্রাগাছ, জয়ন্তী গাছ, বিল্বশাখা, ডালিম-ডাল, অশোক-শাখা, মানকচু গাছ, ধানগাছ, অপরাজিতা-লতা, লালসূতা, আলতা, পট্টরজ্জু ৯ গাছা, কলাপেটো, প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত কেশসংস্কার দ্রব্যাদি। যথা—**প্রতিপদে**—চিরুণী ১, মাথাঘষা দ্রব্য ১ প্রস্থ। **দ্বিতীয়ায়**—কেশবন্ধন পট্টডোর। **তৃতীয়ায়**—আলতা, দর্পণ এবং সিন্দুর। **চতুর্থীতে**—কজ্জ্বল, মধুপর্কের কাংস্যবাটি, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত তিলক। **পঞ্চমীতে**—চন্দনপাত্র সহ চন্দন ও আধার সহ পুষ্পমাল্য।

বোধনের দ্রব্য—যুগ্ম ফলসহ বিল্বডাল ১, ঘট ১, আতপ চাউল ১ সরা, গামছা ১, সশীষ ডাব ১, তীরকাঠি ৪, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, বোধনের শাড়ী ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, আসনাঙ্গুরীয় ২, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ২, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্প-তুলসী-দূর্বা-বিল্বপত্রাদি, ধূপ, দীপ, তিল, হরীতকী, নৈবেদ্য ২, মাষকলাই, শ্বেতসর্ষপ, কুচানৈবেদ্য ১, ছুরি ১, চন্দ্রমাল্য, ভোগের দ্রব্যাদি, আরত্রিকের দ্রব্যাদি।

আমন্ত্রণের দ্রব্য—আমন্ত্রণের শাড়ী ১, আসনাঙ্গুরীয় ১, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্প তুলসী-দূর্বা-বিল্বপত্রাদি, নৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী।

প্রশস্তিপাত্র (বরণডালা)—মহী (গঙ্গা বা শুদ্ধমৃত্তিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা (নুড়ি), ধান্য, পুষ্পাদি, দূর্বা, ফল (অখণ্ড কলাছড়া), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলি), সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জ্বল (কাজল), রোচনা, চামর, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, আতপ চাউল, দর্পণ, দীপ, লৌহ, তীর, হরিদ্রাসূত্র।

সপ্তমী পূজার দ্রব্য—নারায়ণ, গুরু এবং পুরোহিত বরণ। ব্রহ্মা, হোতা, সদস্য ও আচার্যের বরণ বস্ত্র, বরণাঙ্গুরীয় ৭, বরণাসন ৭, যজ্ঞোপবীত ২০, তিল, হরীতকী, ঘট ২, পঞ্চপল্লব ২, পঞ্চশস্য, পঞ্চগুঁড়ি, সশীষ ডাব ২, পুষ্প, তুলসী, দূর্বা, বিল্বপত্রাদি, আতপ চাউল ২ সরা, কুশুহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, প্রধান দীপ ১, বেল ২, সিন্দুর, গামছা ২, আরতির গামছা ১, মাষকলাই, শ্বেতসরিষা, জবাপুষ্প, কুচা নৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরীয় ৩০ বা ২০, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ৩০ বা ২০, প্রধান নৈবেদ্য ১, নৈবেদ্য ৩০ বা ২০, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নবপত্রিকার, দুর্গার, লক্ষ্মীর, সরস্বতীর এবং চণ্ডীর ও ধান্যলক্ষ্মীর শাড়ি ১টি করিয়া। কার্তিক, গণেশ, শিব, বিষ্ণু ও নবগ্রহের ধুতি ১টি করিয়া। ময়ূর, মূষিক, সিংহ, বৃষ ও নাগপাশের এবং মহিষাসুরের ধুতি বা গামছা, জয়া ও বিজয়ার শাড়ী, অর্ঘ্য, চন্দ্রমাল্য, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমাল্য, জবাপুষ্পের মাল্য, থালা ১, ঘড়া ১, ঘটি ১, লৌহ ১, শঙ্খ ১, নথ ১, ভোগের দ্রব্যাদি ও শয্যাদ্রব্য, আরতির দ্রব্যাদি।

মহাস্নানের দ্রব্য—তৈল, হরিদ্রা, বিল্বদন্তকাষ্ঠ ১, অষ্টকলস ৮, সহস্রধারা ১, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চকষায়, শিশিরোদক, ইক্ষুরস, নারিকেলোদক, সর্বৌষধি মহৌষধি মিশ্রিত জল, পঞ্চশস্য মিশ্রিত জল, সাগরোদক, পদ্মরেণূদক, দুগ্ধ, মধু, অগুরু, চন্দন, ঘৃত, চিনি, সপ্তসমুদ্রের জল, বৃষ্টির জল, সর্বতীর্থের জল, বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, গজদন্ত মৃত্তিকা, বরাহদন্ত মৃত্তিকা, চতুষ্পথ মৃত্তিকা, রাজদ্বার মৃত্তিকা, গঙ্গা মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গ মৃত্তিকা, নদীর উভয়কূল মৃত্তিকা, পর্বত মৃত্তিকা, তিলতৈল, বিষ্ণুতৈল।

মহাষ্টমীর দ্রব্যাদি—মহাস্নানের দ্রব্য, দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প প্রভৃতি, বস্ত্র, আসনাঙ্গুরীয়, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ৩০ বা ২০। দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ৩৭, কুচানৈবেদ্য ১, থালা ১, ঘড়া ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নথ ১, সিন্দুর চুবড়ী, ভোগের দ্রব্যাদি।

সন্ধিপূজা—পুষ্প-দূর্বা-বিল্বপত্রাদি, পুষ্পমাল্য, স্বর্ণাসন ১, স্বর্ণাঙ্গুরীয় ১, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ১, পাটের শাড়ী ১, থালা ১, ঘটি ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নথ ১, ভোগের দ্রব্যাদি, শয্যাদ্রব্য, প্রদীপ ১০৮।

নবমীর দ্রব্য—মহাস্নানের দ্রব্য, দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প প্রভৃতি, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্র মাল্য, বস্ত্রাদি সপ্তমীর ন্যায়, আসনাঙ্গুরীয় ৩৭ বা ২০, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ৩৭ বা ২০, নৈবেদ্য ২৭, কুচা নৈবেদ্য ১, থালা ১, ঘটি ১, সিন্দুর চুবড়ী, লোহা ১, নথ ১, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্য (সপ্তমী ও নবমীতে)।

হোমের দ্রব্য—বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, কুশ, গব্যঘৃত, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, যজ্ঞডুমুর সমিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

দশমী পূজা—সমস্ত দেবতার দশোপচার পূজা, পুষ্পাদি, নৈবেদ্য ১, ধুনা, দধি, মুড়কী, চিনি, মিষ্টান্ন, সিদ্ধি, পান। আচারানুসারে পর্য্যুসিত অন্ন (পান্তাভাত)।

কুমারী পূজার দ্রব্য—কুমারীর পরিচ্ছদাদি, দুধ, আলতা, শাড়ী, থালা, গেলাস, বাটি, পুষ্পাদি, পুষ্পমাল্য, মিষ্টান্ন, নৈবেদ্য, গোটাফল ইত্যাদি, দক্ষিণা।

অপরাজিতা পূজা—রক্তচন্দন, শ্বেত, অপরাজিতা-লতা ১, পুষ্পাদি, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্
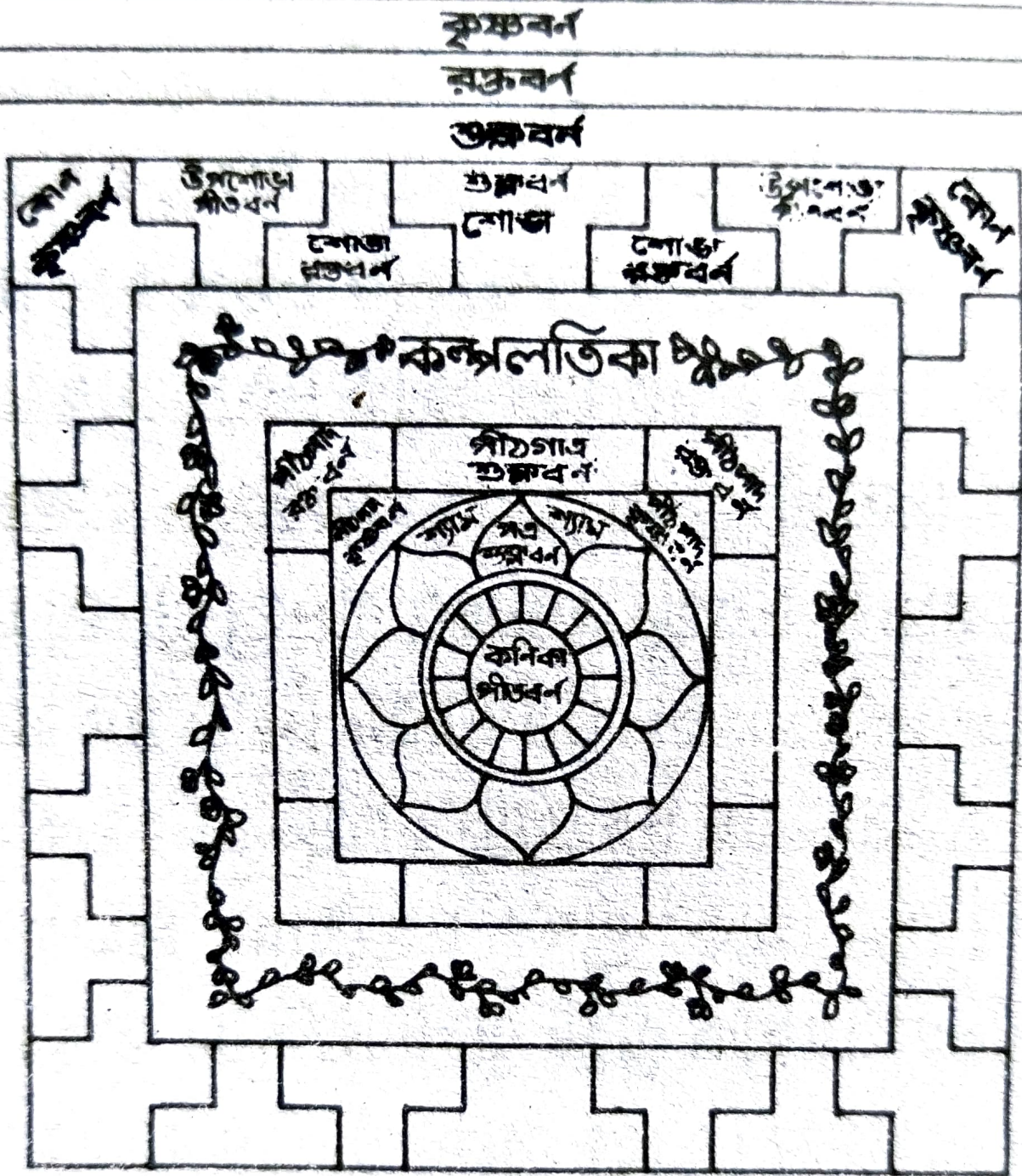
সর্বতোভদ্রমণ্ডল প্রস্তুত বিধি—পঞ্চগুঁড়ির সাহায্যে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক হস্ত প্রমাণ সমচতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কোণাকুণি দুইটি রেখা অঙ্কন করিবেন। ইহাতে চারিটি কোষ্ঠা হইবে। অতঃপর পুনরায় উক্ত চারিটি ঘরে কোণাকুণি রেখা করিয়া লইলে অঙ্কন সহজ হইবে। অতঃপর উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে দুইটি দুইটি করিয়া রেখাঙ্কন করিবেন। এইরূপে বারবার কোণাকুণি রেখা ও মধ্যরেখা অঙ্কন করিয়া সর্বশুদ্ধ ২৫৬টি কোষ্ঠায় ভাগ করিবেন। এবার মধ্যস্থলের ৩৬টি কোষ্ঠা লইয়া একটি পদ্ম অঙ্কন করিয়া, তাহার বাহিরের পঙক্তিতে বীথি, তাহার বাহিরে দ্বারের শোভা ও কোণ প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর পদ্মের বাহিরের দ্বাদশাংশ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্টাংশকে সমান তিনভাগে বৃত্তদ্বারা বিভাগ করিবেন। ইহার ১ম ভাগে কর্ণিকা, ২য় ভাগে কেশর এবং ৩য় ভাগে পদ্মের দল সকল অঙ্কন করিবেন। এইরূপে ৮টি দল অঙ্কন করিবেন। প্রতিটি পত্রের মূলভাগে দুইটি করিয়া ১৬টি কেশর হইবে। পরে চারিকোণে তিনটি তিনটি কোষ্ঠায় পীঠকোণ অঙ্কিত করিবেন। অতঃপর পীঠক্ষেত্রের অবশিষ্টাংশ কোষ্ঠায় পীঠপত্র অঙ্কন করিবেন। বাহিরের পঙক্তি দুইটিতে বীথিস্থান প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর চতুর্দিকের একেবারে বাহিরের পঙক্তি দুইটির মধ্যস্থলে চারিটি কোষ্ঠা ও তাহার উপরের পঙক্তির দুইটি কোষ্ঠা এই ছয় কোষ্ঠা দ্বারা দ্বার অঙ্কন করিবেন। এবার ৩ +১ চারি কোষ্ঠায় শোভা; পুনরায় ৩ +১ চারি কোষ্ঠায় উপশোভা অঙ্কন করিবেন। অতঃপর ছয় কোষ্ঠার চারিটি কোষ্ঠা দ্বারা দ্বার অঙ্কন করিবেন। এবার ৩ + ১ চারি কোষ্ঠায় উপশোভা অঙ্কন করিবেন। অবশেষে ৬ কোষ্ঠায় চারিটি কোণ আঁকিবেন। এইরূপে চতুর্দিকে চতুর্দ্বার, দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া শোভা, শোভা দুইটির পাশে আবার দুইটি করিয়া উপশোভা অঙ্কন করিবেন। ইহাতে মোট চারিটি দ্বার, আটটি শোভা এবং আটটি উপশোভা অঙ্কিত হইবে। অতঃপর সর্ববাহিরে তিনটি রেখা অঙ্কন করিবেন। উহার একটি শ্বেতবর্ণ; দ্বিতীয়টি রক্তবর্ণ ও তৃতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

পঞ্চগুঁড়ি— শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ।

সর্বতোভদ্রমণ্ডলে পঞ্চগুঁড়ি ব্যবহার—প্রথমতঃ এক অঙ্গুলি উচ্চ শ্বেতবর্ণের এক হাত পরিমিত মণ্ডল করিবেন। কর্ণিকায় পীতবর্ণ, পত্র শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ কেশর, পত্রসন্ধি নীলবর্ণ, দ্বার শ্বেতবর্ণ, কোণ কৃষ্ণবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ, পীঠগর্ভ কৃষ্ণবর্ণ, পীঠ শ্বেতবর্ণ ও সর্ববর্ণে অঙ্কিত করিবেন।

তন্ত্রোক্ত মতে—কর্ণিকা—পীতবর্ণ, পত্র—রক্তবর্ণ, সন্ধি— কৃষ্ণবর্ণ, কেশর—পীত ও রক্তবর্ণ।
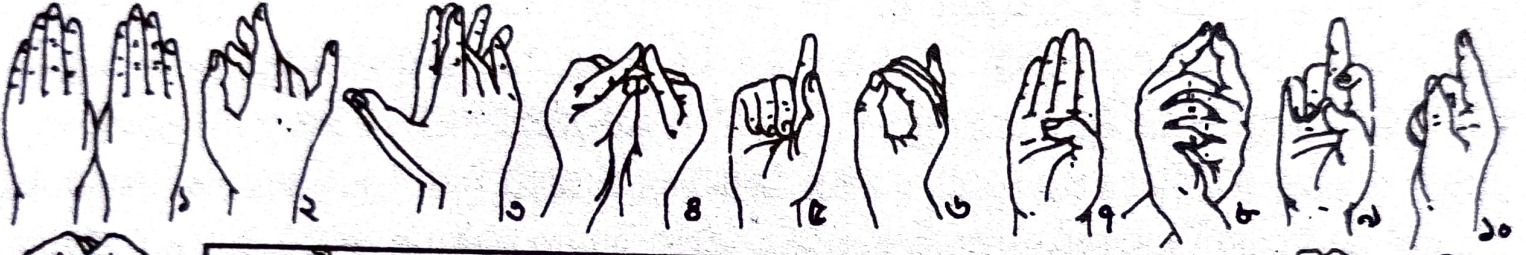
১ঃ স্থাপনী মুদ্রা ২ঃ তত্ত্ব মুদ্রা ৩ঃ ধেনু মুদ্রা ৪ঃ যোনী মুদ্রা ৫ঃ নারাচ মুদ্রা ৬ঃ লেলিহামুদ্রা ৭ঃ বরমুদ্রা ৮ঃ সংহার মুদ্রা ৯ঃ অঙ্কুশ মুদ্রা ১০ঃ অবগুণ্ঠন মুদ্রা ১১ঃ সন্নিধাপনী মুদ্রা ১২ঃ আবহনী মুদ্রা ১৩ঃ কূর্ম্মমুদ্রা ১৪ঃ সন্নিবোধনী মুদ্রা ১৫ঃ গালিনী মুদ্রা ১৬ঃ পরমীকরণ মুদ্রা ১৭ঃ মৎস্য মুদ্রা ১৮ঃ সম্মুখীকরণ মুদ্রা
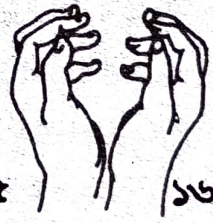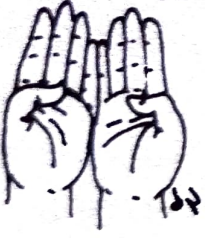
হোম প্রকরণ

সামবেদীয় হোম প্রয়োগ—হোতা কুশাসনে পূর্বাস্যো বসিয়া উষ্ণীষধারণ পূর্বক আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া আপন সম্মুখে শর্করাদি, দগ্ধমৃত্তিকা ও কীট-কেশাদি রহিত বালুকা লইয়া গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কৃত ভূমিতে চতুর্দিকে সমচতুষ্কোণ একহস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল রচনা করিয়া, একটি সাগ্র কুশদ্বারা অঙ্গুষ্ঠ সাহায্যে দ্বাদশ অঙ্গুলি মাপিয়া নখ ব্যতিরেকে ছেদন পূর্বক নৈর্ঋত কোণ হইতে পূর্বাভিমুখে উক্ত কুশটি স্থাপন করিবেন। অপর একগাছি কুশ লইয়া পূর্বোক্ত ক্রমে একবিংশতি অঙ্গুলি মাপিয়া স্থণ্ডিলের পশ্চিম প্রান্তে দুই অঙ্গুলি এবং দক্ষিণে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্থান পরিত্যাগ পূর্বক উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিবেন। অপর একটি কুশ সপ্তাঙ্গুলি মাপিয়া উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিবেন। উহার উত্তর হইতে পূর্বাভিমুখে একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ স্থাপন করিবেন। পুনরায় পূর্বক্রমে একটি সপ্তাঙ্গুল কুশ লইয়া দ্বিতীয় সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তর প্রান্ত হইতে উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিবেন। উহার উত্তর প্রান্তে পূর্বাভিমুখে অপর একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ স্থাপন করিবেন। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি কুশ লইয়া—পূর্বস্থাপিত দ্বাদশ অঙ্গুলি হইতে পাঁচটি কুশ স্থাপনের পর্যায়ক্রমে পাঁচটি মন্ত্র পাঠান্তে রেখাকরণ করিবেন। যথা—(১) দ্বাদশাঙ্গুলিপ্রমাণ কুশে—ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীর্দেবতাকা পীতবর্ণা।" (২) একবিংশতি প্রমাণ কুশে—"ওঁ রেখেয়ং অগ্নির্দেবতাকা লোহিতবর্ণা।" (৩) প্রথম প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখ কুশে—"ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতির্দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।" (৪) দ্বিতীয় প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখ কুশে—ওঁ রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা।" (৫) তৃতীয় প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখ কুশে—"ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা॥"

অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা প্রথম রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পূর্বোক্ত পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) তুলিয়া—'প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো হুবির্দেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ॥" মন্ত্র পাঠ পূর্বক উক্ত বালুকা অরত্নি প্রমাণ দূরে ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া একটি উত্তরাগ্র কুশের উপর বামহস্ত উত্তানভাবে উক্ত কুশোপরি অগ্নিস্থাপন পর্যন্ত

রাখিবেন। অতঃপর অগ্নিস্থাপন করিবেন।

বহ্নিস্থাপন—সন্নিহিত পাত্র হইতে শুদ্ধাগ্নি গ্রহণ পূর্বক—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" এই মন্ত্র পাঠান্তে উক্ত অগ্নি নৈর্ঋত কোণে নিক্ষেপ করিবেন।

পুনর্বার প্রজ্বলিত শুদ্ধ অগ্নি লইয়া—"প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্॥ এই মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নিকে দক্ষিণাবর্তে স্থণ্ডিলের উপর ঘুরাইয়া তৃতীয় রেখার উপরে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন। অতঃপর বামহস্ত তুলিয়া লইয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥ ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্ত সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখঃ। বিশ্বরূপ মহানগ্নি প্রণীতঃ সর্বকর্মসু॥" অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা আস্তৃত কুশ হইতে একটি কুশ লইয়া—"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ॥" এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্থণ্ডিলের চারিপার্শ্বে সম্মার্জন পূর্বক কুশটি নৈর্ঋত কোণে ফেলিয়া দিয়া একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া, বামপদের উপর দক্ষিণপদ স্থাপন পূর্বক উত্তরাস্যে মন্ত্র পাঠান্তে কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করতঃ জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ। বৃত ব্রহ্মা (অভাবে হোতা) বলিবেন—"ওঁ সীদামি।" (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে—কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবেন।) এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক আসনে উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মস্থাপন করিবেন। অতঃপর অযজ্ঞীয় বাধন নিমিত্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞীয় বাধন নিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। স মূঢ়মস্য পাংসুরে॥ অতঃপর কুশপুষ্পাদি দ্বারা—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর ভূমিজপাদি করিবেন।

ভূমিজপ—দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া এবং দক্ষিণহস্ত ভূমিতে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"পরমেষ্ঠীঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহে, ইদং ভদ্রসুমঙ্গলম্। পরাসপত্নান্ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্॥

অতঃপর দক্ষিণহস্তে কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণাবর্তে তৃণাদি মার্জন করিবেন। মন্ত্র, যথা—(এই তিনটি মন্ত্রের একই ঋষ্যাদি বলিয়া একবার উল্লেখ করা হইল)। কুৎস ঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা, পূর্বস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহনি, অগ্নিমারুতে শস্ত্রে, পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে, রথমিব সম্মহেমা মনীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ ১॥ "ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে, চিতয়ন্তঃ পর্বণা পর্বণা বয়ম্। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ ২॥ "ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্। ত্বমাদিত্যাঁ আ বহ তান্ হ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ ৩॥" অতঃপর কুশগুলি স্থণ্ডিলের ঈশানে পরিত্যাগ করিবেন।

অতঃপর অগ্নির পূর্বে উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত কতকগুলি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ বিছাইবেন। এবং সাগ্রকুশ দ্বারা বারত্রয় তাহার মূলদেশ আচ্ছাদন করিবেন। এইরূপে অগ্নির দক্ষিণে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত, উত্তরে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত উক্তরূপে কুশ বিছাইবেন এবং মূলদেশ আচ্ছাদন করিবেন।

অতঃপর পূর্বাদি দশদিক ক্রমে আতপ তণ্ডুল বিকীর্ণ করিবেন। যথা—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ পিতৃপতয়ে স্বাহা। ওঁ নির্ঋতয়ে স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা।" ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ঈশানায় স্বাহা। (ঈশানকোণে) ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। (নৈঋতে)—"ওঁ অনন্তায় স্বাহা॥"

অতঃপর দুইটি সাগ্রকুশ লইয়া পবিত্র বন্ধন পূর্বক—"প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ॥" মন্ত্র পাঠান্তে প্রাদেশ প্রমাণ মাপিয়া নখ ব্যতিরেকে ছিন্ন করিবেন।" প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ॥" মন্ত্র পাঠান্তে অভ্যুক্ষণ করিয়া আজ্যস্থালীতে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিয়া তাহাতে হোমের ঘৃত ঢালিবেন। অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পবিত্রের অগ্রভাগ,

বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূলদেশ ধারণ পূর্বক বামহস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত অধোমুখে রাখিয়া—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীছন্দ আজ্যদেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥" মন্ত্র পাঠান্তে পবিত্রের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত তুলিয়া একবার অগ্নিতে আহুতি দিবেন। আরও দুইবার অমন্ত্রক দিবেন। অতঃপর পবিত্রটি বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠা দ্বারা ধরিয়া কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ অগ্নিতে দিবেন। অতঃপর আজ্যস্থালী অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া অগ্নির উত্তরে রাখিবেন। অতঃপর তিনবার আজ্যপাত্র সংস্কার করিবেন এবং স্রুব বা কুশীটিও অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কুশোদক দিয়া সংস্কার করিবেন। অতঃপর উদকাঞ্জলি সেক করিবেন।

উদকাঞ্জলি সেক—দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া বামজানু উন্নত রাখিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক— "প্রজাপতিঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব।" মন্ত্র পাঠান্তে স্থণ্ডিলের দক্ষিণে নৈর্ঋত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত জলধারা দিবেন। পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক— "প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব॥" মন্ত্র পাঠান্তে পশ্চিম ও নৈর্ঋত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্যন্ত জলধারা দিবেন। পুনর্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক—"প্রজাপতিঋষি সরস্বতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব।" মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্থণ্ডিলের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত জলধারা দিবেন। পুনর্বার জলাঞ্জলি লইয়া—"প্রজাপতিঋষি সবিতা দেবতা অগ্নিপর্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং নঃ স্বদতু॥" মন্ত্র পাঠান্তে দক্ষিণাবর্তে অগ্নিকে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিবেন। অতঃপর দক্ষিণ জানু তুলিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম চ, তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্তু॥" অতঃপর বিরূপাক্ষ জপ করিবেন।

বিরূপাক্ষ জপ—উভয় হস্তে হরীতকী, পুষ্প ও কুশ লইয়া হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করতঃ উপরে দক্ষিণহস্ত ও নিচে বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া পাঠ

করিবেন। যথা—পরমেষ্ঠীঋষি রুদ্ররূপো বহ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষ জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে, বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যাপর্ণে গৃহা অন্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভে অন্তঃ সন্নিহিতানি। তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতঃ সত্যং যত্তে দ্বাদশ-পুত্রা-স্তে ত্বা সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা, পুনর্ব্রহ্মচর্য্য-মুপযন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যহং মনুষ্যেষু। ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণ মুপ ধাবত্যুপ ত্বা ধাবামি, জপন্তং মা মা প্রতিজাপী, র্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ, কুর্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষী, ত্বাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম করিষ্যামি। তন্মে রাধ্যতাং, তন্মে সমৃধ্যতাং, তন্মে উপপদ্যতাম্। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু, তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু, শ্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোঽনুজানাতু। তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ॥" মন্ত্রপাঠ পূর্বক হস্তস্থিত কুশগুলি ঈশাণ কোণে ফেলিয়া দিয়া, ফল পুষ্প ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবেন। অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম—যে উদ্দেশ্যে কুশণ্ডিকা সেই প্রধান কর্মকে প্রকৃত কর্ম বলা হয়। প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—'বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহেতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশত সংখ্যক (১০৮) (অথবা অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক (১০০৮), অথবা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক (২৮) সাজ্য-বিল্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি)।" এইরূপে সঙ্কল্প পূর্বক "ওঁ অগ্নে ত্বং বলদ-নামাসি" মন্ত্রে অগ্নির 'বলদ' নামকরণ করিয়া, কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" ধ্যানান্তে—"ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক— "এষ গন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, ইদম্

আজ্যানৈবেদ্যং ওঁ কলশায়ে নমঃ॥" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর আজ্যস্থালী সম্মুখে আনিয়া উত্তরাগ্র কুশোপরি রাখিবেন। তাহাতে তিল দিয়া, একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।" আহুতি দিয়া হুতশেষ অমন্ত্রক পাত্রান্তরে রাখিবেন। এইরূপে সর্বত্র হইবে। "প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌চ্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥" "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥" মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া—"ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো২স্তুতে। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা॥" এই মন্ত্রে একটি করিয়া সাজা বিল্বপত্র চিহ্নদ্বয়ে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। অতঃপর পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ কুশসমিধ অমন্ত্রক আহুতি দিবেন। অতঃপর উদীচ্য কর্ম করিবেন।

উদীচ্য কর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতে২স্মিন্ হোম কর্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং করিষ্যে॥" এইরূপে সঙ্কল্প পূর্বক "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির বিধুনামকরণ করিয়া, কূর্মমুদ্রা যোগে পুষ্প লইয়া—"ওঁ পিঙ্গভ্রূ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান পূর্বক "ওঁ বিধুনামে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রায় আবাহন পূর্বক—"এষ গন্ধঃ ওঁ বিধবয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ বিধবয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধবয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধবয়ে নমঃ, ইদম্ আজ্যনৈবেদ্যম্ ওঁ বিধবয়ে নমঃ॥" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥"

প্রজাপতিঋষি-রুষ্ণিকছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥" "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥" "প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥" পুনর্বার মহাব্যাহৃতি হোম পূর্বক প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিবেন। অতঃপর নবগ্রহ হোম করিবেন।

নবগ্রহ হোম—(সূর্য্য)—"ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা॥" **(সোম)**—"আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা॥" **(মঙ্গল)**—"ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা॥" **(বুধ)**—"ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য। আ দাশুষে জাতবেদো বহাত্ব মদ্যা দেবাং উষর্বুধঃ স্বাহা॥" **(বৃহস্পতি)**—"ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জনং সেনাঃ প্রমৃণো যুধা, জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা॥" **(শুক্র)**—"ওঁ শুক্রান্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্, বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্, ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা॥" **(শনি)**—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো রভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা॥" **(রাহু)**—"ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব-দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা॥" **(কেতু)**—"ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে, পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভি রজায়থা স্বাহা॥" অনন্তর দিকপাল হোম করিবেন।

দিকপাল হোম—(ইন্দ্র)—"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্র মবিতারমিন্দ্রং, হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ স্বাহা॥" **(অগ্নি)**—"ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে, হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ স্বাহা॥" **(যম)**—"ওঁ নাকে সুপর্ণ-মুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং,যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ স্বাহা॥" **(নির্ঋতি)**—"ওঁ বেধা হি নির্ঋতীনাং, বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব

স্বাহা ॥" (বরুণ)—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা স্বাহা ॥" (বায়ু)—"ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং, শম্ভুময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ স্বাহা ॥" (কুবের)—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং, ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ স্বাহা ॥" (ঈশান)—"ওঁ অভি ত্বা শূর নোনুমো দুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশ, মীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ স্বাহা ॥" (ব্রহ্মা)—"ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্, বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ যোনি-মসতশ্চ বিবঃ স্বাহা ॥" (অনন্ত)—"ওঁ চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থ্য-মিন্দ্রং গিরো বৃহতী-রভ্যনূষত। বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভি, রমর্ত্যং জরমাণং দিবে দিবে স্বাহা ॥" অনন্তর প্রত্যেক দেবতার হোম করিবেন।

প্রত্যেক দেবতার হোম—প্রথমে ২৮টি যজ্ঞডুমুর সমিধ দ্বারা বিষ্ণুর হোম কর্তব্য, মন্ত্র, যথা—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা ॥" অতঃপর "ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ গণেশায় স্বাহা। ওঁ চণ্ডিকায়ৈ স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় স্বাহা। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ মহিষাসুরায় স্বাহা। ওঁ নাগপাশায় স্বাহা। ওঁ মূষিকায় স্বাহা। ওঁ পেচকায় স্বাহা। ওঁ জয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ বিজয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ শিবায় স্বাহা। ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা। ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা। ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যায়ৈ স্বাহা। ওঁ সর্বেভ্যো দেব-দেবীভ্যো স্বাহা ॥"

অতঃপর পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম (পৃঃ ১৪) করিয়া, প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক আহুতি দিয়া, পাতিত দক্ষিণ জানু হইয়া প্রতিবার উদকাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু, বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু ॥" দক্ষিণাবর্তে জলধারা দ্বারা অগ্নিকে বেষ্টন করিবেন।

"প্রজাপতিঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব ॥" অগ্নির দক্ষিণে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা দিবেন। "প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব ॥" মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত জলধারা দিবেন। "প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব ॥" মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নির উত্তরে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা দিবেন।

অতঃপর উত্তান হস্তদ্বয়ে কতিপয় কুশ লইয়া—"প্রজাপতিঋষির্ব্রহ্মা দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহাণা বিয়ন্তু বয়ঃ ॥" মন্ত্র পাঠ পূর্বক কুশগুলি কুশোদকে অভ্যুক্ষণ পূর্বক "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতী, রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসী, রেতদস্তু হুতং তব স্বাহা ॥" মন্ত্র পাঠান্তে কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর পূর্ণাহোম করিবেন।

পূর্ণাহোম—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" মন্ত্রে অগ্নির মৃড় নামকরণ করিয়া—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥" ধ্যানান্তে—"মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক, এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। ইদম্ আজ্যনৈবেদ্যং ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ ॥" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক ফল-পুষ্প ঘৃতাদি তাম্বুল ও বস্ত্রখণ্ড লইয়া (পরার্থে—যজমানসহ) উত্থিত হইয়া—"প্রজাপতিঋষির্বিরাড় গায়ত্রীছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণাহোমং যশসে জুহোমি, যোঽস্মৈ জুহোতি, বরমস্মৈ দদাতি। বরং বৃণে, যশসা ভামি লোকে স্বাহা ॥" এইরূপে পূর্ণাহুতি দিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা স্বরূপ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। মন্ত্র যথা—"বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ পূর্বক—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ। মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্র

শালগ্রামে গন্ধপুষ্প দিয়া। এবং সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদক দিয়া, উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকে) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাঙ্গীভূত হোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতম্ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে তাঁহার নাম গোত্র উল্লেখ্য) ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে॥ (পরার্থে—দদানি।) (কুশময় ব্রাহ্মণ হইলে—"ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করিবেন। এবং ব্রহ্মগ্রন্থি খুলিয়া দিবেন।) অতঃপর অগ্নির ঈশানে দুগ্ধ বা দধি দিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।" জল দিয়া—"ওঁ পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভব" মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন দিয়া, ঈশান কোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া তিলক করিবেন। যথা—(ললাটে)—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।" (কণ্ঠে)—ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং।" (বাহুমূলদ্বয়ে)—"ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং।" (হৃদি) —"ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষম্॥" অতঃপর শান্তি দিবেন (শেষে দ্রষ্টব্য)।—ইতি সামবেদীয় হোম।

যজুর্বেদীয় হোম

গোময়ানুলিপ্ত পরিষ্কার স্থানে হোতা কুশাসনে পূর্বাস্যে বসিয়া কুশহস্তে আচমন পূর্বক চতুর্দিকে একহস্ত প্রমাণ কেশ-অঙ্গার-তুষাদি রহিত পরিষ্কৃত বালুকা দ্বারা স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া, কুশ দ্বারা স্থণ্ডিলে প্রমাণ পূর্বাগ্র তিনটি রেখা অঙ্কন করিয়া, দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রেখাত্রয়ের মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) তুলিয়া ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর স্থণ্ডিল জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্বক দক্ষিণে কাংস্যপাত্রে, তাম্রপাত্রে অথবা নব মৃন্ময় শরাবে জ্বলন্ত অগ্নি হইতে একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া—ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" মন্ত্রে দক্ষিণে ত্যাগ করিয়া, অপর অগ্নি লইয়া—"ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥" মন্ত্রে আত্মাভিমুখে স্থণ্ডিলের মধ্যরেখায় স্থাপন করিবেন।

অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন।—"ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদাস্তঃ সর্বতো ঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু॥"

অতঃপর অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি পূর্বাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে পূর্বদিক্রমে উত্তরে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ পূর্বক আসনের নিকট গমন করিবেন। (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে কুশময় ব্রাহ্মণ বা কমণ্ডলু স্থাপন করিবেন।) হোতা বলিবেন—"ওঁ অত্র সেধিষবোহন্তোঽস্মিন্নাসা সদনে সীদ। যো ঽস্মাৎ পাকতরঃ॥" মন্ত্রে ব্রহ্মাসনে কুশোদক দিবেন। ব্রহ্মা বলিবেন—"ওঁ সীদামি।" (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে হোতা স্বয়ং বলিবেন—"ওঁ সীদামি।") অতঃপর একটি সাগ্র কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধারণ পূর্বক বলিবেন—"ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ তেন বয়ং দিষ্ম॥" মন্ত্র পাঠ পূর্বক উক্ত কুশ স্থণ্ডিলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ত্যাগ করিবেন। অনন্তর বৃত ব্রহ্মা (অভাবে হোতা) বলিবেন—"ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি। প্রসূতো দেবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্বায়বে, তৎ পৃথিব্যৈ॥ (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে) উক্ত মন্ত্রটি পাঠ পূর্বক অগ্নি অভিমুখে উপবেশন করিবেন।

অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে প্রণীতা পাত্র রাখিয়া হোমের দ্রব্য সকল সজ্জিত করিয়া রাখিবেন। অতঃপর স্থণ্ডিলের উত্তরে দুইগাছা কুশ পূর্বাগ্রে রাখিয়া তদুপরি ঔডুম্বর কাষ্ঠ নির্মিত বারো অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ছয় অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং চারি অঙ্গুলি গর্ত বিশিষ্ট পাত্রকে প্রণীতা পাত্র কল্পনা করিয়া বামহস্তে তুলিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রণীতা পাত্রটিকে প্রোক্ষণী পাত্রের (কোশার) জল দ্বারা পূরণ করিবেন। অতঃপর প্রণীতা পাত্রটিকে স্থণ্ডিলের পশ্চিমে কুশের উপর রাখিয়া একবার স্পর্শ পূর্বক পুনরায় পূর্বাসনে রাখিয়া পূর্বাগ্র প্রাদেশ প্রমাণ একমুষ্টি কুশ দ্বারা অগ্নির চতুর্দিকে আস্তরণ করিবেন। অর্থাৎ ঈশান কোণ হইতে উত্তরদিক পর্যন্ত ছড়াইবেন। অতঃপর পবিত্রচ্ছেদনার্থ ৩টি কুশ, পবিত্র ২টি, প্রোক্ষণীপাত্র, পূর্ণপাত্র (এক সরা আতপ চাউল), সম্মার্জন কুশ ৩টি, উপযমন কুশ ৬টি, সমিধ ৩টি সাজাইয়া লইবেন।

শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মাঙ্গ হোম কর্মণি যদবৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ওঁ ত্বন্নোঅগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ হোমমহং করিষ্যে।" অতঃপর "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" মন্ত্রে অগ্নির বিধুনামকরণ পূর্বক ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষ পিনাঙ্গ জঠরো হ্রুণ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোগ্নি সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥" অতঃপর "ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক "এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এষ পুষ্পঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। ইদম্ আজ্যনৈবেদ্যং ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক নিম্নলিখিত পঞ্চমন্ত্রে হোম করিবেন। যথা—ত্বন্ন ইত্যস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো হ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম॥ ১॥ স্বন্ন ইত্যস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো হ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সত্বন্নো অগ্নে হ্বমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসোব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্বনো বরুণণ্ড ররাণো বীহি মৃড়িকণ্ড সুহবো ন এধি স্বাহা॥ ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্॥ ২॥ অয়শ্চাগ্ন ইত্যস্য প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো হ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়শ্চাগ্নে হ্স্য নভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্বময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহ্যস্যয়ানো ধেহি ভেষজণ্ড স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে॥ ৩॥ ওঁ যেতেশতমিত্যস্য শুনঃশেফঋষির্জগতীচ্ছন্দো বরুণঃ সবিতা বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা মরুতঃ স্বর্কাঃ দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেতে শতং বরুণ যেসহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ॥ ৪॥ ওঁ উদুত্তম মিত্যস্য শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বরুণো দেবতা অয়নে বরুণপাশমোক্ষমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবয় মাদিত্যব্রতে তবা নাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায়॥ ৫॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়॥ পুনর্বার মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

মহাব্যাহৃতি হোম—"ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়॥ অতঃপর ২৮টি ঔডুম্বর সমিধ দ্বারা বিষ্ণুর হোম করিয়া নবগ্রহ ও দশদিকপালের হোম করিবেন। শেষে প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবেন।

বিষ্ণুর হোম—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্, সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে॥" অতঃপর ২৮টি বিল্বপত্র দ্বারা চণ্ডীর হোম করিবেন। যথা—"ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ স্বাহা। ইদং চণ্ডিকায়ৈ॥" অনন্তর ২৮টি বিল্বপত্র দ্বারা শিবের হোম করিবেন যথা—"ওঁ নমঃ শিবায় স্বাহা। ইদম্ শিবায়॥" (অথবা—"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনা মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা। ইদং শিবায়।) অতঃপর নবগ্রহ হোম করিবেন।

নবগ্রহ হোম—(সূর্য্য)—ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেন, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্, স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়॥" (সোম)—"ওঁ ইদং দেবা অসপত্নণ্ড সুবধ্বং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যৈষ্ঠায়, মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্য পুত্র মমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ, এষ বোহমী রাজা, সোমো হ্স্মাকং ব্রাহ্মণানাণ্ড রাজা স্বাহা। ইদং সোমায়॥" (মঙ্গল)—"ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। ইদং মঙ্গলায়॥" (বুধ)—"ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সণ্ডসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্, বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা। ইদং বুধায়॥" (বৃহস্পতি)—ওঁ বৃহস্পতয়ে অতি যদর্য্যো অর্হান্, দ্যুমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছব। অতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রণ্ড স্বাহা। ইদং বৃহস্পতয়ে॥" (শুক্র)—"ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানণ্ড শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়-মিদং পয়ো হ্মৃতং মধু স্বাহা। ইদং শুক্রায়॥" (শনি)—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিঃ স্রবন্তু নঃ স্বাহা। ইদং শনৈশ্চরায়॥" (রাহু)—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পুরুষঃ পুরুস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ স্বাহা। ইদং রাহবে॥" (কেতু)—"ওঁ

কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থা স্বাহা। ইদং কেতবে॥" অনন্তর দিকপাল হোম করিবেন।

দিকপাল হোম—(ইন্দ্র)—"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্র মবিতারমিন্দ্রং, হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং, স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়॥" **(অগ্নি)**—"ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রযাতু পরাবতঃ। অগ্নিরুক্থেন বাহসা স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥" **(যম)**—"ওঁ অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্বন্নসি, ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত, আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা। ইদং যমায়॥" **(নির্ঋতি)**—"ওঁ যং তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ, পাশং গ্রীবাস্ববিচৃত্যম্। তং তে বিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যা, দথৈতং পিতুমদ্ধি প্রসূতঃ স্বাহা। ইদং নির্ঋতয়ে॥" **(বরুণ)**—"ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্যব্রতে, তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায়॥" **(বায়ু)**—"ওঁ বাতো বা, মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ। ত্বম অগ্রে অশ্বমযুঞ্জং,স্তে অস্মিন্নজবমাদধুঃ স্বাহা। ইদং বায়বে॥" **(কুবের)**—"ওঁ কুবিরঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ্, যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিয়ূয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি, যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি স্বাহা। ইদং কুবেরায়॥" **(ঈশান)**—"ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং, ধিয় জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসা-মসদ্বৃধে, রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা। ইদমীশানায়॥" (ব্রহ্মা)—"ওঁ আ ব্রহ্মণ্, ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাং, মা রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যো ঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাং দোগ্ধ্রী ধেনু-র্বোঢ়ানড্বা নাশুঃ, সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা, জিষ্ণূ রথেষ্ঠাঃ, সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তাং, নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু, ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং, যোগক্ষেমো ন কল্পতাং স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে॥" **(অনন্ত)**—"ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো, যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি, তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা। ইদমনন্তায়॥" অতঃপর প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবেন।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম—"ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ স্বাহা।" এইক্রমে—"ওঁ গণেশায়, ওঁ কার্তিকেয়ায়, ওঁ লক্ষ্মৈ, ওঁ সরস্বত্যৈ, ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ মহিষাসুরায়, ওঁ নাগপাশায়, ওঁ মূষিকায়, ওঁ ময়ূরায়, ওঁ পেচকায়, ওঁ হংসায়, ওঁ জয়ায়ৈ, ওঁ বিজয়ায়ৈ, ওঁ শীতলায়ৈ, ওঁ মনসায়ৈ, ওঁ গঙ্গায়ৈ, ওঁ যমুনায়ৈ, ওঁ বাস্তুদেবতায়ৈ, ওঁ কুল দেবতায়ৈ, ওঁ ইষ্ট দেবদেবীভ্যো।" এইরূপে আদিতে "ওঁ" অন্তে "স্বাহা" যোগে হোম করিবেন। অতঃপর পূর্ণাহুতি দিবেন।

পূর্ণাহুতি—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির মৃড় নামকরণ করিয়া, ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরো ঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রাগ্নি সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥" ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ পুষ্পং ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ। ইদম্ আজ্য নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড় নামাগ্নয়ে নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক তাম্বুল, বস্ত্রখণ্ড, রম্ভা ও প্রচুর ঘৃত লইয়া যজমানসহ দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণাহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজ মতিথিং জনানা-মাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা।" এইরূপে পূর্ণাহুতি দিয়া পূর্ণপাত্ররূপ ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। যথা—"ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ" তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশাদকের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ। এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এবং সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এইরূপে অর্চনা পূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজাঙ্গীভূত হোম কর্মণি ব্রহ্মকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং ব্রহ্মণে অহং দদে। (পরার্থে—দদানি)। পরে কুশ ব্রহ্মাকে "ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে বিসর্জন দিবেন। অতঃপর দক্ষিণা, বৈগুণ্য সমাধান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। (দক্ষিণান্ত, বৈগুণ্য সমাধান ইত্যাদি করিয়া পৃঃ ১১৪ দ্রষ্টব্য)। পরে হুতশেষ মিশ্রিত ভস্ম গ্রহণ করিয়া—তিলক করিবেন। প্রথমে নারায়ণ শিলা ও ঘট স্পর্শ করাইয়া নিজে তিলক গ্রহণ করিবেন ও যজমানকে তিলক দিবেন। যথা, **(ললাটে)**—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।" **(কণ্ঠে)**—"ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং।" **(দক্ষিণ বাহুমূলে)**—"ওঁ

যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্ "। **(বাম বাহুমূলে)** — " ওঁ তত্তেহস্তু ত্র্যায়ুষম্ " । **(হৃদি)** — " ওঁ তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষম্ " ।

---- ইতি যজুর্ব্বেদীয় হোম ----

॥ সমাপ্ত ॥